বেতার বাংলা

জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা

১৫ আগস্ট ২০২২

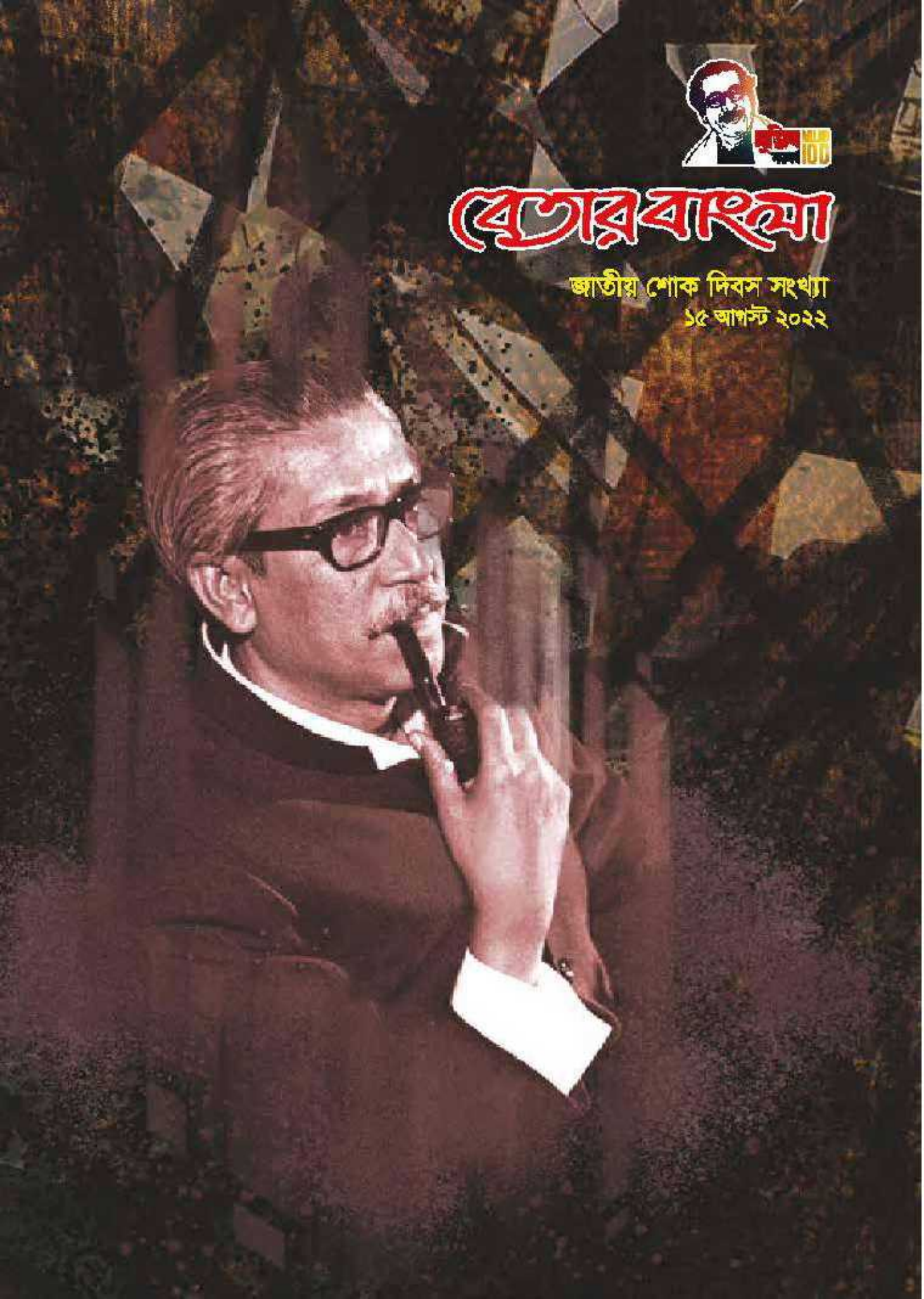

২১ জুলাই ২০২২ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে বঙ্গভবনে বাংলাদেশে নিযুক্ত স্পেনের রাষ্ট্রদূত Francisco de Asis Benitez Salas সাক্ষাৎ করেন

৩০ জুলাই ২০২২ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ঢাকায় বিজয় সরণিতে বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর পরিদর্শন করেন

২ আগস্ট ২০২২ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের কাছে বঙ্গভবনে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল কমিশনের 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১' পেশ করেন

আঞ্চলিক পরিচালক
মর্জিনা বেগম

সম্পাদক
মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

বিজনেস ম্যানেজার
মোঃ শরিফুর রহমান

সহ সম্পাদক
সৈয়দ মাহবুব ইলাহি

প্রচ্ছদ
জামান পুলক

আলোকচিত্র
বেতার প্রকাশনা দপ্তর, পিআইডি,
বাংলাদেশ বেতারের কেন্দ্র ও ইউনিটসমূহ

মুদ্রণ সহযোগিতা
মোঃ হাসান সরদার

প্রকাশক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

বেতার প্রকাশনা দপ্তর
জাতীয় বেতার প্রশাসন ভবন
৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন:০২-৪৪৮১৩০৩৯ (আঞ্চলিক পরিচালক)
০২-৪৪৮১৩০৫৩ (সম্পাদক)
০২-৪৪৮১৩০০৯ (বিজনেস ম্যানেজার/ফ্যাক্স)
ওয়েবসাইট: www.betar.gov.bd
ইমেইল: betarbanglabd@gmail.com
ফেসবুক: /betarbangla.bb

লাইনোটাইপ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
প্রতি সংখ্যা: ২০ টাকা
ডাকমাশুলসহ প্রতি সংখ্যা: ৩০ টাকা

প্রোডাকশন
দশদিশা প্রিন্টার্স

বেতারবাংলা

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা • ১৫ আগস্ট ২০২২

সম্পাদকীয়

যতকাল রবে পদ্মা মেঘনা
গৌরী যমুনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।

১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস। আগস্ট মাস-বাঙালির শোকের মাস। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে সেনাবাহিনীর কতিপয় বিপথগামী সদস্যরা দেশি-বিদেশি চক্রান্তে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গমাতাসহ পরিবারের অধিকাংশ সদস্যকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। অথচ যে বাঙালির জন্য সারাজীবন নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে বিসর্জন দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু, সে বাঙালি বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করবে সেটি কখনও তিনি নিজেই চিন্তা করতে পারেননি। বিভিন্ন মাধ্যমে বিশেষ করে দেশি-বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা বঙ্গবন্ধুকে বারংবার হত্যার ছক সম্বন্ধে জানলেও তিনি ছিলেন নির্ভীক। তিনি বলেছিলেন, বাঙালি কখনই আমাকে হত্যা করতে পারে না। কারণ, জাতশত্রু পাকিস্তান বারংবার সুযোগ পেয়েও বঙ্গবন্ধুর পাহাড়সম দৃঢ়তা এবং পশ্চিমা বিশ্বের চাপের কারণে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার সাহস পায়নি। সে বিবেচনায় যে বাঙালির জন্য তিনি নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন সে বাঙালি তাঁকে কিভাবে হত্যার সাহস করবে! তাই শেখ মুজিব কোন গোয়েন্দা রিপোর্টে বিশ্বাস করতেন না। অবশ্য বাঙালির গভীর অস্তিত্ব বিশ্বাসই শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবারের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়।

ঘটনার বিভীষিকা ভাবলেই গা-শিউরে উঠে। চিন্তা করা যায়, ছোট শিশু রাসেলকে রেহাই দেয়নি খুনিচক্র! রেহাই পায়নি গর্ভবতী রমণী। কি হত্যার ঘবনিকাপাত করেছিল খুনিচক্র। কেবল বিদেশে থাকার কারণে বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা রেহাই পেয়েছিলেন। খুনিচক্র ভেবেছিল, বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কোন সদস্য বেঁচে থাকলে বঙ্গবন্ধুর ন্যায় বজ্রকণ্ঠ ধারণ করবেন। সে কারণেই সবাইকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। ১৫ আগস্টের রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড বিশ্বের যেকোন হত্যাকাণ্ডকে ম্লান মলিন দেয়। এরকম ঘটনা খুবই দুর্লভ বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

সূচিপত্র

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

৩

বঙ্গবন্ধু: আত্মমর্যাদাশীল নির্ভীক জননায়ক
মুস্তাফা মাসুদ ৪

১৫ আগস্ট কী ঘটেছিল
মোহাম্মদ শাহজাহান ৯

লোককবির গানে বঙ্গবন্ধু
ড. কাঞ্চন চন্দ্র রায় ১৪

বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ভাষণে ধর্মনিরপেক্ষ ও সাম্যবাদী চেতনা
প্রত্যয় জসীম ২৫

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ ও স্বাধীনতার ঘোষণা
আপন চৌধুরী ৩১

শোকের মাস আগস্ট
ইসমত আরা পলি ৩৪

ছোটগল্প

অভিন্ন মুজিব
শাহনাজ মুন্নী ২১

কবিতা

জন্মান্তর
মুহম্মদ নুরুল হুদা ৮

পিতার মুখ
শাহজাদী আঞ্জুমান আরা ৮

মহাকালের চিঠি: প্রাণক বঙ্গবন্ধু
আসলাম সানী ১৩

বাঙালির ঝলমলে সোনালী রোদ
রীনা তালুকদার ১৩

পিতৃঋণ
অনীক মাহমুদ ২০

শোকস্মৃতি লেখা
গোলাম নবী পান্না ২০

৩২ নম্বর অরক্ষিত রেখে
কামাল বারি ২৪

মহান বীর
কল্পনা সরকার ৩০

তোমার তর্জনী আজ ইতিহাস
শামীমা নাইস ৩০

তুমি আছো থাকবে (১৫ই আগস্ট স্মরণে)
মোখলেছা খাতুন ৩৩

তরুপল্লব

১৫ই আগস্ট
মির্জা রিজওয়ান আলম ৬৫

জাতির পিতা স্মরণে আজ
ইনতিরাজ সুলতান ইনয়াল ৬৬

রাসেল নামের খোকা
মো. জোবাইদুল ইসলাম ৬৬

সেই ছেলেটি
প্রদীপ ঘোষ ৬৭

শোকাবহ আগস্ট
কাব্য কবির ৬৭

চাঁদের ঝিকিমিকি
জাহাঙ্গীর আলম জাহান ৬৭

স্মৃতি অবিনশ্বর ৫৩

৬৮

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৩৬

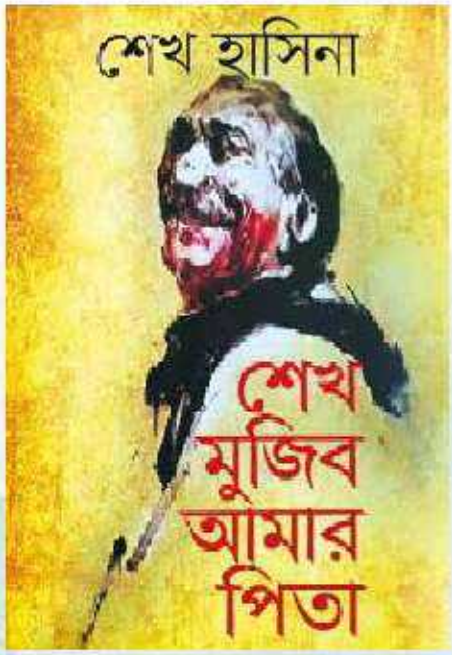

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে বাংলার শেষ নবাব সিরাজুদ্দৌলার সাথে বেইমানী করেছিল তাঁরই সেনাপতি মীরজাফর ক্ষমতার লোভে, নবাব হবার আশায়।

১৯৭৫ সালে সেই একই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটল বাংলাদেশে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল তাঁরই মন্ত্রিপরিষদ সদস্য খন্দকার মোশতাক। রাষ্ট্রপতি হবার খায়েশে। ঘাতকের দলে ছিল কর্নেল রশিদ, কর্নেল ফারুক, মেজর ডালিম, হুদা, শাহরিয়ার, মহিউদ্দিন, খায়রুজ্জামান, মোসলেম গং। পলাশীর প্রান্তরে যেমন নীরবে দাঁড়িয়েছিল নবাবের সৈন্যরা সেনাপতির গোপন ইশারায়-

১৯৭৫ এদিনও নীরব ছিল তারা, যারা বঙ্গবন্ধুর একান্ত কাছের, যাদেরকে নিজ হাতে গড়ে তুলেছিলেন, বিশ্বাস করে ক্ষমতা দিয়েছিলেন- যাদের হাতে ক্ষমতা ছিল তাদের একটুকু সক্রিয়তা বা ইচ্ছা অন্তত নির্দেশ বাঁচাতে পারত বঙ্গবন্ধুকে- খন্দকার মোশতাকের গোপন ইশারায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করল তারা, এগিয়ে এল না সাহায্য করতে। মীরজাফরের নবাবি কতদিন ছিল? তিন মাসও পুরো করতে পারেনি- খন্দকার মোশতাকের রাষ্ট্রপতি পদ (যা সংবিধানের ধারাবিরোধী লঙ্ঘন করে হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অর্জিত) তিন মাসও পুরো করতে পারেনি।

আসলে বেঈমানদের কেউই বিশ্বাস করে না। এমনকি যাদের প্ররোচনায় এরা ঘটনা ঘটায়, যাদের সুতোর টানে এরা নাচে তারাও শেষ অবধি বিশ্বাস করে না। ইতিহাস সেই শিক্ষাই দেয়, কিন্তু মানুষ কি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়?

যুগেযুগে এ ধরনের বেঈমান জন্ম নেয় যাদের ক্ষমতালিপ্সা এক একটা জাতিকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেয়। ধ্বংস ডেকে আনে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু মুজিবকে হত্যা করে বাংলার মানুষের আশা-আকাঙ্খাকেই খুনিরা হত্যা করেছে।

স্বাধীনতার মূল লক্ষ্যকে হত্যা করেছে। বাঙালি জাতির চরম সর্বনাশ করেছে।

এই হত্যাকাণ্ডের কোনো বিচার হয়নি। জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় এসে খুনিদের আইনের শাসনের হাত থেকে রেহাই দিয়ে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ করে পুরস্কৃত করেছে।

আইনের শাসনকে আপন গতিতে চলতে দেয়নি। বরং অন্যায়-অপরাধকে প্রশ্রয় দিয়েছে, লালিত করেছে। যার অশুভ ফল আজ দেশের প্রতিটি মানুষকে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগাচ্ছে।

এই খুনিদের বাংলার মানুষ ঘৃণা করে বঙ্গবন্ধুকে এরা কেন হত্যা করেছে?

কি অপরাধ ছিল তাঁর?

স্বাধীনতা- বড় প্রিয় একটি শব্দ। যা মানুষের মনের আকাঙ্ক্ষা। পরাধীনতার নাগপাশে জর্জরিত থেকে দম বন্ধ হয়ে কে মরতে চায়? একদিন পাকিস্তান কায়েমের জন্য সকলে লড়েছিল। লড়েছিলেন বঙ্গবন্ধুও। কিন্তু পাকিস্তান অনুলাভের পর বাঙালি কি পেল? না রাজনৈতিক স্বাধীনতা, না অর্থনৈতিক মুক্তি। বাঙালির ভাগ্যে কিছুই জুটল না, জুটল শোষণ বঞ্চনা নির্যাতন এবং মায়ের ভাষা মুখের ভাষাও পাকিস্তানি শাসকরা কেড়ে নিতে চাইল। তাদের রক্ত দিয়ে বাঙালি তার মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষা করল। বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেবার নানা ষড়যন্ত্র চলতে থাকল।

দেশের সম্পদ পাচার করে বাঙালিকে নিঃস্ব করে দিয়ে বাইশটি পরিবার সৃষ্টি করে শোষণ অব্যাহত রাখল।

আর বঙ্গবন্ধু মুজিব শোনালেন অমরবাণী স্বাধীনতা। দেখালেন মুক্তির পথ।

'এবারের সংগ্রাম- আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম- স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
জয় বাংলা-

ঘোষণা করলেন বাঙালির বিজয়!

জয় বাংলা-

সেই তো তাঁর অপরাধ।

বঙ্গবন্ধু: আত্মমর্যাদাশীল নির্ভীক জননায়ক

মুস্তাফা মাসুদ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের অস্তিত্ব এবং বাঙালির স্বপ্ন-আত্মঅধিকারের সাথে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত; তাঁকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস রচিত হতে পারে না। তিনি বাঙালির হৃদ-স্পন্দন; সাহস ও উজ্জীবনের প্রতীক। তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রাম আর বিরল সাংগঠনিক দক্ষতায় বাঙালি মহাযুদ্ধসদৃশ এক রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের অনুকূল পটভূমিতে পৌঁছে যায় এবং তাঁর সর্বশেষ নির্দিষ্ট আহ্বানে তারা জীবনবাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে; নয় মাসের যুদ্ধ ও অসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জন করে এক নিজস্ব ভূখণ্ড– স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। অথচ ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস! ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সেই মহান নেতাকে, জাতিরাষ্ট্রের স্থপতিকে সপরিবারে হত্যা করে বাঙালি নামের কলঙ্ক কতিপয় পথভ্রষ্ট-নীতিভ্রষ্ট দুষ্কৃতিকারী। ১৫ই আগস্ট তাই বাঙালির ইতিহাসের এক শোকাবহ দিন– জাতীয় শোকদিবস। এই দিন যেমন শোকের, তেমনি আত্মশক্তিতে উজ্জীবিত হওয়ারও দিন; আমাদের আত্মবিশ্লেষণের দিন; সেইসাথে বঙ্গবন্ধুকে নব নব মাত্রা-প্রকরণে উপলব্ধিরও দিন। ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে মহান নেতার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই লেখাটি প্রকাশ করা হলো। এখানে বঙ্গবন্ধু-চরিত্রের উজ্জ্বলতম দিক– তাঁর সাহস, স্পষ্টবাদিতা, মানবিকতা ও স্বাধীনচেতা বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশদ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

তাঁর হাতে কোনো জাদুর বাঁশি ছিল না। তিনি হ্যামিলনের বংশীবাদকের মন্ত্রে বিস্মৃত চেতনার কোন রহস্য-মানবও ছিলেন না। অভিজাতকদের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে নিষ্পাপ, আনন্দোচ্ছল শিশুদেরকে ইঁদুরের মতো নদীতে ডুবিয়ে মারার মতো হৃদয়হীনতা তাঁর মধ্যে কখনো কল্পনাও করা যেত না। তাঁর হাতে তথাকথিত 'লৌহমানবের' অস্ত্রশক্তিও ছিল না; তার পরিবর্তে

তাঁর বুকে ছিল স্বীয় জনগণের প্রতি সমুদ্র-সমান দরদ-ভালবাসা, হিমাদ্রিতুল্য সাহস আর অগাধ-নিখাদ দেশপ্রেম। এই তিনটি গুণ সমন্বিত হয়ে তাঁর মধ্যে এমন এক মানবিক শক্তির উদ্ভব ঘটায়, যা একান্ত মানবীয় হয়েও যেন হয়ে উঠেছিল অতিমানবীয়; যার কাছে যে-কোন জাদুকরের জাদুই ছিল তুচ্ছ, যে-কোন স্বৈরশাসক 'লৌহমানবের' রক্তচক্ষু ও মারণাস্ত্রের হুমকি ছিল অকার্যকর। অগাধ দেশপ্রেম আর দ্বিধাহীন সাহস তাদের সামনে তাঁকে দিয়েছিল দ্বিধাহীন সত্যকথা বলার প্রেরণা ও শক্তি। এ কারণেই তিনি সবসময় ছিলেন স্পষ্টভাষী, সত্যভাষী এবং প্রকাশ্যভাষী এক নির্ভেজাল মানব-সুহৃদ অগ্রপথিক। অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করে বা আপোশ করে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের কূট-মতলবে অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে পিছু হটে আসা তাঁর ধাতেই ছিল না। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই তিনি অনেকের মতো ইতিহাসের ঘূর্ণিস্রোতে হারিয়ে যাননি; প্রকাশ্য-রাজপথের এক লড়াকু সৈনিক হিসেবেই বুকটিপিতিয়ে সামনে থেকেছেন; কোনপ্রকার অপ্রকাশ্যতা, তঞ্চকতা, মুখে এক কাজে অন্য– এধরনের মোনাফেকি তাঁকে কখনও আক্রান্ত করতে পারেনি। এর পুরস্কারও তিনি পেয়েছেন– তিনি হাজার বছরের অবহেলিত বাংলার পূর্বাংশে একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের স্থপতির বিরল সম্মান লাভ করেছেন, জাতির পিতা হয়েছেন। কোটি কোটি জনতার গভীর ভালবাসায় সিক্ত হয়েছেন, তাদের অকপট সমর্থন পেয়েছেন।

বলাবাহুল্য– আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথাই বলছি। তাঁর বাল্য-কৈশোর, তারুণ্য-যৌবন, ছাত্রজীবন, রাজনৈতিক জীবন, রাষ্ট্রনায়কের জীবন– সর্বত্রই এই প্রকাশ্যতা, স্পষ্টতা আর সত্যভাষণের দৃষ্টান্ত আমরা পাই। সেই বাল্যকালে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে নিজেদের গোলার ধান বিলিয়ে দেওয়া, স্কুলের গরিব ছাত্রকে বইখাতা ও নিজের জুতা দিয়ে দেওয়া, শীতে কাতর ভিখিরিকে নিজের গায়ের চাদর খুলে দেওয়া; কৈশোরে অবিভক্ত বাংলার ডাকসাইটে মুখ্যমন্ত্রী শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক ও আরেক মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী'র সামনে দাঁড়িয়ে হোস্টেল মেরামতের জন্য বারশো টাকার দাবি ও তা পাওয়ার ব্যবস্থা করা– এসব ঘটনা তাঁর চরিত্রের স্বচ্ছতা, স্পষ্টবাদিতা আর জনস্বার্থের প্রতি নিবিড় দরদ-ভালবাসারই প্রমাণ। জনস্বার্থে এসব কাজে তিনি ছিলেন দ্বিধাহীন ও আন্তরিক। লোকদেখানো কোন ভনিতা বা প্রদর্শনী নয়; তিনি এসব কাজ করেছিলেন অন্তরের তাগিদেই। তাই দরিদ্রদের জন্য ধানের গোলা উন্মুক্ত করে দিলে কিংবা বইখাতা, গায়ের চাদর অন্যকে দিয়ে দিলে তাঁর পিতা রাগ করতে পারেন না; কারণ, যে ছেলে এতটা জনদরদি আর সত্যসন্ধী, সে কি যথার্থ আন্তরিক ও সত্যনিষ্ঠ না হয়ে পারে? আর, এমন ছেলের ওপর কোন সচেতন অভিভাবক কি রাগ করতে পারেন? ঠিক একই ঘটনা শের-ই-বাংলার বেলায়ও ঘটেছিল। হোস্টেলের ছাদ মেরামতের টাকা মঞ্জুরের দাবিতে সমবেত ছাত্রদের সামনে থেকে যে ছ্যাংলাপাতলা কিশোর ছেলেটি স্পষ্ট ভাষায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবিটি তুলেছিলেন, তিনি শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর এই সাহসকে স্কুলের প্রধান শিক্ষক 'বেয়াদবি' আর 'ধৃষ্টতা' মনে করে জড়সড়-বিমর্ষগ্রস্ত। কিন্তু স্পষ্টভাষী মুজিবের এক কথা: হোস্টেল মেরামতের টাকা মঞ্জুর করতেই হবে। প্রধান শিক্ষকসহ অনেকের চোখে এটা হয়তো 'বেয়াদবি' বা 'ধৃষ্টতা' বলে মনে হতে পারে। কিন্তু নিপুণ জহুরি খাঁটি হিরে চিনতে ভুল করেননি; বাংলার বাঘ শের-ই-বাংলা ও তাঁর সঙ্গী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক গুরু) কিশোর মুজিবের এই সাহসপূর্ণ স্পষ্টবাদিতায় খুশি হয়েছিলেন এবং তাঁদের সাথে কোলকাতায় যোগাযোগ করতে বলেছিলেন। আর, ঠিক সেই মুহূর্তেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল সত্যের পথে অবিচল, স্পষ্টভাষী সাহসী মুজিবের রাজনৈতিক নিয়তি। ভবিষ্যতে তাঁকে যে আরও বড় বড় চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে, বলতে হবে আরও অনেক সত্যকথা-স্পষ্ট কথা– তার চিত্র যেন তাঁর বাল্য-কৈশোরেই রচিত হয়ে গিয়েছিল।

আমরা লক্ষ্য করি– তাঁর বাল্য-কৈশোরের এই স্বভাবজাত গুণ-বৈশিষ্ট্য কোলকাতার জীবনে অনেকটা পরিপক্কতা লাভ করেছে। তারও পরবর্তীতে পরিণত বুদ্ধিবিবেচনা, পরিস্থিতিবোধ আর প্রজ্ঞার মিশ্রণে অবিকল্প নেতা ও রাষ্ট্রনায়কসুলভ পূর্ণতা পেয়েছে। ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র থাকাকালে তরুণ শেখ মুজিবের মধ্যে দৃঢ়তা ও প্রকাশ্যভাষী বৈশিষ্ট্য অধিকতর স্পষ্ট হয়। জানা যায়– ছাত্রাবস্থায় ১৯৪৪ সালে শেখ মুজিব কোলকাতায় ফরিদপুর জেলা সমিতির সেক্রেটারি থাকাকালে বৃটিশ ভারতের তখনকার নবনিযুক্ত গভর্নর জি. আর. কেসি (কার্যকাল: ১৯৪৪–১৯৪৬)-কে সমিতির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য সমিতির সভাপতি নবাবজাদা লতিফুর রহমান প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে শেখ মুজিব প্রকাশ্যে দৃঢ়তার সাথে অসম্মতি জানান তাঁর বৃটিশ-বিরোধী মনোভাবের কারণে। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, গভর্নরকে সংবর্ধনা দেওয়া হলে তিনি সমিতি থেকে পদত্যাগ করবেন। বস্তুত তাঁর অনড়-অনমনীয় মনোভাবের কারণেই গভর্নরের সংবর্ধনার উদ্যোগ পণ্ড হয়ে যায়।

কোলকাতার থাকাকালেই তিনি মহান নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। কোলকাতা ও ঢাকার জীবন মিলে মোট প্রায় পঁচিশ বছর তিনি শহীদ সাহেবের সাহচর্য লাভ করেন– তাঁকে একান্ত কাছে থেকে দেখার, পর্যবেক্ষণ করার এবং তাঁর কাছ থেকে রাজনৈতিক দীক্ষা গ্রহণের বিরল সুযোগ ও সৌভাগ্য হয় মুজিবের। শহীদ সাহেবের কিংবদন্তিতুল্য প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব, সাহস আর মানবিকতাবোধ তরুণ মুজিবকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে, সারাজীবন তিনি সে-বৈশিষ্ট্যই নিজের মধ্যে ধারণ, লালন ও পরিপালন করেছেন। তাঁর বাল্য-কৈশোরের স্বভাবজাত গুণগুলো শহীদ সাহেবের সান্নিধ্যে এসে পরিপূর্ণতা পেল। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জীবনাদর্শ থেকেই পরিণত রাজনীতির পাঠ নেন তাঁর স্নেহধন্য শিষ্য শেখ মুজিবুর রহমান। শহীদ সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে মুজিবের অকপট ভাষ্য থেকেই বোঝা যায় যে, শিষ্য তাঁর গুরুর বৈশিষ্ট্যগুলো কীভাবে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণ ও আত্মস্থ করেছেন। 'নেতাকে যেমন দেখিয়াছি' শীর্ষক এক স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধে শেখ মুজিব লিখেছেন: 'জনাব সোহরাওয়ার্দীর অন্যতম বিশিষ্ট চারিত্রিক গুণ এই ছিল যে, তিনি কোন ব্যাপারেই খাদাই-পানাই বা সুযোচুরিতে

বিশ্বাস করিতেন না। প্রত্যেকটি জাতীয় সমস্যাকেই তিনি সরল সোজা দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিতেন। ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইলেও তিনি উচ্চ নৈতিক আদর্শকে জলাঞ্জলি দিতেন না, বরং যেকোন অবস্থাতেই তিনি নিজ নীতিতেই অবিচল থাকিতেন।' [উদ্ধৃত: মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু-কোষ, পৃ. ৪০৬] ফজল সোহরাওয়ার্দীর এসব বৈশিষ্ট্য কীভাবে শিষ্য মুজিবকে প্রকাশ্যভাবে প্রভাবিত ও নির্মাণ করেছিল, বাংলার গৌরবময় ইতিহাসই তার বাস্তব সাক্ষী। সোহরাওয়ার্দীর মতো বঙ্গবন্ধুও কোনপ্রকার লুকোছাপা, অস্পষ্টতা ও ঘোরপ্যাঁচ (বঙ্গবন্ধুর ভাষায় 'ধানাই-পানাই') পছন্দ করতেন না। যা সত্য ও ন্যায্য তা তিনি নির্ভয়ে, নির্দ্বিধায় বলতেন; তার পক্ষে অবস্থান নিতেন। এক্ষেত্রে কোন বিপদ-বাধা-ব্যক্তিগত ক্ষতি-লোকসান, এমনকি মৃত্যুভয়ও তাঁকে অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে বিরত রাখতে পারেনি কোনদিন।

১৯৪৭ সালের শেষের দিকে শেখ মুজিব ঢাকায় চলে আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ ক্লাসে আইন বিভাগে ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন তখনো শেষ হয়নি। এসময় ১৯৪৯ সালে এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধিসহ অন্যান্য ন্যায্য দাবিতে আন্দোলন চলছে। একদিকে নিজের ভবিষ্যৎ- পিতার প্রত্যাশিত আইনজীবী হওয়ার স্বপ্ন, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক খড়্গ উপেক্ষা করে নিম্নবেতনভুক কর্মচারীদের স্বার্থে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া। কোনটি বেছে নেবেন মুজিব? তাঁর সত্তার গহিন ভেতরে যে ন্যায়বাদী সাহসী মানুষটির বসবাস, তিনি তাঁর অভ্রান্ত পথেই হাঁটলেন- চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনকেই সমর্থন করলেন এবং ৩রা মার্চের (১৯৪৯) ধর্মঘটে যোগ দিলেন। এর প্রতিদানও খুব কঠিনভাবে দিতে হলো। সাতাশজন ছাত্রনেতাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত হলো। তারমধ্যে বহিষ্কারসহ পনেরো টাকা জরিমানা প্রদানের শাস্তি নেমে এল তিনিসহ পাঁচজনের ওপর। তবে শর্ত থাকল- জরিমানার টাকা জমা দিলে এবং তাঁরা ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ আর করবেন না- এ মর্মে অভিভাবকদের কাছ থেকে নিশ্চয়তা পাওয়া গেলে তাঁদের ছাত্রত্ব বজায় থাকবে। এই অন্যায় শাস্তির বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠলেন মুজিব। ছাত্রত্ব থাকবে না? না থাকুক; মুজিব তাতে ভয় পান না। একমাত্র তিনি ছাড়া অন্যরা মুচলেকা দিয়ে ছাত্রত্ব বহাল রাখলেন, কিন্তু ন্যায়ের পথের লড়াকু মুজিব নিজের ভবিষ্যৎ- মহামূল্যবান ছাত্রত্বের প্রশ্নে, পিতার স্বপ্নের প্রশ্নে কোন আপোষ করলেন না, বিচলিত-দ্বিধান্বিতও হলেন না। ছাত্রত্বের অধ্যায়ে ইতি টেনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিরতরে বেরিয়ে এলেন তিনি। অথচ নমনীয় হলে কিংবা কর্তৃপক্ষের সাথে আপোষ করলে তিনি দিব্যি এক্সলবি-তে মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়ে আইনজীবীর কালো শামলা গায়ে চড়াতে পারতেন, উকিল হয়ে পিতার চাওয়া পূরণ করতে পারতেন। এমন দৃষ্টান্ত, এমন সিংহহৃদয় অটল আদর্শের নেতা কজন পাওয়া যায়?

তারপর তাঁর বৃহত্তর রাজনৈতিক জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। সর্বত্রই তিনি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে কবি বেগম সুফিয়া কামাল এক স্মৃতিচারণমূলক লেখায় অতি সংক্ষেপে যথার্থই বলেছেন: 'আজকের দিনে তাঁর মতো একটা মানুষ সারাবিশ্বে আমি দেখতে পাচ্ছি না। গলাবাজি মনোবৃত্তি ছিল না মুজিবের। যেখানে সঙ্কট, যেখানে সংগ্রাম, যেখানে সংঘাত দেখেছে, সে এসে আগে দাঁড়িয়েছে। মরণকে ভয় করেনি। তাঁর পেছনে লক্ষ লক্ষ জনতা মুজিব ভাই বলে লাফিয়ে পড়েই না এই দেশকে স্বাধীন করেছে।' ১৯৭১-এ বঙ্গবন্ধু-আহূত অসহযোগ আন্দোলনকালে পল্টন ময়দানে স্বাধীনবাংলা আন্দোলন সমন্বয় কমিটি আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর দেওয়া বক্তব্যেও শেখ মুজিবের দৃঢ়-আপোষহীন বৈশিষ্ট্যের অকপট স্বীকৃতি পাওয়া যায়: 'কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করছে, শেখ মুজিব আপোষ করতে পারে। খামাখা কেউ শেখ মুজিবকে সন্দেহ-অবিশ্বাস করবেন না। তাঁকে আমি খুব ভালভাবে চিনি।...আমার রাজনৈতিক সংগঠনের সভাপতি হিসেবে ৩১জন জেনারেল সেক্রেটারীর সাথে কাজ করেছি। তাদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানই ছিল শ্রেষ্ঠ সেক্রেটারী।'

কবীয়ান জননেতা তোফাজ্জল আহমেদের একটি নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক বিচিত্রা পত্রিকার ১৬ই আগস্ট ১৯৯৯ সংখ্যায়। বঙ্গবন্ধুর আত্মবিশ্বাসী, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, স্বাধীনচেতা ও দৃঢ়-চরিত্রের উল্লেখ করে তোফাজ্জল আহমেদ বলেছেন: 'পৃথিবীর যেখানেই তিনি গেছেন বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে কথা বলেছেন। তিনি যে একটি ছোট গরীব দেশের রাষ্ট্রপ্রধান তা কখনো তাঁর চিন্তার মধ্যে ছিল না। তিনি মনেপ্রাণে বাঙালি ছিলেন। এবং বাঙালির সম্মান তিনি সব জায়গা থেকেই আদায় করেছেন। জাপানে সাধারণত প্রধানমন্ত্রী বিমানবন্দরে না এলেও তিনি যখন গেলেন তখন তানাকা এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে জীবিত দুজন নেতার মধ্যে তোরণ হয়েছিল- একজন মার্শাল টিটো, আরেকজন বাংলার নেতা শেখ মুজিব। ... সেখানেই তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, বিশ্ব আজ দুভাগে বিভক্ত- শোষক আর শোষিতের। আমি শোষিতের পক্ষে। জাতিসংঘে ভাষণ এরাবিক, স্প্যানিশ, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান- এই পাঁচ ভাষায় দেয়ার প্রোগ্রাম, তিনি তা উপেক্ষা করে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। ৪৫ মিনিট বক্তৃতা শেষে... তানজানিয়ার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস নায়ার এসে বললেন- তুমি শুধু তোমার বাঙালি জাতিরই নেতা নও। এমন দিন আসবে, যেদিন তুমি তৃতীয় বিশ্বের সমস্ত নির্যাতিত, শোষিত আর বঞ্চিত মানুষের নেতৃত্ব দিবে।' বঙ্গবন্ধু ছিলেন আজীবন সংগ্রামী, হিমাদ্রিতুল্য ব্যক্তিত্বের এক সিংহহৃদয় জননায়ক। কিউবার নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর ভাষায়: 'আমি হিমালয় দেখিনি। কিন্তু আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসে এই ব্যক্তি হিমালয়সম।' বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে ফিলিস্তিনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সংগ্রামী নেতা ইয়াসির আরাফাতের অকপটে মন্তব্য: 'মুজিবের বিশিষ্টতা ছিল তাঁর অদম্য লড়াকু ব্যক্তিত্ব ও উদার মন।' তাঁর এই ব্যক্তিত্ব ও সাহসের প্রমাণ তিনি দিয়ে গেছেন সারাজীবন। যে পাকিস্তানের জন্য একদা তিনি লড়াই-সংগ্রাম করেছিলেন, নীতি ও আদর্শগতভাবে

সেই স্বৈরাচারী-কর্তৃত্ববাদী পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন বাংলার গণমানুষের স্বার্থে; তাদের শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটাবার দৃঢ় প্রত্যয়ে। এজন্য জেল-জুলুম-অপবাদ-সমালোচনার খড়্গ বারবার নেমে এসেছে তাঁর ওপর, কিন্তু তিনি অন্যায়ের কাছে কখনো মাথা নত করেননি। ১৯৪৮-৫২'র মাতৃভাষার অধিকারের আন্দোলন, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন ও বিজয়, তথাকথিত লৌহমানব প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের কঠিন স্বৈরশাসনের মধ্যেও ৬২'র শিক্ষা-আন্দোলন, পশ্চিম পাকিস্তানের বাতিতে গিয়ে বাঙালির 'মুক্তিসনদ' ছেচল্লিশ দফা ঘোষণা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা-সূত্রে দেশব্যাপী দুর্বার গণআন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থান– সর্বক্ষেত্রেই মুজিব ছিলেন মূল কুশীলব তথা অগ্রনায়কের ভূমিকায়; জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আপোশহীন, অকুতোভয়। এর মূল্যও তাঁকে দিতে হয়েছে পঞ্চান্ন বছরের জীবনের মূল্যবান তেরোটি বছর (৪ হাজার ৬৮২ দিন– বৃটিশ আমলে ৭ দিন আর পাকিস্তানি শাসকদের আমলে ৪,৬৭৫ দিন) জেলে বন্দি থেকে।

বাঙালির একচ্ছত্র নেতা ও অভিভাবক হিসেবে বঙ্গবন্ধু সত্তরের নির্বাচনের পর সামরিক স্বৈরাশাসক ইয়াহিয়া ও তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টো গংয়ের হীন কূ-রাজনৈতিক চালবাজি আর হঠকারিতার মোকাবেলায় হয়ে উঠলেন যেন কবি জসীম উদদীন-কথিত 'বিসুভিয়াসের অগ্নি-উগারী বাণ'। এসময়ে তাঁর বিরাহীন, সুদিদীর্ঘ সাহসী ভূমিকা সাতকোটি মানুষের আশা-আকাঙ্খার সমার্থক হয়ে উঠল; তাদের সমবেত কণ্ঠস্বর যেন তাঁর বজ্রকণ্ঠের সাথে মিশে সাগর-কল্লোলের ন্যায় ফুঁসে উঠল। স্বৈরাচারী জালেমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সমগ্র জাতিকে একসূত্রে বদ্ধ করা এবং এক সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে তাঁদেরকে উজ্জীবিত করার জন্য যে ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত্ব, সুদৃঢ় মনোবল, সাহস আর সাংগঠনিক নৈপুণ্যের প্রয়োজন তার পুরোটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর মধ্যে। একাত্তরের ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণে তাঁর সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের অগ্নিশিখা মানুষের সমগ্র সত্তাকে এমনভাবে আবিষ্ট, আলোড়িত-আন্দোলিত করেছিল যে, তারা মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে দেশের মুক্তির মহাসংগ্রামে শামিল হয়েছে দলে দলে। কসাই টিক্কা খান ও তার সশস্ত্র সেনাদের নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু-প্রদত্ত উনিশ মিনিটের ওই ভাষণ এতটাই বজ্রদীপ্ত, সোজাসাপ্টা, টু দ্য পয়েন্ট আর উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী মন্ত্রমন্ত্রবৎ ছিল যে– তার প্রভাব উপেক্ষা করার শক্তি কারও ছিল না। সেই ভাষণ একদিকে বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করেছে মরণপণ মহারণের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে; অন্যদিকে তা ঘুম হারাম করে দিয়েছিল জালিম স্বৈরশাসক ও তার সুবল-মিজাদের। তাঁর আহ্বান– 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল' কিংবা 'আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না' অথবা 'এবারের সংগ্রাম– আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম– আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম' যেন নিছক বাচনিক কথামালা ছিল না; তা ছিল বাস্তবিকই 'বিসুভিয়াসের অগ্নি-উগারী বাণ'! এর মধ্যে যে অমিত প্রেরণাদায়ী আগুন, যে দুর্নিবার সাগর-কল্লোল তা চোখে দেখা যায় না– কেবল অনুভব করা যায়; তা থেকে শক্তি লাভ করা যায়, মরণকে জয় করার প্রেরণায় যার-না-মারা উদ্দামতায় উদ্দীপিত হওয়া যায়।

বঙ্গবন্ধু কখনোই ন্যায়ের পথ থেকে পিছিয়ে আসতে জানতেন না। এজন্য মৃত্যুকেও পরোয়া করতেন না। প্রকৃত আত্মবিশ্বাসী আর আত্মমর্যাদাশীল এই মানুষটি দিবালোকের জ্বাজ্বলোহীর মতো সর্বদা প্রকাশ্য-রাজপথে থেকেছেন; ভীতু ইঁদুরের মতো অন্ধকার-অন্ধকারের গোরাগলিতে মুখ লুকোননি কখনো। তাইতো ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর আত্মগোপনে না যাওয়া, বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও বা কলকাতা চলে না যাওয়া কিংবা আত্মসমর্পণ না করার যৌক্তিকতায় ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর বৃটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের কাছে তিনি অকপটে বলতে পারেন: 'আমি ইচ্ছা করলে যে-কোন জায়গায় যেতে পারতাম। কিন্তু আমার দেশবাসীকে পরিত্যাগ করে আমি কেমন করে যাব? আমি দেশের নেতা। আমি সংগ্রাম করব। মৃত্যুবরণ করব। পালিয়ে কেন যাব? দেশবাসীর কাছে আমার আহ্বান ছিল, তোমরা প্রতিরোধ গড়ে তোল। ...আমি যদি আমার দেশের নেতা হিসেবে মাথা উঁচু রেখে মরতে পারি, তাহলে আমার দেশের মানুষের অন্তত লজ্জার কোন কারণ থাকবে না। কিন্তু আমি ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে, আমার দেশবাসী পৃথিবীর সামনে আর মুখ তুলে তাকাতে পারবে না। আমি মরি, তাও ভাল। তবু আমার দেশবাসীর যেন মর্যাদার কোনো হানি না ঘটে।' এমন মানুষকে কে বন্দি করে রাখতে পারে? তাঁর লক্ষ্য থেকে সরাতে পারে? পাকিস্তানের কারাগারে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও তিনি এতটুকু ভয় পাননি বা বিচলিত হননি। এমনকি প্রহসনের বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম হলে নির্ভীক বঙ্গবন্ধু ফাঁসিতে মৃত্যু হওয়ার পর তাঁর লাশটা তাঁর মাতৃভূমি বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যও অনুরোধ করেছিলেন পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের কাছে। এমন দেশপ্রেমিক, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জননায়ককে ফাঁসিতে ঝুলানোর সাহস হয়নি স্বৈরাশাসক ইয়াহিয়ার কিংবা রাজনীতির খলনায়ক জুলফিকার আলি ভুট্টো গংয়ের। শেষ মুহূর্তে ভুট্টো-উত্থাপিত পাকিস্তান-বাংলাদেশের মধ্যে যে-কোনভাবেই হোক একটি কনফেডারেশনের প্রস্তাবও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

এভাবেই বঙ্গবন্ধু সারাজীবন নিজের ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদা আর স্বাধীনচেতা মনোভাবকে সমুন্নত রেখেছেন; মর্যাদার শীর্ষশিখরে পৌঁছে দিয়েছেন দেশ ও দেশের মানুষের পরিচিতিকে, তাদের মহিমাপূর্ণ স্বাধীন সত্তাকে।

লেখক: প্রাবন্ধিক, শিশুসাহিত্যিক, গল্পকার,
ঔপন্যাসিক ও অনুবাদক
বাংলাদেশ লেখকের অনিকাভুক্ত কীর্তিকার

জন্মান্তর

মুহম্মদ নূরুল হুদা

তোমার সামনে হঠাৎ থমকে যায় জল্লাদ,
কেননা সিংহের গর্জন শুনে শৃগাল মাত্রই লেজ গুটায়;
তোমার বুকের পবিত্র গঙ্গাজল মুক্ত করে
সে যখন আরেক নূহের প্লাবনের সম্মুখীন,
তখন তার নিজেরই তো পালাবার পথ বন্ধ।
আসমুদ্র-হিমাদ্রি-জোড়া লোহিত বন্যায়
হিংস্রদন্ত শৃগালের লেজ ডুবে যায়।
অনন্ত আলোকের জন্মান্তরে!
বাংলার শাশ্বত মানচিত্রের মতো তোমার নির্ভুল মুখশ্রী,
ব্রহ্মাণ্ডের অবাক সৃষ্টিবৈচিত্র্যের মতো তোমার দেহপ্রতীক,
হৃদকন্দ-নক্ষত্রপুঞ্জ-স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মতো তোমার রক্তাপ্লুত আত্মা,
তোমার রক্তপলি স্তরে স্তরে বপন করলো শস্যময়তা।
দৌড়ুতে দৌড়ুতে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম তোমার দিকে মুখ করে,
কেননা নিশ্চিত বোধোদয় ঘটে জাবৎ জাতিপুত্রের।
এই জন্যে তুমি জাতিসত্তার পিতৃ-আয়না, যখন কাশ-মাটি বিদীর্ণ,
যখন জগৎ আলো করে প্রস্ফুটিত আত্মজের সনাক্তি-চিহ্ন।
তোমার আরশিতে বিদিত এই ব-দ্বীপের শস্যমানুষের পলি পরিচয়;
'বাংলায় যার জন্ম সে বাঙালি ছাড়া কিছু নয়।'

পিতার মুখ

শাহজাদী আঞ্জুমান আরা

যেনো দ্রোহের অগ্নিকুসুমে আঁকা
রয়েছে চিত্রার্পিত পিতার মুখ
অধিষ্ঠিত তিনি মহানায়কের চিত্রপটে
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

অন্ধকারের গভীরে যে অন্ধকার, সেই অন্ধকারও পারেনি
কালের ছাঁকনিতে শোধিত সে মুখকে ম্লান করে দিতে।

একদিন যে অঙ্গুলী উঁচিয়ে জাগিয়ে ছিলেন বাঙালি জাতিকে
রচনা করেছেন স্বাধীনতার কবিতা
সেই দৃপ্ত আঙ্গুল, স্বাধীনতার কবিতাকে
কালো পোষাকধারী, সম্মিলিত সীমারররা
চেষ্টা করেছে নিশ্চিহ্ন করতে।

না, তবুও পারেনি শ্রাবণের রাতে সব ভাসিয়ে নিতে
কালের ছাঁকনিতে শোধিত সেই কীর্তি
চিত্রার্পিত পিতার সেই মুখ
দ্রোহের অগ্নিকুসুমে আঁকা রয়েছে বাঙালির হৃদয়ে।

১৫ আগস্ট কী ঘটেছিল

মোহাম্মদ শাহজাহান

বছর ঘুরে আবার ফিরে এসেছে কলঙ্কিত ১৫ আগস্ট। ৪৭ বছর আগে ১৯৭৫-এর আগস্ট শুক্রবার ভোরে (৫টা ৪০ মি.) স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২টি ইউনিটের সেনাসদস্যরা ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবনে গিয়ে বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর ও পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, দুই নবপরিণীতা পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, পুলিশের একজন ডিএসপিসহ জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এমন অমানুষিক, বর্বর হত্যাকাণ্ডের নজির ইতিহাসে বিরল। যুগে যুগে ক্ষমতার জন্য রাজা-রাজা বা সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু ঐদিন রাতে বেগম মুজিব, দুই নবপরিণীতা বধূ, ১০ বছরের শিশু রাসেলকে কেন হত্যা করা হলো, সে প্রশ্নের উত্তর আজো পাওয়া যায়নি।

বঙ্গবন্ধু হত্যার পরপর খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে ঘাতকচক্র রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্য জাতির পিতাকে হত্যা করলেও সমগ্র সেনাবাহিনী এতে জড়িত ছিল না। ১৫ আগস্ট হত্যায় দৃশ্যত নেতৃত্ব দিয়েছে প্রায় একডজন মেজর পর্যায়ের কর্মকর্তা। তাদের মধ্যে ডালিম, রাশেদ, নূর, শাহরিয়ারসহ অর্ধেকই ছিল সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত বা বরখাস্ত। বঙ্গবন্ধু হত্যার পরপর পরিকল্পিতভাবে এই কথা ছড়িয়ে দেয়া হয় যে, সেনাবাহিনীর কয়েকজন নেতারাই ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। কিন্তু বিগত ৪৭ বছরে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীরাই তাদের এদেশীয় দোসরদের দ্বারা বাঙালি জাতির মহান নেতাকে সপরিবারে হত্যা করিয়েছে। তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল কেএম সফিউল্লাহ হত্যা ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কিছু না জানলেও উপপ্রধান জিয়াউর রহমান ষড়যন্ত্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ঢাকায় তৎকালীন ৪৬ ব্রিগেডের অধিনায়ক কর্নেল শাফায়াত জামিলের অধীনস্থ ফারুক ও রশীদের নেতৃত্বাধীন ২টি ইউনিট ১৫ আগস্টের পুরো হত্যাকাণ্ডটি ঘটালেও ব্রিগেডের অধিনায়ক শাফায়াত জামিল এর কিছুই জানতেন না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হত্যার খবর বুলাল'র মেজর ডালিম ১৫ আগস্ট ভোরেই বাংলাদেশ বেতারে প্রচার করে। ডালিম জানায়, 'শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। সারাদেশে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে।' সকাল ৮টার দিকে খন্দকার মোশতাক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, 'তার উপর রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।' ১৫ আগস্টের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা হচ্ছে, দেশের রাষ্ট্রপতি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মতো একজন একজন নেতাকে হত্যার পর তাৎক্ষণিকভাবে কোন প্রতিবাদ হয়নি। অথচ একাত্তরে এই মুজিবের নেতৃত্বে সাড়ে সাত কোটি মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েই দেশ স্বাধীন করেছিল, একটি সামরিক সরকার বহাল থাকা সত্ত্বেও একাত্তরের ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ ২৫ দিন শেখ মুজিবের নির্দেশেই পূর্ববাংলা (বাংলাদেশ) পরিচালিত হয়েছে।

১৫ আগস্ট বেলা প্রায় ১০টার দিকেই সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর তিন প্রধান- বেতার ও টেলিভিশনে খুনি মোশতাক সরকারের প্রতি সমর্থন জানায়। এরপর বিডিআর, রক্ষীবাহিনী, পুলিশসহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রধানগণ ঘাতক সরকারের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। দুপুরের দিকেই বঙ্গভবনে অবৈধ রাষ্ট্রপতি ঘাতক সর্দার খন্দকার মোশতাক শপথগ্রহণ করে। কয়েকজন ছাড়া বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার সদস্যরাই খুনি সরকারের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেয়। উল্লেখ্য, খন্দকার মোশতাক নিজেও বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার বাণিজ্যমন্ত্রী ছিলেন। সাবেক রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ উল্লাহ হন নয়া উপ-রাষ্ট্রপতি।

১৫ আগস্ট সমগ্র দিন, পুরো রাত এবং পরদিন ১৬ আগস্ট শনিবার দুপুর পর্যন্ত বাংলার মানুষের আদরের দুলাল, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু মুজিবের রক্তাক্ত মরদেহ বত্রিশ নম্বরের বাড়ির সিঁড়িতেই অসম্মান ও অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছিল। উল্লেখ্য, ১৫ আগস্টের ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি ও মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতসহ তাঁর পরিবারের ৭/৮ জন সদস্য এবং বঙ্গবন্ধুর প্রাণে

প্রভাবশালী যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণিকে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধু ছাড়া সবার লাশ ১৫ আগস্ট দিবাগত ভোররাতে বনানী গোরস্থানে কাফন-জানাজা ছাড়া সমাহিত করা হয়। ১৬ আগস্ট বিকেলে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা বঙ্গবন্ধুর লাশ হেলিকপ্টারে টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে খুবই দ্রুততার সাথে দাফন করে।

প্রশ্ন হলো- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শুধু দেশের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিশ্বমানের একজন মহান দূরদর্শী জাতীয় নেতা। সত্তরের নির্বাচনে পূর্ববাংলার শতকরা ৯৮ ভাগ মানুষ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন দলকে ভোট দিয়েছিল। একাত্তরে তাঁর অঙ্গুলি হেলনে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে। শত্রুর কারাগারে বন্দী থাকা সত্ত্বেও ৯ মাসের যুদ্ধকালীন সরকারের তিনিই ছিলেন রাষ্ট্রপতি। মুক্তিযোদ্ধারা অনুপস্থিত মুজিবের নামেই জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান দিয়ে হাসতে হাসতে জীবন দান করেছেন। রাষ্ট্রদ্রোহী কয়েকজন কুলাঙ্গার সেই মহান নেতা মুজিবকে হত্যা করার পর সাথে সাথে দেশে কেন প্রতিবাদ হলো না? কুলাঙ্গাররা তো শুধু নেতাকে এবং তাঁর স্বজনদের হত্যা করেছিল। মুজিবের বিশাল দল আওয়ামী লীগের লাখো নেতাকর্মী, সেনাবাহিনী, রক্ষীবাহিনী, পুলিশ, জনগণ সবাই সেদিন চুপসে গিয়েছিল কেন? তাছাড়া সেনাবাহিনীর কয়েকজন চাকরিরত ও চাকরিচ্যুত মেজর এবং ২টি ইউনিটের কিছু সেনাসদস্য ঐ হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু সমগ্র সেনাবাহিনী- বিশেষ করে ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তারা ঐ বর্বর হত্যাকাণ্ড ও অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তন মেনে নিলেন কেন? কি পরিস্থিতিতে ১৫ আগস্ট পিতা হত্যার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ হয়নি, জেনারেল জিয়াসহ সেনাবাহিনীর আর কারা ঐ হত্যা ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে ছিলেন এবং ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড যে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের সুপরিকল্পিত চক্রান্ত ছিল, তা জানতে হলে আমাদেরকে ৪৭ বছর পেছনে ফিরে যেতে হবে।

গত ৪৭ বছরে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড নিয়ে অসংখ্য লেখালেখি হয়েছে, দেশ-বিদেশে এ সম্পর্কে বহু বই প্রকাশিত হয়েছে। মার্কিন সাংবাদিক সরেফ লিফসুলজ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই এ নিয়ে গবেষণা করে আসছেন। ঐ জঘন্য হত্যাকাণ্ড নিয়ে তিনি 'An Unfinished Revolution' নামে ইংরেজি ভাষায় একটি খুবই তথ্যবহুল বই লিখেছেন। তাছাড়া মার্কিন অবমুক্ত দলিল থেকে ১৫ আগস্টের জঘন্য হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত সত্য যে, একাত্তরে যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে, যারা স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে কোনভাবেই মানতে পারেনি, তারাই সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নির্মমভাবে হত্যার মাধ্যমে একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ও প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং পাকিস্তানের ভুট্টো গং বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ঠেকাতে এমন কোন হীন তৎপরতা নেই যা তারা করেননি। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে কিসিঞ্জার তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয় বলে মনে করতেন। কিসিঞ্জার কখনো ভুলতে পারেননি যে তাঁর পরামর্শ বা নির্দেশ উপেক্ষা করে দেশটি স্বাধীন করেছে মুজিব।

লিফসুলজের একটি রিপোর্টে ২০০৫-এর ১৫, ১৬ ও ১৭ আগস্ট দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত হয়েছিল। রিপোর্টে বলা হয়, "ঢাকাস্থ তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত বোস্টারকে এড়িয়ে অভ্যুত্থান ঘটানো হয়। আর মুজিবকে হত্যার মাধ্যমে উৎখাত করে কিসিঞ্জার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। কিসিঞ্জারের একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর মতে, তিনি ছিলেন প্রতিশোধপরায়ণ লোক এবং ভাবতেন যে, মুজিব আমাদের লোক নয়। যদি তিনি আমাদের লোক না হয়ে থাকেন, তাহলে স্থায়ী স্বার্থ বলতে কিছু নেই। এখন যেটা করতে হবে তা হলো, আমাদের লোকজনকে ক্ষমতায় বসাতে হবে এবং তাদের (মুজিব সরকার) উৎখাত করতে হবে। কিসিঞ্জারের বিদেশি শত্রুর তালিকায় সবচেয়ে ঘৃণিত ও ব্যক্তি ছিলেন চিলির আলেন্দে, ভিয়েতনামের হো চি মিন এবং বাংলাদেশের শেখ মুজিব।" বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা ও তাঁর সরকারকে উৎখাতের মাধ্যমে কিসিঞ্জার গং একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। সপরিবারে জাতির পিতা হত্যায় বিদেশি বর্বরদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লসিত হন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার খবর শোনার সাথে সাথে ভুট্টো বাংলাদেশের খাদ্যক সরকারকে ২ কোটি ডলার মূল্যের ৫০ হাজার টন চাল ও দেড় কোটি গজ কাপড় দেয়ার কথা ঘোষণা করে। এই অবস্থায় কিসিঞ্জার-ভুট্টোরাই যে তাদের বাংলাদেশীয় পা-চাটা দালালদের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করিয়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিসিঞ্জার-ভুট্টো গং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করে একদিকে একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়, অন্যদিকে স্বাধীন বাংলাদেশকে পুনরায় পাকিস্তানে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করে।

কিসিঞ্জার-ভুট্টোদের প্রচণ্ড বিরোধিতার মধ্যেই মুজিবের নেতৃত্বে একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করে। বিশ্ব জনমতের চাপ, অবশিষ্ট পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখা এবং বাংলাদেশ থেকে পরাজিত প্রায় এক লাখ সেনা সদস্যকে জীবন্ত ফিরিয়ে নিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বন্দি মুজিবকে মুক্তি দিয়ে বিজয়ী নেতার সাথে আলোচনা করেন। স্বাধীন বাংলাদেশের জনক মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব ৮ জানুয়ারি মুক্তির পর লন্ডন হয়ে ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি বীরবেশে তাঁর জন্মের স্বাধীন বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। মুজিবের বিজয় ছিল কিসিঞ্জারের পরাজয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি জানত, স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিনষ্ট বা মুজিবের বাংলাকে সর্বহারা রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে শেখ মুজিবকে জীবিত রাখা যাবে না। আর এজন্যই বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর, একাত্তরের স্বাধীনতাবিরোধী মোশতাককে '৭৫-এর ১৫ আগস্ট ক্ষমতায় বসানো হয়। তবে বঙ্গবন্ধু হত্যা এবং মোশতাক-জিয়া-এরশাদের রাষ্ট্রক্ষমতায় দখল একই সূত্রে গাঁথা।

বঙ্গবন্ধু হত্যায় সবচেয়ে লাভবান ব্যক্তি হচ্ছেন জিয়া-এরশাদ-খালেদা। কৌশলগত কারণেই সেনাবাহিনীর উপপ্রধান জিয়াউর রহমানকে ১৫ আগস্ট ক্ষমতায় বসানো হয়নি।

'ডামি' হিসেবে কিছুদিনের জন্য মোশতাককে ক্ষমতায় বসানো হয়েছিল। জিয়ার ক্ষমতাকাল নিষ্কণ্টক করার জন্য ঢাকা জেলে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী চার জাতীয় নেতাকে হত্যা এবং ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ ও এটিএম হায়দার এবং খন্দকার নাজমুল হুদাকে হত্যা করা হয়। জাতির পিতাকে হত্যার ৩ মাসের মধ্যে স্বাধীনতাবিরোধী আন্তর্জাতিক শক্তির এদেশীয় মূল চক্রান্তকারী জিয়াউর রহমানকে '৭৫-এর ৭ নভেম্বর ক্ষমতায় আনা হয়। এরপর রাষ্ট্রপতি, সেনাপ্রধান, সশস্ত্র বাহিনীপ্রধান এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে তার ৬ বছরের শাসনামলে জিয়া স্বাধীনতাবিরোধী গোলাম আযম, নিজামীদের রাজনীতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত এবং স্বাধীন বাংলাদেশকে পাকিস্তানি ভাবধারায় ফিরিয়ে নিয়ে যান। এরশাদ ও খালেদা জিয়া এরশাদ জেনারেল জিয়ার অসমাপ্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাত্র ৬ দিন পর ক্ষমতা দখলকারী ঘাতকচক্র সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল কেএম সফিউল্লাহকে বরখাস্ত করে পদোন্নতি দিয়ে উপ-সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াকে সেনাপ্রধান এবং এরশাদকে উপ-সেনাপ্রধান নিযুক্ত করে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে জিয়ার স্থলে পাকিস্তান প্রেমিক এরশাদকে যে ক্ষমতায় আনা হবে, '৭৫-এর ২৪ আগস্টই তা ঠিক করে রাখা হয়। ফারুক-রশীদরা বঙ্গবন্ধু হত্যার ৫ মাস আগেই '৭৫-এর ২৫ মার্চ জিয়ার সাথে দেখা করে মুজিব সরকারকে উৎখাতের চক্রান্ত করে। জিয়ার মদদ না পেলে ফারুক-রশীদ-নূর গং কোনদিনই মুজিবকে হত্যার সাহস করত না। জাতির পিতা হত্যার ষড়যন্ত্রে জেনারেল জিয়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ ও সংশ্লিষ্টতা নিয়ে গত ৪৭ বছরে শত শত লেখা বের হয়েছে। জেনারেল জিয়া শুধু ১৫ আগস্ট হত্যা চক্রান্তে জড়িত ছিলেন না, তিনি মুজিব হত্যাকাণ্ডের বিচার বন্ধ রাখেন এবং স্বীকৃত ঘাতকদের বিদেশি দূতাবাসে রাষ্ট্রীয় উচ্চপদে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেন। মুক্তিযোদ্ধা জিয়া তার ৬ বছরের শাসনামলে স্বাধীনতার মহানায়ক মহান মুজিবের অবদান মুছে ফেলার জন্য নানামুখী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। খুনিচক্রের প্রতি জেনারেল জিয়ার সমর্থন ও সহানুভূতির জন্যই ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার তাৎক্ষণিক কোন প্রতিবাদ হয়নি। জানামতে, ঘাতক ফারুক-রশীদরা বঙ্গবন্ধু হত্যার আগে একমাত্র জেনারেল জিয়ার সাথেই সরাসরি যোগাযোগ করেছিল। আরো কিছু ঊর্ধ্বতন সেনা অফিসারের সাথে ঘাতকদের যোগাযোগ নিশ্চিতভাবেই ছিল। তবে সম্মানজনক ব্যতিক্রম ছাড়া পাকিস্তান প্রত্যাগত সেনা কর্মকর্তারা অনেকেই বঙ্গবন্ধু হত্যায় খুশি হয়েছিলেন। কারণ মুক্তিযোদ্ধাদের দুই বছরের শিনিয়রিটি দেয়ার পাকিস্তান প্রত্যাগত সেনাকর্মকর্তারা খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন।

আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের সমর্থন, খন্দকার মোশতাক গংদের উৎসাহ, সেনাবাহিনীর সেকেন্ডম্যান জেনারেল জিয়ার মদদ এবং পাকিস্তান প্রত্যাগত সেনা কর্মকর্তাদের সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস, রক্ষীবাহিনী সৃষ্টিতে সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ, জাসদের ধ্বংসাত্মক ও সন্ত্রাসী তৎপরতা ইত্যাদি কারণেই মাত্র অল্পসংখ্যক কুলাঙ্গার ১৫ আগস্টের বর্বর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করতে সক্ষম হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ১৫ আগস্ট ঘাতকচক্র সিনিয়র অফিসারদের কাছে গিয়ে অসহায়ভাবে বলতে থাকে, 'আমরা খুনিররা একটি ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছি। আপনারা দয়া করে পরিস্থিতি সামাল দেন।' সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমর্থন জানিয়ে ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তারা যদি সেদিন এগিয়ে আসতেন, তাহলে বাংলার ইতিহাস আজ অন্যভাবে লেখা হতো। সিনিয়র সেনা কর্মকর্তারা কেন ১৫ আগস্ট তা করতে পারলেন না- এই ব্যাপারে গত ৪৭ বছরে যা জানা গেছে, তা হলো- সেনাপ্রধান কেএম সফিউল্লাহ এবং ঢাকায় ৪৬ ব্রিগেডের প্রধান কর্নেল শাফায়াত জামিল বঙ্গবন্ধু হত্যা ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কিছু জানতেন না। আর জেনারেল জিয়া যে জানতেন এবং ঘাতকদের সাথে যে তার বিভিন্নমুখী যোগাযোগ ছিল এর হাজারটা প্রমাণ রয়েছে। এখানে ১৫ আগস্ট সকালের দু-একটি ঘটনা আলোচনা করা যেতে পারে। সকাল ৭টার দিকে সেনাসদরে সেনাবাহিনী প্রধানের কক্ষে সেনাপ্রধান সফিউল্লাহ, উপপ্রধান জিয়া, সিজিএস খালেদ মোশাররফ, কর্নেল নাসিমসহ (পরে সেনাপ্রধান) আরো অনেকে বসা ছিলেন। এ সময় অবসরপ্রাপ্ত মেজর তালিম বুল আর্মি ড্রেসে স্টেনগান হাতে গাড়ি থেকে নেমে লাথি দিয়ে দরজা ধাক্কা দিয়ে সেনাপ্রধানের কক্ষে প্রবেশ করে উন্মাদের মতো বলতে থাকে- 'সেনাপ্রধান কোথায়, সেনাপ্রধান কোথায়?' এসময় কর্নেল নাসিম (পরে সেনাপ্রধান) বলেন, 'তালিম, তুমি দেখছো না, সেনাপ্রধান তো তোমার সামনেই বসা আছেন।'

সেনাপ্রধানকে মেসমাল তালিম বলে, স্যার আপনাকে প্রেসিডেন্ট মোশতাক বঙ্গভবনে ডেকেছেন। সেনাপ্রধান বলেন, "মোশতাক তোমার প্রেসিডেন্ট হতে পারেন, আমার নয়।" স্টেনগান হাতে উদ্ধত তালিম বঙ্গভবনে যেতে জোরাজুরি করলে জেনারেল সফিউল্লাহ বঙ্গভবনে না গিয়ে ৪৬ ব্রিগেডে রওনা হন। সশস্ত্র তালিমবাহিনীও সেনাপ্রধানের পিছু নেয়। ঐসময় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন না করে জিয়া, খালেদ-নাসিমরা যদি সেনাপ্রধানের পক্ষ নিয়ে তালিমকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিতেন, তাহলে বাংলার ইতিহাস যেমন অন্যভাবে লেখা হতো, তেমনি কতিপয়েক কুলাঙ্গারের জন্য সমগ্র সেনাবাহিনীকে কলঙ্কিত হতে হতো না।

সফিউল্লাহ পরে বলেছেন, 'আর বিশ্বাস ছিল ৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার শাফায়াত জামিল ও তার অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়ে ঘাতকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু ৪৬ ব্রিগেডে গিয়ে সফিউল্লাহ দেখলেন সৈনিকরা উল্লাস করছে এবং জনৈক ক্যাপ্টেন রফিকুল্লাহ জাতির জনকের ছবি তার পদতলে পিষ্ট করছে।' এসময় ঘাতক রশীদ, তালিম গং সেনাপ্রধানকে বঙ্গভবনে যেতে চাপ দিতে থাকে। নৌ ও বিমানবাহিনী প্রধানও এসে তখন সেখানে উপস্থিত হন। রশীদ, তালিমসহ সশস্ত্র ঘাতকচক্রের চাপের মুখে বাধ্য হয়েই তিন বাহিনীপ্রধান বঙ্গভবনে গিয়ে খুনি সরকারের প্রতি সমর্থন জানান।

ঢাকা সেনানিবাসের তৎকালীন স্টেশন

কমান্ডার কর্নেল হাফিজ, তার 'তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা' গ্রন্থে লিখেছেন- 'ঘাতক ডালিম ১৫ আগস্ট ভোরে সেনাসদরে গেলে পদস্থ অনেক কর্মকর্তা কুলাঙ্গার ডালিমকে বিজয়ী বীরের মতো অভিনন্দন জানায়।' তিন বাহিনীপ্রধানসহ বিভিন্ন বাহিনীপ্রধানরা ক্ষমতা দখলকারী ঘাতক সরকারের প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন জানানোর কারণেই ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের কোন আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ হয়নি। তাছাড়া ১৫ আগস্টই জেনারেল জিয়া সেনাবাহিনীর ক্ষমতাগ্রহণের পক্ষে ছিলেন। বিশ্বে জানা গেছে, অকথা দাস্তী শিশুসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকলকে হত্যার কারণে চতুর জিয়া ক্ষমতা নেয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। জেনারেল জিয়া বঙ্গবন্ধু হত্যার সামান্য প্রতিবাদ বা নিন্দা করেছেন গত ৪৭ বছরে এমন কোন ঘটনার কথা কেউ উল্লেখ করতে পারবে না। সেনাবাহিনীর তৎকালীন তৃতীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ বঙ্গবন্ধু হত্যা ষড়যন্ত্রে জড়িত না থাকলেও ঐ বর্বর হত্যাকাণ্ডের কোন প্রতিবাদ করেননি। তাঁর ভাবটা ছিল- যা হবার হয়ে গেছে। হত্যাকাণ্ডের পর খুনিদের প্রতি জোরালো সমর্থন জানান একাত্তরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমরনায়ক খালেদ মোশাররফ।

সেদিনের ঢাকা সেনানিবাসের পরিস্থিতি এবং খালেদের ভূমিকা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় মেজর (অব.) জিয়াউদ্দিনের সাক্ষ্য থেকে। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার ৪২ নম্বর সাক্ষী মেজর (অব.) এইচ জিয়াউদ্দিন সে সময় ডিজিএফআই-এ কর্মরত ছিলেন। মামলার সাক্ষ্যদানকালে তিনি বলেন, "১৫ আগস্ট বাহিনীপ্রধানরা বেতার ভবনে যাওয়ার পর আমরা বাকি সব অফিসার ৪৬ ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে চলে আসি। এখানে বিভিন্ন অফিসার আলোচনা করছিলেন, যেহেতু বঙ্গবন্ধু ইতোমধ্যেই নিহত হয়েছেন, তাই কোন পদক্ষেপ নিলে গৃহযুদ্ধ হতে পারে অথবা রক্তক্ষয় হতে পারে। তাই কোন পদক্ষেপ নেয়া সমীচীন হবে না। ওই সময় ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ রক্ষীবাহিনীকে কোনরকম আক্রমণাত্মক ভূমিকা না নেয়ার জন্য বলেন। তিনি রক্ষীবাহিনীর ডাইরেক্টর প্রধান মেজর হায়দারকে বেতার ভবনে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দেন। আমি মেজর হায়দারকে বেতার স্টেশনে নিয়ে যাই।" শুধু তাই নয়, প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, খালেদ মোশাররফ ১৫ আগস্ট পুরোদিন ৪৬ ব্রিগেডের অধিনায়ক কর্নেল শাফায়াত জামিলের চেয়ারে বসে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেছেন। জেনারেল সফিউল্লাহ বিভিন্ন সময়ে যথার্থই বলেছেন, ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদের জন্য কোন সেনা কর্মকর্তাকে সাথে পাননি। তাছাড়া ১৫ আগস্ট ও ১৬ আগস্ট এই দুদিন সেনাপ্রধান সফিউল্লাহকে বিভিন্ন অজুহাতে বঙ্গভবন থেকে বের হতে দেয়া হয়নি। ১০ দিনের মাথায় ২৪ আগস্ট ১৯৭৫ সফিউল্লাহকে বরখাস্ত করে জিয়াকে সেনাপ্রধান করা হয়।

১৫ আগস্ট জাতির পিতা হত্যার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ না হওয়ার কারণ অনেক। দ্বিতীয় ক্ষমতাবান ব্যক্তি এবং সেসময় সেনাবাহিনীতে খুবই জনপ্রিয় ব্যক্তি জিয়াউর রহমান আগে থেকেই হত্যা ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন। বস্তুত জেনারেল জিয়াই ছিলেন খুনিদের শক্তিমান মদদদাতা ও আশ্রয়দাতা। তৃতীয় ক্ষমতাবান ব্যক্তি সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ঐ বর্বর হত্যাকাণ্ডের সামান্যতম প্রতিবাদ না করে ১৫ আগস্ট তিনি নিজেই সবকিছু সামাল দিয়েছেন। ৪৬ ব্রিগেডের অধিনায়ক শাফায়াত জামিল এক মিনিটের জন্যও ১৫ আগস্ট তাঁর অধিনায়কের চেয়ারে বসতে পারেননি। দুই-চারজন ছাড়া পাকিস্তান প্রত্যাগত সামরিক অফিসাররা ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডে খুবই খুশি হন। মুক্তিযোদ্ধাদের দু'বছর সিনিয়রিটি দেওয়ায় পাকি-প্রত্যাগতরা বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রতি খুবই নাখোশ ছিলেন। তাছাড়া বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে অনেকেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান। জিয়াউর রহমান তাছাড়াও আরো বেশকিছু সিনিয়র অফিসারদের সাথে ঘাতকদের গোপন যোগাযোগ ছিল। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর বঙ্গবন্ধুরই ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, তাঁরই মন্ত্রিসভার সদস্য খন্দকার মোশতাক নতুন রাষ্ট্রপতি হন। কয়েকজন ছাড়া মুজিব মন্ত্রিসভার সকল সদস্যই ঘাতক সরকারের মন্ত্রী হন। ১৫ আগস্ট ঢাকার রাজপথের বিভিন্ন মোড়ে এবং বঙ্গভবনে ট্যাংক মোতায়েন করা হয়। ঘাতক সামরিক বাহিনীর সদস্যরা দস্যুর মতো কালো পোশাকে ট্রাকে ট্রাকে অস্ত্র হাতে রাজপথে টহল দেয়। জানা মতে, আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে একমাত্র প্রফেসর আবু সাঈদ প্রতিরোধের জন্য রক্ষীবাহিনীর দুই পরিচালক আনোয়ারুল আলম শহীদ ও সাদওয়ার হোসেন মোল্লার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। রক্ষীবাহিনী প্রধান ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান এবং কর্নেল শাফায়াত জামিল কোনভাবেই বঙ্গবন্ধু হত্যাকে মেনে নিতে পারেননি। নুরুজ্জামান ১৫ আগস্ট ছিলেন দেশের বাইরে। আর শাফায়াত জামিলকে ১৫ আগস্ট তাঁর চেয়ারেই বসতে দেয়া হয়নি। এটাতো সত্য, কুলাঙ্গার ডালিমের উদ্ধত্যে স্টেনগানের মুখেও সেনাপ্রধান সফিউল্লাহ তাকে বলেছিলেন, 'আমার প্রেসিডেন্ট মারা গেছেন। মোশতাক তোমার প্রেসিডেন্ট হতে পারেন, আমার নয়।' সেদিন জেনারেল জিয়া ও ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সেনাপ্রধানের পক্ষে থাকলে আরো অনেক সিনিয়র অফিসারও তাদের পক্ষ নিতেন ঐ অবস্থায় তিন বাহিনীপ্রধানকেও খুনিদের পক্ষ নিতে হতো না। আর বিভিন্ন বাহিনীপ্রধানরা বেতার-টিভিতে ঘাতক মোশতাক সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা না করলে এবং জাতির পিতার মন্ত্রীরা খুনি মোশতাকের মন্ত্রী না হলে বাংলার ইতিহাস আজকে অন্যভাবেই লেখা হতো।

লেখক: মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধ ও
বঙ্গবন্ধু হত্যা-ষড়যন্ত্র বিষয়ে গবেষক,
সাপ্তাহিক বাংলাকাগজ সম্পাদক

মহাকালের চিঠি: প্রাপক বঙ্গবন্ধু

আসলাম সানী

চিঠি পড়ছি মহাকালের মহাঅবদানের
চিঠিখানা এক মহাকাব্য- অমর কোনো গানের
সুর ও মাত্রা-লয়ের
এই চিঠিইতো পলাশী থেকে একাত্তরের জয়ের,

পূণ্য গল্প-পুঁথি-পুরান-কালজয়ী উপন্যাস-
বিশ্বের সব শোষিতের এক নন্দিত ইতিহাস,

চিঠির ভাষা মানবতার সংবেদনে মূর্ত
নির্বোধ ছাড়া দেশপ্রেমিকেরা তা- পড়ে যে স্বতঃস্ফূর্ত;

স্বাধিকার আর স্বাধীনতার শরিয়তউল্লাহ্-তিতুমীরের
বিদ্যাসাগর-রামমোহন আর নেতাজীর উঁচু শিরের-

ক্ষুদিরাম-সূর্যসেন-প্রীতিলতা সাহসিকা
এই চিঠি রক্তে আঁকা বীরত্বের জয়টিকা

বিশের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি- এই ভূখন্ডের মহামানব
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের গৌরব-

লাল-সবুজের খামে-
এই চিঠি আজ দিগবিজয়ী- বাংলাদেশের স্থপতি- অস্তিত্ব
শেখ মুজিবের নামে,

শ্রদ্ধাবনত চিত্তে লেখেন মার্শাল টিটো
চিঠির প্রাপক বাংলাদেশের নেতা অবিসংবাদিত

ফুমেদিন কেদেভি-সা'দাতের চিঠি 'ধন্য মুজিব ধন্য'
বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের মহাকাল অনন্য-

ফিদেল ক্যাস্ট্রোর হিমালয় সমে
তুলনীয় মুজিব উদারমনে
থাকেন বিশ্ব জনগণে-

ইয়াসির আরাফাতও বলেন- হায়! বাঙালি হায়।
মুজিবের মতো বিশে এমন নেতা কি পাওয়া যায়?

ইন্দিরা গান্ধী আর ব্রেজনেভ হতবাক
ম্যান্ডেলা বলেন, তৃতীয় বিশ্বের কে দেবে এমন ডাক-

কেমন আছেন টুঙ্গিপাড়ার- বাংলা মায়ের কোলে
কুশলাদী জানতে চিঠিটা আহা কান্নায় পড়ে ঢলে,

কেমন আছে বাংলার মানুষ? স্বাধীন বাংলাদেশ
দু'লোক-ভূলোক কাঁদে অনন্ত শোকেই অনিমেষ

চিঠিখানা আজো বাংলার আকাশে
কেঁদে কেঁদে ফেরে আর মেঘে মেঘে সে ভাসে
শোকার্ত এই মাসে-

বাঙালির ঝলমলে সোনালী রোদ

রীনা তালুকদার

মেঠোপথের দূর্বা ঘাসে ঘাসে
ব্যথিত বুকে সেই মিছিল রক্তাঞ্জলির
ব্যাঘ্র পদাঙ্ক ধারণ করেছিল পাঞ্জরভাঙা শোক
ধানখেয়ালী বালকের অবিশ্বাসী কণ্ঠস্বর
অতল জলরাশির স্রোতধারায় বয়ে নিয়ে গেছে
বঞ্চিত মানুষের কাছে পৃথিবীময়
স্বপ্নঞ্জনকের দু'চোখে শ্যামল বাংলার প্রতিচ্ছবি
উত্তাল পদ্মার বুকে সফেদ ঊর্মি দোলায় আজো
হামলে পড়া বাতাসে ঢেউয়ের ভাঁজে ভাঁজে
অমর সেই কলধ্বনি যায় শোনা...
জয় বাংলা... জয় বাংলা... বাংলার জয়

সেই তুমি কে বলে এখনো এমন কথা
লালিমার রক্তিম খেয়ায় শোকচিত্র চাদরে
তুমিময় উক্তি আঁকা গৌরব
প্রতিদিন সূর্য ভোরের পূব আকাশে
বাঙালির ঝলমলে সোনালী রোদ।

লোককবির গানে বঙ্গবন্ধু

ড. কাজল চন্দ্র রায়

স্বপ্নের পথে হেঁটে হেঁটে তুমি
কাতারি হলে জনতার
কোন লোকগাথা নয় কোন কবিতাও নয়
জননেতা তুমি শাশ্বত বাংলার ।

বাঙালি জাতি হিসেবে আজ এক অনন্য মাত্রায় আসীন। পৃথিবীর সকল প্রান্তে বাংলা নামের এই দেশটির সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯১৩ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল বিজয়ের মাধ্যমে পৃথিবীর সঙ্গে বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির প্রথম পরিচয় ঘটে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাঙালির আত্মত্যাগ ভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বতন্ত্রতা দান করে এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষাকে আত্মমর্যাদায় বলীয়ান করে তোলে। যে মানুষটির হাত ধরে পৃথিবীর বুকে বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের স্বতন্ত্র মানচিত্র অঙ্কিত হলো তিনি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। মধুমতী নদীর কোল ঘেঁষে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রাম। এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেয়া সন্তান শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ লোৎফর রহমান সাহেব এক ধার্মিক পুরুষ এই বংশের গোড়াপত্তন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী থেকে জানা যায় – 'শেখ বংশ কেমন করে বিরাট সম্পদের মালিক থেকে অল্পে অল্পে অভাবের দিকে গিয়েছিল তার কিছু কিছু ঘটনা বাড়ির মুরুব্বিদের কাছ থেকে এবং আমাদের দেশের চারণ কবিদের গান থেকে জেনেছি।' এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, যে গাথা চারণ কবিদের গান হয়ে ওঠে সে গাথায় একটি ঐতিহাসিক কিংবা সামাজিক মূল্য আছে – একথা নির্বিধায় বলা যায়। বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পাঠে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক জীবনেরও নানা দিক সম্পর্কে আমরা অবহিত হই। সুদীর্ঘ সময়ের পারিবারিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বলয়ে বেড়ে ওঠা শেখ বংশে 'শেখ মুজিবুর রহমান'-এর জন্ম কোন অনভিপ্রেত ঘটনা নয়। বার বার সঙ্গীত শ্রবণে তিনি তাঁর রাজনৈতিক চর্চিত জীবনে পেয়েছিলেন প্রশান্তি। এই প্রশান্তির হাতছানিতে বার বার তিনি ছুটে গিয়েছেন ৬১/১ পাটুয়াটুলী স্ট্রিট জেমারেল গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডের দোকানে। আমরা জানতে পারি, তিনি তাঁর প্রিয় বহু গানের রেকর্ড তিনি সেখান থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। রবীন্দ্র-রজনী-অতুলসহ বহু রচয়িতার গান। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে জানতে পারি, সঙ্গীত তাঁর কাছে কতটা প্রিয় ছিল। তার সংক্ষিপ্ত প্রকাশ তুলে ধরা যাক।

'...করাচি যাবার পথে এডভোকেট সাহেবদের বেষ্টিত অবস্থায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গাড়ি চালাচ্ছিলেন। পাশে বসা শেখ মুজিব। এডভোকেট সাহেবরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শেখ মুজিবকে প্রশ্ন করছিলেন, বাংলা

ভাষাকে কেন আমরা রাষ্ট্রভাষা করতে চাই? হিন্দুরা এই আন্দোলন করছে কি না? মুজিব তাঁদের বুঝাতে চেষ্টা করলেন। মুজিবের কাছে তাঁরা নজরুল ইসলামের কবিতা শুনতে চাইলো। রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলামের কিছু কিছু কবিতা শেখ মুজিবের মুখস্থ ছিল। নজরুলের 'কে বলে তোমায় ডাকাত বন্ধু', নারী, সাম্য কবিতা ও রবীন্দ্রনাথের কবিতাও দু'একটার কয়েক লাইন শুনালাম। শহীদ সাহেব তাঁদের ইংরেজি করে বুঝিয়ে দিলেন।'

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থেকে ফিরবার পথে "নদীতে বসে আব্বাসউদ্দিন সাহেবের আটিয়ালি গান তাঁর নিজের গলায় না শুনলে জীবনের একটা দিক অপূর্ণ থেকে যেত। তিনি যখন আস্তে আস্তে গাইতেছিলেন তখন মনে হচ্ছিল, নদীর ঢেউগুলিও যেন তাঁর গান শুনছে। ...আমি আব্বাসউদ্দিন সাহেবের ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'মুজিব, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হলে বাংলার কৃষ্টি, সভ্যতা সব শেষ হয়ে যাবে। আজ যে গানকে তুমি ভালবাস, এর মাধুর্য ও মর্যাদাও নষ্ট হয়ে যাবে। যা কিছু হোক, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে।"

বঙ্গবন্ধু সঙ্গীতকে খুব ভালবাসতেন। যখন যেখানে যে পরিস্থিতিতে থাকতেন না কেন সঙ্গীতের রসাস্বাদনে তিনি উন্মুখ থাকতেন। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লিতে সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলিম লীগপন্থী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের কনভেনশন ডেকেছেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। শেখ মুজিবসহ দশ-পনেরোজন ছাত্রকর্মীও এই সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলন চলাকালে একদিন তাঁরা খাজা বাবার মাজার জেয়ারত করতে যান। "আমরা দরগার রওয়াজা করলাম, পৌঁছে দেখি এলাহি কাণ্ড! শত শত লোক আসে আর যায়। সেজদা দিয়ে পড়ে আছে অনেকজন লোক। চিৎকার দিয়ে কাঁদছে, কারো কারো বা দুঃখে দু চক্ষু বেয়ে পানি পড়ছে। সকলের মুখে একই কথা, 'খাজা বাবা দেখা দে'। খাজা বাবার দরগার পাশে বসে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান হচ্ছে, যদিও বুঝতাম না ভালো করে, তবুও মনে হয় আরও শুনি। আমরা দরগা জিয়ারত করলাম। বাইরে এসে পানের আসরে বসলাম। অনেকক্ষণ গান শুনলাম, যাকে আমরা 'কাওয়ালি' বলি। কিছু কিছু টাকা আমরা সকলে কাওয়ালকে দিলাম। ইচ্ছা হয় না উঠে আসি। ...সেলিম চিশতী ছিলেন বাদশা আকবরের পীর। আজমীরের খাজা বাবার দরগায় দেখলাম গান-বাজনা চলছে সমানে, এখানেও দেখলাম সেই একই অবস্থা।"

এই থেকে বুঝে নেয়া যায়, গানের প্রতি তাঁর কতটা অনুরাগ ছিল। কতটা গভীর থেকে গানকে বুঝে নেবার চেষ্টা করতেন। দেশ, রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতির পাশাপাশি সংস্কৃতি তথা সঙ্গীতকে বুঝে নেবার ক্ষমতা সব রাজনীতিবিদের না থাকলেও শেখ মুজিব ছিলেন তার ব্যতিক্রম। উপরের ক'টি উদ্ধৃতাংশ থেকে তাঁর সংস্কৃতি ভাবনা ও চর্চা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা মেলে। লেখক গোলাম কুদ্দুস লিখেছেন – "রাজনীতির কবি নামে খ্যাত শেখ মুজিব ব্যক্তি জীবনে শিল্প-সংস্কৃতির একজন একনিষ্ঠ অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ, চর্চা ও জাগরণ ব্যতীত প্রকৃত রাজনৈতিক মুক্তি সম্ভব নয়। তিনি সংস্কৃতিকে রাজনীতির সহোদর হিসেবে বিবেচনা করতেন। সে কারণেই তাঁর জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব ও অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ করা যায়"।

আমার আলোচনার প্রতিপাদ্য বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত গানের ভাণ্ডার নিয়ে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ নামের এই দেশটা আজ পৃথিবীর বুকে স্বাধীন দেশ হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। তাঁকে ঘিরে বাংলার কবি সাহিত্যিক ও বাউলদের আবেগ অতি তীব্র। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের আগে ও পরে অসংখ্য গান রচিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ যেমন ছুঁয়েছে কবি-সাহিত্যিকদের প্রাণ তেমনি বাংলার বাউলদের। সেই সব রচনার কিছু গান নিয়ে সাজিয়েছি আজকের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই ক্ষেত্রে বলে নেয়া উচিত হবে, লেখকের হাতে এমন কিছু রচনা ছিল যা 'কাহিনী গীতি' হিসেবে মৃত্যুদাকারের-সেগুলো এখানে যুক্ত করা হয়নি। এখানে মোট ১৩ জন বাউল কবির গান নিয়ে লেখাটি তৈরি করা হয়েছে।

তরুণ গবেষক জানিয়েছেন, 'লোকসংস্কৃতিতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ' নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছি, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রথম গান রচনা করেছেন চারণ কবি শেখ রোকনউদ্দিন, ১৯৫১-১৯৫৪ সালের মার্চের মধ্যে তার লেখা অসংখ্য নির্বাচনী গানের চারটিতে শেখ মুজিবের নাম উল্লেখ আছে। নিম্নোক্ত গানটি ১৯৫১ সালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে রোকনের পরিচয়ের পর রচিত। গানটি হলো –

"চাষী মরছি না খাইয়া
ও আজ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া মরি
স্বাধীনতা গাহিয়ারে
চাষী মরছি না খাইয়া ॥
... ...
শেখ মুজিবর বলেছিল
ছেড়ে দেও গো ধান
ও সে আমার দেশের দাওয়াল ভাইরা
ভিক্ষা দাও গো প্রাণ
সরকার ভিক্ষা দাও না প্রাণ
জালিম সরকার ভাত না দিয়া
মুজিব ভাইরে নিল ধইরা
তারে তিনটি বছর রাখলো জেলে
বিচার না করিয়া ॥"

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যতবার হাওরবেষ্টিত অঞ্চল সিলেট গিয়েছেন প্রায় ততবারই শাহ আবদুল করিম সেই বক্তৃতা মঞ্চে গান গেয়েছেন। আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী দলের কেন্দ্রীয় নেতাগণ সিলেটে কোন প্রোগ্রামে গেলেই শাহ আবদুল করিমকে ডেকে নিতেন। আব্দুস সামাদ আজাদ সাহেবের সকল নির্বাচনী মঞ্চেই বাউল করিম ছিল অবধারিত। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠন করলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী আর মন্ত্রী হলেন শেখ মুজিব। ১৯৫৬ সালের ২৬ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু প্রথম সুনামগঞ্জ

শহরে এলেন। শাহ আবদুল করিম (১৯১৬–২০০৯)-এর 'আত্মস্মৃতি' থেকে জানা যায়–

"সুনামগঞ্জে সফরে আসলেন যখন
সাথান মিয়া সঙ্গে ছিলেন তখন ॥
এই দুইজনের প্রতি মানুষ আশাবাদী ছিল
দূরের লোক কষ্ট করে দেখার সুযোগ নিল ॥
আমিও সমাবেশে জশে নিলাম
জনসভায় তখন গান গেয়েছিলাম:

পূর্ণচন্দ্রে উজ্জ্বল ধরা
চৌদিকে দক্ষ্য দেয়া
জনগণের সরল তারা
শেখ মুজিবুর রহমান
আপ রে আপ রে মজুর কৃষাণ ॥

গণসঙ্গীত পরিবেশন করলাম যখন
একশত টাকা উপহার দিলেন তখন ॥
শেখ মুজিব বলেছিলেন সদানন্দ মনে
'আমরা আছি করিম ভাই আছেন যেখানে"॥

একবার যদি বাঙালির কর্ণগোচর হতো বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন–তাহলে দেশ ও জাতি উপকৃত হতো। বীরের প্রতিমূর্তি, দৃপ্ত সত্যের মুখোশ উন্মোচিত হতো এবং বিশ্ব এই মহান নেতার প্রতি সম্মান জানাতো। ১৯৮৮ সালের দিকে শিল্পী ও সুরকার মলয় কুমার গাঙ্গুলীর বিশেষ অনুরোধে হাসান মতি এই গানটি রচনা করেন। তৎসময়ে দেশে বিরূপ রাজনৈতিক আবহ থাকায় কোন রেকর্ডিং হাউজই গানটি রেকর্ড করতে রাজি হয়নি। অতঃপর শিল্পী একটি কাজে ফ্রান্সে যান। সেখানে প্রথম তিনি গানটির রেকর্ড করেন। কিন্তু ফ্রান্স আওয়ামী লীগ গানটি রেকর্ড হওয়া মাত্র তারা গানটি সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে নির্বাচনের আগে হাসান মতিউর রহমানের প্রকাশনা সংস্থার ব্যানারে আবার গানটি মলয় কুমার গাঙ্গুলীর কণ্ঠে গীত হয়ে বের হয়।

ভবা পাগলা (১৯০০–১৯৮৪) এর জন্ম ঢাকা জেলার মানবাইয়ের আমতা গ্রামে। তিনি কয়েক সহস্রাধিক গান রচনা করেছেন। সর্বত্রই তিনি আধ্যাত্মিক সাধকরূপে পূজিত হয়েছেন। তাঁর নামে বিভিন্ন স্থানে উৎসব হয়। তাঁকে নিয়ে বহু অলৌকিক ঘটনা লোকমুখে প্রচারিত হতে শোনা যায়। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি বৃহৎ রচনার কিয়দংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

"ভবা পাগলার অভিমান
আর কেন দেরী, শোনো হে কাণ্ডারী
মুজিব রে হও অধিষ্ঠান
সুসন্তান তোমার নিয়েছে ভার
(আজি) ধরিতে বাংলার হাল ॥"

এই গানটি মহান মুক্তিযুদ্ধের পূর্বকার রচনা। বিভিন্ন নদ-নদী, দেব-দেবী এবং বাংলার সন্তানদের সংগ্রামী প্রত্যয় বর্ণিত হয়েছে এই গানে। অবশেষে কাণ্ডারি হিসেবে শেখ মুজিবের অধিষ্ঠান চাইছেন ভবা পাগলা। 'মুজিবরে হও অধিষ্ঠান' বিশ্বকাণ্ডারির নিকট বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কাণ্ডারির জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন ভবাপাগলা এ গানের মধ্য দিয়ে। গানটি ভবাপাগলা কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ গভীর রাত্রে কালনা মন্দিরে বসে লেখা। এই কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের নিপীড়িত, নির্যাতিত ও নিরস্ত্র অসহায় মানুষের উপর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালালে ভবাপাগলার মন অস্থির হয়ে ওঠে। তখনই তিনি এ গান রচনা করেন।

কামালউদ্দিন (১৯০৩–১৯৮৫) নুরুমণ্ডল জেলার দিরাই উপজেলার তাটিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মালজোড়া গানের বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। তাঁর একটি গান –

"নৌকা আগে চলে রে, এ নৌকাটা শেখ মুজিবের
এ নাও দেখতে ভালো, চাঁদের আলো, গলই ছিল চন্দনের॥"

এই গানটি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে গণ-সংগ্রামের সময়কার রচিত। বাউলদের গানে রচনার সময়কাল বা থাকার সন তারিখ উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে জেলা ছিল ১৭টি ১৯৬৯ সালে টাঙ্গাইল ও পটুয়াখালি জেলায় পরিণত হওয়ায় ১৯টি জেলা হয়। এই গানে ১৯টি জেলার কথা বলা হয়েছে। আবার ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ 'নৌকা'–কে প্রতীক হিসেবে নির্বাচিত করে। ধারণা করা যায়, এই গানটি তখনকার রচনা। আরো একটি গান তাঁর লেখনী থেকে উঠে আসে। সেটি হলো –

"নৌকা বাইয়া যাও রে বাংলার জনগণ
বঙ্গবন্ধুর সোনার নাও ভাসাইলাম এখন।"

গানটি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সময়কার রচনা। ধারণা করা যায় ১৯৭২ এর প্রথম দিককার রচনা এটি। বাউলরা যে রাজনীতি-সচেতন ছিলেন তার উদাহরণ মেলে এই গানে। ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আজো এই গান উচ্চারিত হয় বাংলার পথে প্রান্তরে।

বিজয় সরকার (১৯০৩–১৯৮৫) এর জন্ম সুনামগঞ্জ জেলার সদর থানার ডুমদী গ্রামে। বাংলাদেশের বিখ্যাত কবিয়াল ও বিদ্রোহী গানের রচয়িতা তিনি। সমাজ সচেতন ও রাজনীতি সচেতন কবিয়াল বিজয় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বেশ কটি গান রচনা করেন।

"মহিমায় যার মুখরিত রাষ্ট্রপুঞ্জ অবধি
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু দীন দরিদ্রের দরদী সে

যে স্বাধীনচেতা শ্রেষ্ঠ নেতা, নহে অদৃষ্টবাদী ॥
বৃটিশ গেল নোটিশ পেয়ে স্বদেশী মামলায়
ঢোর খেলায়ে ডাকাত এলে জুটিল বাংলায়,
দেশের জনপদ তাদের হামলায়, নির্যাতিত
নিরবধি ॥
মোদের দেশে করবে ওরা উচ্চ আসনে
ওদের পদলেহন করতে হবে তীব্র শাসনে,
ওরা বাস করবে বিলাস ব্যসনে, হল চাকুরী
চৌপদী ॥
বাঙালি যোগাবে খাবার তার বোঝা বহি
ওরা দেশে নিয়ে বেশি খাবে কেমনে সহি
ওরা বলবে তারে দেশদ্রোহী উচিত কথা কই
যদি ॥
উর্দু হবে রাষ্ট্রভাষা প্রথম আই প্রকাশ
মাতৃভাষা বাদ দিলে জাতীয় সর্বনাশ
ওরা ঘরে বসে ঘটাবে ত্রাস লাভ করে পরের
পদি ॥
আঘাত লাগল বঙ্গবন্ধুর আত্মসম্ভ্রমে
গর্জে ঝাঁপ দিয়ে উঠল সিংহ বিক্রমে
তারা বানায়ে রাখল চরমে কারাগারের
কয়েদী ॥
জাতীয় জনক জাগাইল জয় বাংলার বাণী
গাগল বিজয় বলে এই বাণী সব বাঙালির
বাণী
এখন গাহিছে এই অমর বাণী পাহাড় পর্বত
নদ নদী ॥"

বাংলাদেশের ইতিহাস নির্ভর রচনা এটি। বঙ্গবন্ধুকে এখানে সিংহের সাথে তুলনা করা হয়েছে। নানা নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করে, সত্যকে বুকে লালন করে এবং সাহস ও ধৈর্যের চরম পরীক্ষা দিয়ে তিনি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছেন অর্থাৎ জয়ী হয়েছেন এবং বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছেন।

শাহ আবদুল করিম (১৯১৬–২০১৯) এর জন্ম সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার উজানধল গ্রামে। ১৯৫৭ কাগমারী সম্মেলনে কবিয়াল রমেশ শীলের সঙ্গে গণসঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একান্ত সান্নিধ্য পেয়েছিলেন।

"বন্ধু ছিলেন সত্য বটে
আসলে শত্রু নয় ॥
শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু সবাই কয় ॥
স্বার্থের জন্য স্বার্থপরে
ভারত বিভক্ত করে
২৩ বছর শোষণের পরে
বাঙালি সচেতন হয় ॥
শোষণমুক্তি চেয়েছিলেন
শেখ মুজিব দায়িত্ব নিলেন
জনগণ সমর্থন দিলেন
ছাড়িয়া মরণের ভয় ॥
গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র
এই ছিল তার মূলমন্ত্র
ধর্ম নয় শোষণের যন্ত্র
নিরপেক্ষ সমুদয় ॥
এনে দিলেন স্বাধীনতা
আইতো হলে জাতির পিতা
সাক্ষী বিশ্বের জনতা
এই কথা যে মিথ্যা নয় ॥
দীর্ঘ ২১ বছর পরে
আজ বাংলার ঘরে ঘরে
আশার সঞ্চার হলোরে
হলো নতুন তার উদয় ॥
গোপন ষড়যন্ত্র করে
মুজিবকে সপরিবারে
অন্যায়ভাবে হত্যা করে
বিচার যে তার বাকী রয় ॥
বাপ্প বাংলা মায়ের ভক্ত
মনকে করে দিল শক্ত
লাখ লাখ শহীদের রক্ত
বৃথা যাবে না নিশ্চয় ॥
শুনি জ্ঞানী গুণীর কথা
শ্রেষ্ঠ হয় মানবতা
শেখ মুজিব জাতির পিতা
করিম বলে নাই সংশয় ॥"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে আমাদের জাতির পিতা – এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। শাহ আবদুল করিম সহজ কথায় বাংলাদেশ স্বাধীনের ইতিহাস বিবৃত করেন। রাতের আঁধারে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে একদল দুষ্কৃতিকারী উল্লাস করেছিলেন, তাদের বিচার দাবি করেন আবদুল করিম। রাজনৈতিক সচেতন ছিলেন বাউল শাহ আবদুল করিম। এই গানটি তারই পরিচায়ক।

ঘুর্ণিন শাহ (১৯২০– ১৯৭৭) জন্মেছেন সুনামগঞ্জের প্রত্যন্ত উপজেলার নোয়ারাই গ্রামে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তাঁর রচিত বেশ কটি গান পাওয়া যায়। একটি গান মহান মুক্তিযুদ্ধের পূর্বকার। গানটি হলো –

"কী দিব তুলনা জগতে মিলে না
দেশ দরদী মহান হৃদয় শেখ মুজিবুর রহমান ॥
সাত কোটি মানুষের পক্ষে নির্যাতন সইয়া
বুকে
তবু আমাদের দুঃখে কাঁদে যার প্রাণ
জেল-জুলুম-অত্যাচারে যার ঘানিল যাহার
যারে
বঙ্গমাতার শ্রেষ্ঠতম সেরা বীর সন্তান ॥
ষড়যন্ত্র মামলায় দেখেছেন সবাই
প্রাণ বিসর্জন দেওয়া তিনি করেন তুচ্ছজ্ঞান
বুঝে নিল বঙ্গবাসী মহান নেতার হবে ফাঁসি
শুরু গড়ে সর্বনাশী মূলে আইয়ুব খান ॥
বাঙালিরা দলে দলে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলে
জেলের তালা দিল খুলে পাইলেন পরিত্রাণ
হয় সকারই দাবি নিয়া নির্বাচন আনিয়া
স্বায়ত্ত দাবি আদায় করতে হইলেন আগুয়ান ।
আইয়ুব সরকারের আসলে
কতই না কৌশলে বড় পদগুলা করেছিল দান
ন্যায়পরায়ণ সত্যবাদী ইজাদার নীতি
দেশদরদি
লোভ লালসায় অটল রইল যাহারই ইমান ॥

এমন উদার মহান নেতা
অন্তরে যার দেশের ব্যথা ভুলব না তাঁর
কল্যাণের কথা
বলে পাগল দুর্দিন শাহ পূর্ণ হউক বাঙালির
আশা
ঘরে ঘরে রব উঠুক আজ জয় লহরেরই গান।"

মহরুম পাগলা ১৯২৫ সালে দক্ষিণ সুনামগঞ্জের বীরশীও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দেশভাগের আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্রের গীতিকার ছিলেন।

"শেখ মুজিব জাগিয়ে ছিল
যাঁর ডাক শুনে জাগিল জাতি
হাতে দিয়া তালি ॥
জয় বাংলা জয় বাংলা বলে উঠিল আওয়াজ
কেউ করল পূজা-পার্বণ কেউ নফল নামাজ
কেউ বা অতি উন্নতি করেছে ফালাফালি ।
সর্ব জেনে কর্ম গুণে অল্প দিনে মাঝ
শেখ মুজিব তৈয়ার করল স্বাধীনতার ক্ষেত্র
হেন সময় মুজিবেরে বধিল উর্দুওয়ালি ॥"

গানটির বয়ানে জানা যায়, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। সমগ্র বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। এই গানটির মধ্য দিয়ে আমরা অবগত হই, শেখ মুজিবের ডাকে বাঙালি জাতির জেগে উঠার কথা। চারদিকে 'জয় বাংলা' ধ্বনিত হলো। বার বার আন্দোলনে তিনি স্বাধীনতার ক্ষেত্র তৈয়ার করলেন।

কুটি মনসুর (১৯২৬-২০১৭) ফরিদপুর জেলার চরভদ্রাসন থানার লোহারটেক গ্রামে জন্ম নেন। তাঁর রচিত অনেক গান এখনো জনপ্রিয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের মাতৃভূমি রক্ষায় তিনি গান লিখেছেন

"বাঙালি বীরেরই সন্তান
বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ পেয়ে
একাত্তরে যুদ্ধে গিয়ে দিয়েছিল প্রাণ
বাঙালি বীরেরই সন্তান ।
অনেক রক্তের বিনিময়
বাংলাদেশটা স্বাধীন হয়
উড়াইয়া বিজয় পতাকা গাও বিজয়ের গান।"

কুটি মনসুরের রচনায় উঠে এসেছে দেশ স্বাধীনের কথা। শত শহিদের আত্মদান, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রয়াস এবং বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দেশটা স্বাধীনতা লাভ করে। বাঙালি বার বার প্রমাণ করেছে এরা বীরেরই সন্তান- সেই কথা ইতিহাসেই রয়েছে প্রমাণ বলে উল্লেখ করেছেন কবি।

"বিশ্ববাসী সবার মুখে শুনি শুধু একটি নাম
শেখ মুজিব শেখ মুজিব
জাতির জনক শেখ মুজিব ।
গরীব ধনী সবার প্রিয় স্মরণীয় একটি নাম
শেখ মুজিব শেখ মুজিব
জাতির জনক শেখ মুজিব।"

লোকগানে সাধারণ মানুষ উদ্বুদ্ধ হন সহজ কথা ও সুরের প্রয়োগে গান গীত বলে। কুটি মনসুর তাঁর গীতিত চেতনায় বঙ্গবন্ধুকে অঙ্কিত করেছেন লাল-সবুজের পতাকা ও মানচিত্রে।

রাজ্জাক দেওয়ান (১৯৩৪-২০০৩) এর জন্ম ঢাকার মোহাম্মদপুরে বুড়িগঙ্গা নদীর পারে চরওয়াসপুর গ্রামে। 'মাতাল কবি রাজ্জাক দেওয়ান' নামে তিনি বহুল পরিচিত। পাকিস্তান আমলে বেতারের তালিকাভুক্ত শিল্পী। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একনিষ্ঠ ভক্ত। বাউল ও পালাগানের জনপ্রিয় শিল্পী ছিলেন।

"আয় বাঙালি ঝাঁকে ঝাঁকে সকলই এক সমানে ছুটে
তোমাদেরই কিলের চোটে পাকবেরে আমইরা তাল ।
আমাদের রুখবে কারা ভয় কিরে বাঙালি বোরা
আকাশে-বাতাসে সুর বঙ্গবন্ধু মুজিবুর
থাকিসনে আর ঘুমে বিভোর রক্তমাখা সিংহের পাল ॥"

রাজ্জাক দেওয়ান রচনা করলেন বঙ্গবন্ধুর আহ্বান জনিত এক অসামান্য বয়ান। তিনি বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম নীতি ও আন্দোলনের তীব্রতা তুলে ধরে শান্তিকামী মানুষকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

গিয়াসউদ্দিন আহমেদ (১৯৩৫ –১৯৮৬) সুনামগঞ্জ জেলার ছাতকে আইনাঘাল নদীর পূর্ব পাড়ে 'শিবনগর' গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা সহস্রাধিক। তাঁর গান গেয়েছেন অনেক নামী ও গুণী শিল্পী।

"ধন্যবাদ বঙ্গবন্ধু বাঙালির নয়নমণি ধন্য
নজরুল আজউদ্দিন সামাদ কর্ণেল ওসমানী ।
মুজিব ভাই বলেছিলেন আমি যদি থাকি না
সংগ্রাম চালাইও তোমরা ভয়ে অধীর হইও না
তোমাদের সাথী রব্বানা আল্লা কাদের গনি ॥
যে কন্দী করেছিলো পশ্চিমা বর্বরের জাত
বাংলাদেশকে চিরতরে করতে চাইলো কিচ্ছিমাত
সবকিছু হইল নস্যাৎ আল্লা মেহেরবাণী ॥
অত্যাচারীর অত্যাচার চিরদিন থাকে না
তাই সমূলে ধ্বংস হইল পাকিস্তানী খান সেনা
জীবনে ভোলা যাবে না মা বইনের পেরেশানী ॥"

১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধুর দিবাই জনসভায় গানটি পরিবেশন করেন বাউল শিল্পী মোঃ শফিকুল নূর।

শেখ ওয়াহিদুর রহমান (১৯৩৯–২০১২): সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার খালারিপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। ১৯৭০ সালে তিনি যুক্তরাজ্য প্রবাসী ছিলেন এবং ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে দেশে ফিরে আসেন।

"ওরে এই নৌকা মুজিবের নৌকা
তোরা ভুলিস না রে তাঁরে
নৌকাটা ডিঙাইয়া দে রে
এবার কিনারে ॥
বাঁকরা দেহে বিদায় করলে
সঙ্গে সপরিবারে
আজও কেন হয় না বিচার
কোন চক্রান্ত চক্রে ॥
বিশ্বে কত নেতা মরল
খুনীরা স্বীকার না করল
তবু তাদের ফাঁসি হলো
বিশ্বের ওই দরবারে ॥

কালো দিবস পালন করে
তাঁথার খুনী যারা
সরাসরি স্বীকার করে
মারল যে তাঁহারে ॥
আউলা ওয়াহিদ বাউলা বলে
পঞ্চম সংশোধনী কারা করে
সেই কালো আইন না ভাঙিলে
ইতিহাস ছাড়বে না তোমারে ॥"

সিরাজ উদ্দিন খান পাঠান ১৯৫৪ সালে নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার বাবনী গ্রামে জন্ম নেন। পিতা সদর উদ্দিন খান পাঠান বংশীবাদক ছিলেন। ১৯৭৪ সালে ঢাকার টেকেরঘাটের এক অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হন। তিনি সিরাজের হাতে মেডেল ও পুরস্কার তুলে দেন। ২০১৭ সালে তিনি লোকসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পদক পান।

"ওরে মুক্তিসেনা শীঘ্র চল
রাখতে দেশের মান
সাত কোটি বাঙালি মোরা
কত সইবো আইয়ুবের
শাসন অপমান ॥
মুজিব সেনা এগিয়ে চল
হওরে আগুয়ান
শেখ মুজিব নামের কাণ্ডারী
আছেন বিদ্যমান ॥
সাতই মার্চে দিছে হুকুম
শেখ মুজিবুর রহমান
সিরাজ বলে পিছু হটবো না
দেহে থাকতে প্রাণ ॥"

এই গানে এক দৃপ্ত শপথের অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ভাষণে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা সুস্পষ্ট ছিল – সেই কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে এই গানে। তাঁরই নির্দেশে মুক্তিসেনারা সেদিন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

আবদুর রহমান ১৯৫৫ সালে হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলার জলসুখা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শাহ আবদুল করিমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতারের নিয়মিত শিল্পী।

"জীবন দিয়ে দিয়ে গেলে
বাঙালিরে স্বাধীনতা
হাসে আজি প্রাণ খুলিয়া
পাকপাকালি ভয়লতা ॥
জেল জুলুমের ভয় ছাড়িয়া
ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়াইয়া
সৎ সাহস বুকে নিয়া
বলেছ স্বাধীনতার কথা ॥
গর্বে মাথা উঁচু করে
স্বাধীনের পতাকা উড়ে
বাউল কবি ব্যাখ্যা করে
কয় তোমারে জাতির পিতা ॥
বলে বাউল আব্দুর রহমান
তুমি বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান
ভুলবেনা তোমার অবদান
বাংলার বাঙালি জনতা ॥"

বঙ্গবন্ধুর কীর্তিগাথা এই রচনা। যে মহামানব ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও স্বাধীনতার কথা বলেছেন, স্বাধীন দেশের পতাকা উড়িয়েছেন বাউল কবিগণ নির্দ্বিধায় জানিয়েছেন তিনিই আমাদের জাতির পিতা। কোনদিন তাঁর এই অবদানের কথা কেউ ভুলবে না।

১৯৫৮ সালে হাসান মতিউর রহমান এর জন্ম ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার নয়াবাড়ি ইউনিয়নের পূর্বযোরাইর গ্রামে। পল্লীগীতি রচয়িতা হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের শিল্পী, গীতিকবি ও সঙ্গীত পরিচালক। তিনি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর রচিত বেশ কিছু গান জনপ্রিয়তা পায়।

"যদি রাত পোহালে শোনা যেতো
বঙ্গবন্ধু মরে নাই।
যদি রাজপথে আবার মিছিল হতো
বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চাই ॥
তবে বিশ্ব পেতো এক মহান নেতা
আমরা পেতাম ফিরে জাতির পিতা ॥
যে মানুষ ভীরু কাপুরুষের মতো
করেনিকো কখনো মাথা নত
এনেছিল হায়েনার ছোবল থেকে
আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা ॥
কে আছে বাঙালি তার সমতুল্য
ইতিহাস একদিন দেবে তার মূল্য।
সত্যকে মিথ্যার আড়াল করে
যায় কি রাখা কখনো তা ॥"

একবার যদি বাঙালির কর্ণগোচর হতো বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন-তাহলে দেশ ও জাতি উপকৃত হতো। বীরের প্রতিমূর্তি, দৃপ্ত সত্যের মুখোশ উন্মোচিত হতো এবং বিশ্ব এই মহান নেতার প্রতি সম্মান জানাতো। ১৯৮৮ সালের দিকে শিল্পী ও সুরকার প্রলয় কুমার গাঙ্গুলীর বিশেষ অনুরোধে হাসান মতিউর রহমান এই গানটি রচনা করেন। তখনময়ে দেশে বিরূপ রাজনৈতিক আবহ থাকায় কোন রেকর্ডিং হাউজই গানটি রেকর্ড করতে রাজি হয়নি। অগত্যা শিল্পী একটি কাজে ফ্রান্সে যান। সেখানে প্রথম তিনি গানটির রেকর্ড করেন। কিন্তু ফ্রান্স আওয়ামী লীগ গানটি রেকর্ড হওয়া মাত্র তারা গানটি সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে নির্বাচনের আগে হাসান মতিউর রহমানের প্রকাশনা সংস্থার ব্যানারে আবার গানটি প্রলয় কুমার গাঙ্গুলীর কণ্ঠে গীত হয়ে বের হয়।

পরিশেষে বলতে চাই, এই অন্বেষণ অথবা গবেষণা চলমান রাখতে পারলে বাংলার বাউল কবিদের অর্ঘ্যবেদন আরও আরও বেশি উন্মোচিত হতো এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতি গ্রামীণ কবিদের প্রেম ও শ্রদ্ধার নিদর্শন তুলে ধরা যেত। শহরে কবিদের পাশাপাশি লোককবিগণের রচনা যে কোন অংশেই খাটো নয় – তা তুলে ধরা জরুরি।

লেখক: গবেষক ও গ্রন্থকীট

পিতৃঋণ

অনীক মাহমুদ

ওইখানে শোকগুচ্ছ কৃষ্ণচূড়ার অনাদি নিবাস
ওইখানে শিমুল পলাশ রক্তকরবীর শামিয়ানা
রমনার সমস্ত সকাল ঢাকেশ্বরী শ্যামলিমা
মুহূর্তের খাঁজে খাঁজে লীন হয়ে আছে
ধানমণ্ডি বত্রিশ নম্বর বাঙালির সার্বভৌম তীর্থবীজ,

এইখানে বন্দি বত্রিশ কেন্দ্রসে জেগেছিল উন্মুক্ত অসহযোগ
অগ্নিদীপ্ত একাত্তর সর্বগ্রাসী জিঘাংসায় মেরেছিল থাবা,
মরণের কোলাহলে মারণের হেলিপেলা রুদ্ধ হয়েছিল বত্রিশ নম্বরে
সন্তানের দায় নিয়ে পিতার পরম সত্তা হয়েছিল বিস্ফোরিত
আত্মোমের শক্তি বেড়ে অন্তিম সাহসে
চেতনার সূর্যজ্বালা মুহূর্তে টলেনি কোন প্রলোভন প্রমার্জনে
হুকুমের হোমাগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে অগণিত মল্লবীর
অস্ত্র হাতে যুদ্ধে নেমেছিল দানবের নরমেধ রুখে দিতে
রক্তবর্ণ তিরিশ লাখের গঠিত শোণিতে নিজেকে বানাল অতল সাগর
অন্তর্ভেদী শব্দের সিম্ফনি ভুলে ভেসে এল মহাসঙ্গীতের প্রমত্ত স্বনন,
'হানাদারকে হেনেছি
স্বাধীনতা এনেছি,
তোমার আমার ঠিকানা
পদ্মা মেঘনা যমুনা'
তবু সইল না লণ্ডভণ্ড সংসারে আমরা সারমেয় তগমাটা গলায় ঝুলিয়ে
মাংসহীন হাড় নিয়ে কত সহজেই মেতে উঠলাম শোণিতাক্ত আস্বাদনে,
পিতৃঋণের বোঝাটা ঘাড় থেকে নামতে এগিয়ে এল
আমাদের পেটের বাগানে ওঁৎ পেতে বসে থাকা কতিপয় জংলি প্রহরী,
কয়েকটি গুলী, বিলিফের দু'টি শাড়ি একটি সাবানে
পুরস্কৃত পিতা বত্রিশ নম্বর সিঁড়ির কিংখাব থেকে পৌঁছে গেলেন টুঙ্গিপাড়ায়,
আমাদের মুণ্ডত মাথায় দণ্ডিত বাঁচার ধাক্কা সতর্কবুদ্ধি হারে বেড়েই চলল
বত্রিশ নম্বর থেকে টুঙ্গিপাড়া ক্রমশ পিতার রক্ত লেপ্টে দিল বাংলাদেশের দেহ,
আমাদের পিতৃঋণ খাদ্য হয় অবারিত শোকগুচ্ছে
আমাদের পিতৃঋণ পিতৃহীন শূন্যতার পতাকা উঁচিয়ে
নিরবধি বেড়ে চলেছে অখণ্ড গৌরবে।

শোকস্মৃতি লেখা

গোলাম নবী পান্না

শোকাতুর বাঙালির আগস্ট এ মাস
কালো ছায়া ঘিরে রাখে যেন চারিপাশ।

আলো ডুবে যায় দেখি কালো সে ছায়ায়
আবেশ জড়ায় একি অজানা মায়ায়।

অজানা থাকে না আর জানা সেই শোক
কষ্টের প্রতি অতি বেড়ে যায় ঝোঁক।

পনেরো আগস্ট এলে ঘনীভূত দুখ
কেড়ে নেয় এ জাতির হাসি খুশি সুখ।

প্রিয়মুখ ভেসে ওঠে স্মৃতির পাতায়
লিখে যাই তাঁকে নিয়ে শোকের খাতায়।

পাতায় পাতায় লেখা নেতার সে নাম
কলমের কালিতেও করে অবিরাম।

মুজিবুর রহমান সেই প্রিয়জন
জয় করে নিয়েছেন জনগণ মন।

এমন মহান নেতা যাবে না তো দেখা
তাঁকে নিয়ে তাই এই শোকস্মৃতি লেখা।

অভিন্ন মুজিব

শাহ্‌নাজ মুন্নী

লিখতে গিয়ে কেবলই শব্দ বাক্য হারিয়ে যাচ্ছে, ভাবতে গিয়ে ভাবনা ছুট পাকিয়ে যাচ্ছে, কোথা থেকে শুরু হবে, কোথা গিয়ে শেষ কিংবা আদৌ তিনি গল্পটা শুরু করতে পারবেন কিনা, তা নিয়েই এখন সংশয় দেখা দিয়েছে। অথচ বেশ কয়েক বছর ধরে গল্প লেখার চর্চা করেন তিনি, যেকোন বিষয় নিয়ে কাহিনি সাজাতে ভুড়ি নেই তার কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যেন এক বিপুল মহাসাগরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, এর অতল অকূল জলরাশির বর্ণনা শুধু অসম্ভবই নয়, অসাধ্য। তার মনে হচ্ছে এক বিপুল মরুভূমির বালুকারাশিতে জ্ঞান হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছেন তিনি। টেবিলের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' আর 'আমার দেখা নয়াচীন'। তিনটি বইয়ের প্রচ্ছদ থেকে তিন বয়সের তিনটি মুখ ঠোঁটে কৌতুক মেশানো হাসি আর তীক্ষ্ণ তীব্র মায়াময় দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন, কালো ফ্রেমের চশমার ফাঁক দিয়ে উদাস ভঙ্গিতে দেখছেন, পথ হারিয়ে ফেলা লেখকের বেহাল দশা। প্রথমে লেখক ভেবেছিলেন, উত্তম পুরুষে গল্পটা শুরু করা যাক, যেন মহান নেতা নিজের সম্বন্ধে নিজেই বলছেন, অনেকটা আত্মজীবনীর ঢং-এ, স্বগোক্তির মতো, তাঁর সেই বজ্রগম্ভীর জাদুকরী কণ্ঠে-

'আমি তো জানতাম, আমার শক্তি আর আমার দুর্বলতা দুটোই একাকার হয়ে গিয়েছিল, আমার শক্তি কাজে আমি জানতাম আমার জনগণকে ভালবাসা। আমার দুর্বলতাও সেটাই, আমি আমার জনগণকে খুব বেশি ভালবাসতাম। অনেকে অবাক হয়েছেন আমার একথা শুনে, সেই বৃটিশ সাংবাদিক, যিনি আমার শক্তি আর দুর্বলতা সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন, তিনি তাঁর হাতে ধরা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সোজা হয়ে বসেছিলেন, 'স্ট্রেঞ্জ' এটা কিভাবে সম্ভব?'

আমি বলেছিলাম, এটা সম্ভব এবং এটাই সত্যি। আমার এই জনগণই আমাকে দুর্বল করে দেয় আবার এরাই আমাকে শক্তি যোগায়।'

এই পর্যন্ত লিখে থেমে যান লেখক। এগুলো তো সবার জানা কথা। নতুন করে জানাবার কিছু নেই। নাহ্ এভাবে হবে না। অনেকক্ষণ আগে স্ত্রীর রেখে যাওয়া ঠাণ্ডা চায়ের কাপে চুমুক দিলেন তিনি। ঠোঁট কামড়ে ভাবলেন কিছুক্ষণ। ভাবছে বরং এইভাবে শুরু করা যাক- তাঁর সাহসিকতা, তাঁর অকুতোভয় দেশপ্রেমের প্রসঙ্গটি সামনে এনে। ল্যাপটপের কি-বোর্ডে আঙুল চালিয়ে দ্রুত লিখলেন তিনি, নেতার জবানীতেই

'আপনারা জানেন যে আমার ফাঁসীর হুকুম হয়েছিল। আমার সেলের পাশে আমার কবর খোঁড়া হয়েছিল। আমি মুসলমান। আমি জানি মুসলমান মাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম আমি তাদের কাছে নতি স্বীকার করবো না। ফাঁসীর মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা, জয় বাংলা।'

আহা কী নির্ভয় উচ্চারণ! আর 'জয় বাংলা'- বাঙালির বুকে আগুন ধরানো একটা ধ্বনি, একটা শক্তি, এক অমোঘ শ্লোগান, যা বজ্রনিনাদের মতো শতসহস্র কণ্ঠে মর্মরিত হয়ে দুনিয়া কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ফাল্গুন মাসের বিকাল কোষ সবুজ ঘোলা প্রান্তরে জড়ো হওয়া উন্মুখ জনতার সামনে তাদের নেতা গর্জে উঠেছিলেন- 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা

যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।'

'মরতে শিখলে মানুষ মরণরে আর ডরায় না' লেখকের মনে পড়ল নিজের মায়ের কথা। মা মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন, 'তোমার আব্বাও তার নেতার মতো মরণরে ডরায় নাই। সেইদিন শেখ সাহেবের ভাষণ শুনতে উনিও গেছিলেন রেসকোর্সের ময়দানে। কিবা আসলেন যখন তখন তার গায়ে অনেক জ্বর। জ্বরের মধ্যেই কাঁপতে কাঁপতে উনি বিড়বিড় কইরা কইতেছিলেন, মনে রাখবা রক্ত যখন দিছি, রক্ত আরো দিব।'

যতদিন মা বেঁচেছিলেন ততদিন সময় সুযোগ পেলেই ছেলে-মেয়েদের কাছে এই গল্প বলতেন তিনি। পরে ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে, ব্যস্ত হয়ে গেলে, তিনি বলতেন তার নাতি নাতনিদের কাছে,

'তোমাদের আব্বা/তোদের দাদা/তোদের নানা ছিলেন শেখ সাহেবের বিরাট ভক্ত। আমাদের গ্রামের বাড়িতে বাইরা রাতের অন্ধকারে উনি যুদ্ধে গেছিলেন। মরণরে উনি ডরান নাই, দেশ স্বাধীন করতে গিয়া মারা গেছেন। এই দেশের মাটিতে তাঁর রক্ত মিশানো আছে। যেইখানে মাটি খুড়বা সেইখানেই তার রক্ত পাইবা। পরে এই রক্তের সাথে কিন্তু শেখ সাহেবের রক্তও মিশা গেছে। সিঁড়ি বাইয়া শেখ সাহেবের রক্ত নামা গেছে সেই বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত।'

এই গল্প করতে বসলেই মা রেগে গিয়ে খুব অভিশাপ দিতেন শেখ সাহেবের খুনিদের।

'মানুষ খুনের পাপের চাইতে বড় পাপ তো এই জগতে আর কিছু নাই, জাহান্নামি হবি তোরা, নির্বংশ হবি, বিচার জানাই তোদের, থুতু দেই তোদের মুখে, বেঈমান, নাফরমান...'

সেই মা নিজেই এখন সেই মহান নেতা আর তার অল্পবয়সে হারিয়ে যাওয়া স্বামীর বুকে মাথা মাটির ঘরে শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন। কিন্তু এই গল্প তো মাকে নিয়ে নয়। লেখক গল্প লিখতে চান তাঁকে নিয়ে, যিনি ছিলেন কোটি মানুষের সুপ্ত স্বপ্নের বাস্তবতা। একটি স্বাধীন দেশের প্রতিষ্ঠাতা। হাজার বছরেও অনেক জাতি এমন ক্ষণজন্মা মানুষের সাক্ষাৎ পায় না। আমরা সৌভাগ্যবান, তাঁকে পেয়েছিলাম আবার আমাদের দুর্ভাগ্য আমরাই তাঁকে মেরে ফেলেছিলাম।

লেখকের স্ত্রী স্বামীর অস্থিরতা টের পান। ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ হাতে রাত জাগা স্বামীর পাশে এসে বসেন। দরদি কণ্ঠে বলেন,

'এত কষ্ট হইলে লেইখো না। কেউ তো তোমারে চ্যালেঞ্জ দেয় নাই যে লেখতেই হবে।'

লেখক একটু চমকে উঠেন। স্ত্রীর হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলেন,

'না কেউ চ্যালেঞ্জ দেয় নাই। আসলে, বলতে পারো এইটা আমার নিজের কাছে নিজেরই চ্যালেঞ্জ। এমন বিশাল হৃদয়ের বিরাট মানুষকে আঁকার সক্ষমতা হয়তো আমার লেখনি এখনো অর্জন করতে পারে নাই। এটা গল্পকার হিসেবে আমারই দুর্বলতা, আমারই অক্ষমতা।'

লেখক ভয়ানক হতাশায় মুষড়ে পড়েন।

'বঙ্গবন্ধুর জীবন এতই আলোকজ্জ্বল, যে সেই তীব্রতায় আমার চোখ ঝলসে যাচ্ছে, তাঁর জীবন প্রিজমের মতো এত মাত্রাবহুল যে আমি কূল-কিনারা পাচ্ছি না কোনটা নিয়ে লিখব ...'

'আমি তোমাকে একটা বন্ধুর গল্প শোনাতে পারি, দেখো তোমার গল্প লেখায় কাজে লাগে কিনা?' লেখকের স্ত্রী বলেন। অন্যদিন এই সময়ে তাকে সকালের নাস্তা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়। ছেলে মেয়েদের ঘুম থেকে তুলতে হয়। নিজে স্কুলে শিক্ষকতা করেন, তাই ঘড়ি ধরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হয়। আজ ছুটির দিনের অবকাশ থাকায় স্বামীর লেখার টেবিলের পাশে একটা চেয়ার টেনে বসেন তিনি।

'গল্পটা যদিও আমাদের গ্রামের মমতাজ খালার, তবু তুমি একে বঙ্গবন্ধুর গল্পও বলতে পারো। মমতাজ খালা সারাজীবন নিজের পরিচয় দিতেন বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসেবে। বলতেন, তার বাবার নাম শেখ মুজিবুর রহমান। একাত্তর সালে খালাকে পাকিস্তানি ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গেছিল। স্বাধীনতার পরে মমতাজ খালারে আধাপাগল অবস্থায় উদ্ধার করা হইল। অনেকদিন হসপাতালে ছিলেন, তারপরে যখন গ্রামে ফিরলেন, তখন মমতাজ খালার বাপ-ভাইয়েরা আর তারে ঘরে জায়গা দিতে রাজি হইলেন না। তখন মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার সিদ্দিক মিয়া আগায় আসলেন, সবার সামনে উঁচু গলায় বললেন,

আমি মমতাজকে বিবাহ করব। জাতির পিতা যদি তাকে কন্যার মর্যাদা দিতে পারেন, তবে আমি কেন তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারব না? আমার তো এখন জন্ম হয় নাই। মায়ের কাছে শুনেছি ঘটনাটা ওই সময় এলাকায় খুব আলোড়ন তুলেছিল... বঙ্গবন্ধু নাকি ঘোষণা দিছিলেন, কেউ যদি বীরাঙ্গনাদের পিতার নাম জিজ্ঞেস করে তবে বলে দিও তাদের পিতা শেখ মুজিবুর রহমান আর তাদের ঠিকানার পাশে লিখে দিও ধানমন্ডি ৩২ নম্বর। কি মমতামাখানো একটা কথা বলো ...'

লেখক বলেন, 'কেউ কেউ বলেন এই কথাটা তিনি পিতৃপরিচয়হীন যুদ্ধশিশুদের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছিলেন- তবে সে যাই হোক, এটা তো অবশ্যই, তুমি যা বললে, একটা মানবিক গল্প, কিন্তু আমি আসলে এরকম গল্প না, অন্য কিছু খুঁজছি। কিন্তু কি যে খুঁজছি, তাই বুঝতে পারছি না।'

'জানো, প্রতি বছর মমতাজ খালা পনেরোই আগস্টে মসজিদে মিলাদ দিতেন। নিজে কোরআন খতম করতেন, দোয়া দরুদ পড়তেন। যেন সত্যিই ওইদিন তিনি তার আসল পিতাকে হারিয়েছেন।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লেখকের স্ত্রী তার গল্প শেষ করেন।

'আসলে দেখো এই রকম অসংখ্য সত্য গল্প আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে হয়তো কিন্তু আমি আসলে ভাবছি ...'

কথা শেষ না করেই থেমে যান লেখক, যেন তিনি ভাবনায় ফেরে হারিয়ে ফেলেছেন, কি বলবেন ভুলে গেছেন। স্বামীকে ভাবনায় ডুবে যাওয়ার অবকাশ দিয়ে লেখকের স্ত্রী ফিরে যান নিজের কাজে। আর লেখক আবার নতুন করে লিখতে শুরু করেন

'বাংলাদেশের কোন একটি চিরায়ত নদীর ছবি আঁকা যাক। পদ্মা, মেঘনা, কুমার বা মধুমতি এমন যেকোন নাম হতে পারে নদীটির। নদীতে ধীর-মন্থর ভঙ্গিতে দুলছে একটা নৌকা। সেই নৌকায় বসে আছেন একজন তরুণ রাজনৈতিক নেতা আর একজন মধুকণ্ঠি গায়ক। তার কোন একটি সভা শেষে ফিরে যাচ্ছেন শহরের দিকে। ঢেউয়ের তালে নৌকা হাল্কা দুলছে। গায়ক সেই দুলুনীতে চোখ বুজে হঠাৎ খালি গলায় গেয়ে উঠলেন, 'ওরে ও জীয়ন গাঙের নাইয়া, ঠাকু ভাইরে কইয়ো আমার নাইয়ের নিত

আইয়া, আরে ও ভাটিয়াল গাঙের নাইয়া'। তরুণ রাজনীতিক শেখ মুজিবুর রহমানের তখন মনে হচ্ছে, 'আহা, নদীতে বসে এই গান না শুনলে জীবনের একটি দিক হয়তো অপূর্ণ থেকে যেত।' তিনি নীরব হয়ে শুনছেন সঙ্গীতের সুমধুর টান- 'ঐ নদীর ঘাটে বইয়ে কান্দি দাশেক পানে চইয়া, চক্ষের পানি নদীর জলে যাইতেছে মিশিয়া ও ভাটিয়াল গাঙের নাইয়া।' ভাটিয়ালি গানের রাজা আব্বাসউদ্দীন দরদি গলায় গাইছেন তার কণ্ঠে ঝরে পড়ছে গ্রামীণ বধূর নাইওর যাওয়ার আকুতি। আর শেখ মুজিবের মনে হচ্ছে, তিনি একা না, নদীর ঢেউগুলোও যেন আব্বাসউদ্দীনের গান শুনছে বিমোহিত হয়ে।'

এইটুকু লিখে আবার থেমে যান লেখক। গল্প এখান থেকে কিভাবে এগিয়ে যাবে তা আর ঠিক করতে পারেন না। সারাদিন ধরে এরকম বেশ কিছু বিচ্ছিন্ন পারা লিখেন তিনি। মন-প্রাণ ঢেলে একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি আঁকতে চান যেন। কিন্তু ছবিটি কিছুতেই সম্পূর্ণ হচ্ছে না। অসমাপ্ত আত্মজীবনীর মতো লেখকের গল্পও যেন অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে।

লেখার প্রতিভা কি হারিয়ে গেল তবে? একটা নিটোল গল্প তৈরি করার ক্ষমতা নেই আর? নাকি এই মহামানবকে নিয়ে গল্প রচনা তার মত তুচ্ছ ক্ষুদ্র লেখকের জন্য দুরূহ ব্যাপার। নিজের সৃজনশীলতার উপরই প্রবল সন্দেহ জাগে লেখকের। নিজের চিন্তার দৈন্য তার তিনি নিজের কাছেই লজ্জিত হন। একটা প্রচণ্ড হীনমন্যতার বোধ তাকে ভেতরে নিয়ে যায়। না লিখতে পারার এই দুঃসহ যন্ত্রণা আর ক্লেদ থেকে কি মুক্তি নেই?

নিজের শৈশব আর তারুণ্যের সময়গুলোর দিকে ফিরে তাকান লেখক। দেখেন ভুলে ভরা তথ্য আর ভুল ইতিহাসের ভাঁজে ভাঁজে বক্রোক্তিকারীদের কুটিল হাসি। কত চেষ্টা হয়েছে ইতিহাসের পাতা থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম নিশানা মুছে ফেলার। মিথ্যা কেলেঙ্কারি সত্যকে ঢেকে ফেলার। যারা পিতৃমুখ মুছে ফেলতে চেয়েছে তারা ছিল প্রেতের মতো অন্ধকারের জীব। তারা অস্বীকার করেছে নিজেদের জন্ম বৃত্তান্ত। সেসব নিয়েও তো অনেক কিছু লেখা যায়। তারপর ওই যে ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে, ভস্ম ছাইয়ের ভেতর থেকে অবিনশ্বর ফিনিক্স পাখির মতো বঙ্গপিতার গৌরবময় জেগে ওঠা, তাঁর পুনরুত্থান। প্রকৃত অর্থে যার মৃত্যু নেই, যিনি চিরঞ্জীব তাঁকে কিভাবে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব?

লেখক সারারাত কাটিয়ে দিলেন বিনিদ্র, নানারকম বিক্ষিপ্ত চিন্তায়, ঘরের এক্সথা থেকে ওক্সথায় পায়চারি করে। এর মধ্যে লেখকের স্ত্রী এসেছেন কয়েকবার, স্বামীকে দেখে গেছেন আড়াল থেকে, কখনো রেখে গেছেন ধূমায়িত চায়ের কাপ। মানুষের জীবনে ভাল দাম্পত্যসঙ্গী যে কত দরকার তা উপলব্ধি করেছেন লেখক। তার মনে পড়েছে গোপালগঞ্জের স্নিগ্ধ কিশোরী রেনুর কথা। কলকাতায় কলেজপড়ুয়া স্বামীকে বিদায় দেয়ার জন্য কিছু টাকা হাতে যে দাঁড়িয়ে আছে। অমঙ্গল অশুভ অনেক কষ্টে চেপে রেখে নতমুখে মমতাময়ী কণ্ঠে বলছে, 'একবার কলকাতা গেলে আর আসতে চাও না। এবার কলেজ ছুটি হলেই বাড়ি এসো।'

রাজনীতিবিদ স্বামী হয়তো অনেকদিন ধরে জেলখানায়, হাতে তেমন টাকা পয়সা নেই। তিনি অভাবের কথা চেপে ছেলেমেয়েদের হাসিমুখে বলছেন, 'প্রতিদিন মাছ-মাংশ খাওয়ার কি দরকার, এসো আজ আমরা খিচুড়ি খাই।'

দেশের এক টালমাটাল উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতে জননেতা স্বামী যাচ্ছেন দেশবাসীর সামনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখতে। দলের ভেতরে, বাইরে প্রচণ্ড মানসিক চাপ তাঁর উপর। উৎকণ্ঠা! আশঙ্কা! সবাই তাকিয়ে আছে নেতার দিকে। এমন সংকটময় সময়েও ছায়ার মতো পাশে আছেন বলাসঙ্গী স্ত্রী। শান্তভঙ্গিতে স্বামীর উপর অগাধ বিশ্বাস নিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন,

'তোমার মনে যে কথা আসবে তুমি সে কথাই বলবা, কারো কথা শুনতে হবে না, এদেশের মানুষের কি চাই, তা তোমার চাইতে ভাল কেউ জানে না। তুমি আজ একটা কথা মনে রাখবা সবার ভরসা তোমার উপর নির্ভর করছে। তোমার সামনে লাঠি, পিছনে বন্দুক।'

আহা, লেখকও লিখতে জানলে শুধু ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে নিয়েই তো একটা লম্বা উপন্যাস লিখে ফেলা যায়।

ভোর হয়ে আসছে, তিমির কুসুমের মতো পূবের আকাশে লাল রঙের মিহি আলো ফুটছে। মসজিদের মিনার থেকে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ভেসে আসছে মহান সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা। আবার একটি নতুন দিন শুরু হতে যাচ্ছে, হয়তো ব্যর্থতার হয়তো সাফল্যের। লেখক ঘরের দরজা খুলে তার ছোট্ট বালকনিতে যান। লেখকের স্ত্রী টবে নয়নতারা, বেলি আর গোলাপের চারা লাগিয়েছেন। নাকে মৃদু একটা সুগন্ধ টের পান লেখক। একটা সতেজ, শুভ্র বাতাস কোথা থেকে উড়ে এসে গায়ে নরম হাত বুলিয়ে দিয়ে যায় আর ঠিক সেইসময়, লেখকের মনের গোপন গভীরতর কোন জায়গা থেকে শান্ত-গম্ভীর গলায় কেউ যেন কথা কয়ে উঠে, যেন বলে,

'মিছেই ভেবে ভেবে পেরেশান হচ্ছো, হে লেখক! আলাদা করে কি লিখতে চাও বলো তো! তারে তো তুমি পৃথক করতে পারবা না। যখন তুমি এই দেশ নিয়ে লিখবা, এই প্রকৃতি নিয়ে লিখবা কিংবা বলবা এদেশের জনমানুষের কথা, তখন সেটা আসলে বঙ্গবন্ধুর কথাই হবে, তাঁকে বাদ দিয়ে তো এই দেশ নয়। এই দেশের অস্তিত্বের সঙ্গে, এই দেশের প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে, উজ্জ্বল রোদের ঝিলিক, নদীর ঢেউ আর বাতাসের বয়ে চলার সাথে, প্রতিটি মানুষের মুক্তির আকাঙ্খার সঙ্গে, পরিশ্রম আর লড়াইয়ের সঙ্গে, তিনি জড়িয়ে আছেন অনাদি অনন্ত অবিনাশী রূপে। তুমি বাংলা ভাষায় যাই লেখো না কেন, তার প্রতিটি অক্ষরের সঙ্গে তিনি আছেন। তাঁকে ছাড়া কি বাংলাদেশের কোন গল্প হয়? এদেশের নদী মাটি পাহাড় অরণ্য প্রকৃতি সব জায়গাতেই তো বহু আগেই অভিন্ন হয়ে মিশে গেছেন তিনি। তুমি কি সেটা বুঝতে পারছো না, ওহে পন্ডিত বেকুব লেখক?

একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে লেখক যেন নিজের মধ্যে ফিরে আসেন। এক অনির্বচনীয় আলোকপ্রাপ্তির অনুভূতিতে তার ভেতরটা আনন্দিত, প্রশান্ত ও আলোকিত হয়ে উঠে।

লেখক সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক

৩২ নম্বর অরক্ষিত রেখে

কামাল বারি

হয়তো তারা বিরাট মুখের দিকে তাকাতে পারতো না-
সাহস পেতো না...
এভারেস্টের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অবয়বে
একা একাই মুষড়ে পড়ে মরে যেত...
অরও সমূহ ভয় ছিল তাদের...
এটা কি সম্ভব করা সম্ভব?
হয়তো খুনিরা তাই রাতকেই বেছে নিয়েছিল...
অন্ধের পাশব ক্ষুধা যেন রাতের আঁধারেই ভাল মেটে!

পিতা, তুমি না হয় বুকভরা ভালবাসায়
অর্জন করেছিলে রক্তাক্ত মৃত্যুর অধিকার!
কিন্তু, তোমার সংগ্রাম-সারথি রেণু-
তোমার প্রাণপ্রতিম কামাল
তোমার কামাল, জামাল-
কন্যাতুল, পুণ্যবধূদ্বয় সুলতানা, রোজি-
অরও শত স্বজন?
তাঁদেরকেও হত্যা করলো...!

হায়, রাতকেই বেছে নিয়েছিল তারা!
ঠিক যেন পাকিস্তানাদার হায়েনা চরিত্র!
একাত্তরের পঁচিশে মার্চ কালরাতের জন্ম দিয়ে
বেলাকে ঘটিয়েছিল বিভৎস গণহত্যা!
সেভাবে পিতাকে সবংশে হত্যার জন্য
তারা বেছে নিয়েছিল পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট
কালরাতের অন্ধ অন্ধকার!
সেই রাতের ঘুমন্ত পাখিরা সব
ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞে
সমস্বর কান্নায় জেগে উঠে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল...!
বত্রিশ নম্বরের সড়ক সে রাতে
প্রেতাত্মার সশস্ত্র মহড়ায় কেঁপে কেঁপে উঠেছিল কি?

এই কি প্রতিদান প্রাপ্য ছিল স্বাধীনতার স্থপতির?
এই কি প্রতিদান প্রাপ্য ছিল অপত্য ভালবাসার?
এই কি প্রতিদান প্রাপ্য ছিল জাতির পিতার?
স্বাধীন বাংলাদেশ সেদিন কী ভীষণ ঘুমে অচেতন ছিল
যে এমন ক্ষতি ঘটে গেল রাতের আঁধারে!
হায়, যদি যুদ্ধজয়ী বাংলাদেশ জেগে থাকতো
তবে কি পথভ্রষ্টের দল সাহস পেত?

হায়, যে পিতা স্বাধীন স্বদেশ উপহার দিয়ে
বাঙালির হৃদয়ে স্থায়ী আসনে আসীন-
সেই পিতার একটু নিরাপদ ঘুমের নিশ্চয়তা দিতে
ব্যর্থ হলো বাংলাদেশ?

হায়, দরজায় সশস্ত্র ঘাতক-
পাতকী খুনির দল মেতে উঠেছিল নৃশংস হত্যাযজ্ঞে।
সে রাতে শহরের শোকাহত তাবৎ বৃক্ষের ক্রন্দনরত পাতাগুলি
ঝরে পড়েছিল নীরবে-
সমস্ত শহরের শোকাকুল ফুলগুলি তুমুল কান্নায় ঝরে পড়েছিল
শ্রাবণের কান্নাকত বৃষ্টিধারার মতো-
ফুলতলার কান্নাভেজা ঘাসের সাথে
ফুলগুলি গলাগলি ধরে সে-কী শোকের বিলাপ!
সূর্য সেদিন প্রভাত-প্রভায় ফুটতে দ্বিধাগ্রস্ত!
বাকরুদ্ধ ভোরের বাতাস...!
হায় বাংলাদেশ, তোমার জন্যের ঠিকানা
৩২ নম্বর অরক্ষিত রেখে
তুমি কী মরণঘুম ঘুমিয়েছিলে সেদিন?

ও সাম্যবাদী চেতনা

প্রত্যয় জসীম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন স্বাধীন বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা। স্বাধীন বাঙালি জাতি রাষ্ট্রের নির্মাতা হলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ, সাম্যবাদী মানবতাবাদী, সমাজতন্ত্রী ও গণতন্ত্রী। বঙ্গবন্ধু বাঙালির হাজার বছরের পরাধীনতার যে শিকল তা ছিন্ন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু মনে-প্রাণে বাংলা ও বাঙালির মুক্তি ও জয় চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু একটি শোষণমুক্ত মানবতাবাদী ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক ও সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

এ পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ভাষণ ও বক্তৃতায় ধর্মনিরপেক্ষ ও সাম্যবাদী চেতনার প্রকাশ তুলে ধরা হলো-

"বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। ইন্দোনেশিয়ার পরেই এর স্থান। মুসলিম জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের স্থান তৃতীয় ও পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ইসলামের নামে এ-দেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে, আমাদের নারীদের বেইজ্জত করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্ট ও স্বার্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এ-দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।"

(১০ জানুয়ারি ১৯৭২, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণ)

"আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার শপথ নিয়েছি। সোনার বাংলার সোনার মানুষদের নিয়ে ধৈর্য ধরে কাজ করে আমরা গড়ে তুলবো এই শোষণহীন সমাজ।"

(১৬ জানুয়ারি ১৯৭২, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সম্মুখে ঢাকা শহরতলীর বাস্তুহারাদের সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ)

"বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা

তারা হবে। শোষকদের আর বাংলাদেশে থাকতে দেয়া হবে না। কোন 'লুটিওয়ালা' এদেশে সম্পদ লুটতে পারবে না। গরীব হবে এই রাষ্ট্র এবং এই সম্পদের মালিক, শোষকরা হবে না। এই রাষ্ট্রে হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ থাকবে না। এই রাষ্ট্রের মানুষ হবে বাঙালি। তাদের মূলমন্ত্র- 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে কিন্তু এর অর্থ বিশৃঙ্খলা নয়।"

(২৪ জানুয়ারি ১৯৭২, টাঙ্গাইলের জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ)

"সরকারী কর্মচারী ভাইয়েরা, আপনাদের জনগণের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে এবং জাতীয় স্বার্থকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। এখন থেকে অতীতের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব পরিবর্তন করে নিজেদের জনগণের খাদেম বলে বিবেচনা করতে হবে।"

(১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, সরকারি কর্মচারী ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ)

"আমরা একটা আদর্শের জন্য সংগ্রাম করেছি। আমার সরকারের নীতিই হচ্ছে স্বাধীনতার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সাধারণ মানুষ আর মুক্তিযোদ্ধারা তাদের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তাই স্বাধীনতার সুফলও তারা যাতে ভোগ করতে পারে, অবশ্যই তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতার লোভে সরকারে যায়নি। তারা যে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এক বিপ্লবের মাধ্যমে যে দেশ স্বাধীন হয়েছে একথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে। আর এ জন্যেই দেশকে গড়ে তোলার কাজে এক জরুরীভিত্তিতে বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সরকারী কর্মচারীদের অবশ্যই একথা স্মরণ রাখতে হবে- সরকার একটি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় এবং দুর্গত জনতার অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে বদ্ধপরিকর। আর এজন্যে কাজ করতে হবে যুদ্ধকালীন অবস্থারই মনোভাব নিয়ে।"

(১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, সরকারি কর্মচারী ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ)

"বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সুদৃঢ় সমর্থন দেওয়ার জন্য আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার ও জনগণের প্রতিও গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি যুক্তরাজ্য সরকার ও তার জনগণকে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমেরিকার জনগণ ও সংবাদপত্রকে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রতি মার্কিন সরকারের নীতির আমি প্রশংসা করতে পারছি না। কারণ, খুনী ইয়াহিয়া সরকার বাংলাদেশে গণহত্যা চালাচ্ছে জেনেও নিক্সন সরকার পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়েছেন। তারা সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছেন ভারতকে। কেননা মহান ভারত আমাদের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি নৈতিক ও বৈষয়িক সমর্থন প্রদান করেছিলেন। 'পাকিস্তানী বাজার' রক্ষার জন্যেই মার্কিন সরকার এতকিছু করেছেন। কিন্তু আমি তাদের হুশিয়ার করে দিচ্ছি সাম্রাজ্যবাদের দিন শেষ হয়ে গেছে। এই ভূখণ্ডে সাম্রাজ্যবাদের খেলা আর চলবে না।

তাদের উদ্দেশে আমি কবিগুরুর ভাষায় বলতে চাই–

নগিনীরা দিকে দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।
যারা ঝঞ্ঝার তাই ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা যুঝিবে মোর তরে
প্রস্তুত হতেছে হবে ঘরে।

ভারতের জনগণকে উদ্দেশ্য করে আমি বলছি এদেশের মাটি থেকে আপনার সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প নিশ্চিহ্ন করুন। আমাদের দেশের জনগণ সাম্প্রদায়িক নয়। সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণীই দুই দেশে সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দিয়েছে। আর এরই জন্যে বার বার ব্যাহত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আন্দোলন।

ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র আমাদের দুই দেশেরই আদর্শ। এই আদর্শের উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে আমাদের দুই দেশের মৈত্রী। এই মৈত্রীতে ফাটল ধরানোর ক্ষমতা বিশ্বের কোন শক্তিরই নেই।

(৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রদত্ত ভাষণ)

"বাংলাদেশ যে চারটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত তার অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। আমার সরকার বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকের মধ্যে কোন পার্থক্য করবে না। আমার জনগণ ও সরকার যে কত সহনশীল বাংলাদেশের মুক্তির পর একজন অবাঙালিকেও প্রতিশোধগ্রহণের জন্য হত্যা না করার মধ্যে তার প্রমাণ নিহিত। বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবার বর্বর পাক-বাহিনীর নৃশংসতার শিকার হওয়া সত্ত্বেও মুক্তিবাহিনী কখনো প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করেনি। যদি তারা চাইত তবে বাঙালি হত্যার ব্যাপারে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতাকারী সকল অবাঙালিকে তারা ১৬ই ডিসেম্বরেই খতম করে দিতে পারত। তবে বাংলাদেশে বসবাসকারী অবাঙালিদের স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। সর্ববিষয়ে তাদের বাঙালি হতে হবে। যদি তারা তাই করে তবে আমাদের মতই তারাও হবে বাংলাদেশের নাগরিক। এজন্য 'তাদেরকে এখানে অবশ্যই বাঙালি হিসাবে বসবাস করতে হবে।' প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে সত্যিকার কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় বলে আমি বিশ্বাস করি না।"

(৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, কলকাতা কনভেনশন অয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ)

"সবরকমের শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ বদ্ধপরিকর। জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া এতো কষ্টে অর্জিত স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়বে। বাংলাদেশে ধনীদের আরো ধনী হতে এবং গরীবদের আরো গরীব হতে আর দেয়া হবে না। বাংলাদেশে কেউ না খেয়ে মরবে না, সবাই এদেশে সুখী ও তৃপ্ত জীবন যাপন করবে।"

(৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, কলকাতা প্রেসক্লাবের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ)

"আমি কী চাই? আমি চাই আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার বেকার কাজ পাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি

কী চাই? আমার বাংলার মানুষ হেসে-খেলে বেড়াক। আমি কী চাই? আমার সোনার বাংলার মানুষ আবার প্রাণ ভরে হাসুক।"
(৯ মে ১৯৭২, রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দানে প্রদত্ত ভাষণ)

"ভাইয়েরা আমার, আমার এ দেশে সাম্প্রদায়িকতা আর থাকতে পারবে না। আপনারা আমাকে ভালবাসেন আমি জানি। আমি জানি আপনারা আমার কথা রাখবেন। আমরা বাঙালি। আমরা জয়বাংলা স্লোগান দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেছি। আমরা বাঙালি। আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। আমরা আর পাকিস্তানী নই। আমরা আর কোন দেশের মানুষ নই। আমরা বাংলাদেশের মানুষ- আমরা বাঙালি।"
(৭ জুন ১৯৭২, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণ)

"আর সাম্প্রদায়িকতা যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ। মুসলমান তার ধর্মকর্ম করবে। হিন্দু তার ধর্মকর্ম করবে। বৌদ্ধ তার ধর্মকর্ম করবে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু ইসলামের নামে আর বাংলাদেশের মানুষকে লুট করে খেতে দেওয়া হবে না। পশ্চিমারা ২৩ বৎসর ইসলামিক টেবলেট দেখিয়ে আমাদেরকে লুটেছে। আপনারা জানেন? খবর রাখেন? এই বাংলা থেকে ২৩ বৎসরে তিন হাজার কোটি টাকা পশ্চিমরা আমার কৃষকের কাছ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেছে।"
(৭ জুন ১৯৭২, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণ)

"জাতির আদর্শ : এখন আমাদের একটা স্লোগান। আগে ছিল ৬ দফা, এখন বলি ৪টা স্তম্ভ। আমার বাংলার সভ্যতা, আমার বাঙালি জাতি- এ নিয়ে হল, বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাংলার বুকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ থাকবে। এ হলো আমার এক নম্বর স্তম্ভ।

দ্বিতীয় স্তম্ভ, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। এ সমাজতন্ত্র আমি দুনিয়া থেকে ভাড়া করে আনতে চাই না, এ সমাজতন্ত্র হবে বাংলার মাটির সমাজতন্ত্র। এ সমাজতন্ত্র বাংলার মানুষের সমাজতন্ত্র, তার অর্থ হলো শোষণহীন সমাজ, সম্পদের সুষম বণ্টন। বাংলাদেশে ধনীদের আমি আর ধনসম্পদ বাড়তে দেব না। বাংলার কৃষক, মজুর, বাংলার বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, এদেশে সমাজতন্ত্রের সুবিধা ভোগ করবে।
কিন্তু সমাজতন্ত্র যেখানে আছে, সে দেশে গণতন্ত্র নাই। দুনিয়ায় আমি বাংলার মাটি থেকে দেখাতে চাই যে, গণতন্ত্রের মাধ্যমে আমি সমাজতন্ত্র কায়েম করবো। আমি ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। আমি জনগণকে ভালবাসি, আমি জনগণকে ভয় পাই না। দরকার হলে আবার ভোটে যাব। গণতন্ত্র বাংলায় অবশ্যই থাকবে।
চতুর্থত: বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষ মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান মুসলমানের ধর্ম পালন করবে। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে। খৃষ্টান তার ধর্ম পালন করবে। বৌদ্ধও আছে। এখানে ধর্মের নামে ব্যবসা চলবে না। ধর্মের নামে মানুষকে লুট করে খাওয়া চলবে না। ধর্মের নামে রাজনীতি করে বাঙ্গালির, আল-বদর পয়দা করা বাংলার বুকে আর চলবে না। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না। এই হলো চার দফা, চার স্তম্ভ।"
(৭ জুন ১৯৭২, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণ)

"আপনাদের সাংবাদিক ইউনিয়নের যে আদর্শ আছে, সেগুলি মানলে কি মিথ্যা কথা লেখা যায়? রাতারাতি একটা কাগজ বের করে বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে কেউ যদি বাংলার বুকে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে, তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই সেটা সহ্য করবেন না। কারণ, তা আমাদের স্বাধীনতা নষ্ট করবে। 'ওলাবসীদ পাকিস্তান' নামে কোন সংস্থা যদি এখন থেকে খবরের কাগজ প্রকাশ করে, তাহলে আমাকে কী করতে হবে? আপনারা সমর্থন কিছু লোকের স্বার্থ দেখবেন? বিপ্লবের পরে সংবাদপত্র যে স্বাধীনতা পেয়েছে, তা এদেশে আর কখনো ছিল না।"
(১৬ জুলাই ১৯৭২, সাংবাদিকদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণ)
"আপনারা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেন। আমিও বলি। কিন্তু কোন কোন খবরের

"আমি জানি, আমার মতো আপনারাও চারটি আদর্শ সমর্থন করেন। এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে আমরা দেশকে বাঁচাতে চাই। আমরা সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চাই। আমরা নতুন প্রচেষ্টা নিয়েছি গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু আমরা স্বাধীনতা দিচ্ছি। দুনিয়ায় দেখা গেছে, সমাজতন্ত্র কায়েম করতে গিয়ে অনেক সময় মানুষের মঙ্গলের খাতিরে বাধা দূর করবার জন্য রূঢ় হতে হয়েছে। সেটা আমি করতে চাই না। এজন্য যে, আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা, আমি চেষ্টা করে দেখছি। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমার আন্দোলন। সেই জাতীয়তাবাদ না থাকলে আমাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব নষ্ট হবে। ধর্মনিরপেক্ষতাও আমাদের আদর্শ।

কাগজে এমন কথাও লেখা হয়, যা সাম্প্রদায়িকতার চরম। অথচ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে চব্বিশটি বছর প্রগতিশীল সাংবাদিকরা সংগ্রাম করেছেন। আমরা সংগ্রাম করেছি, বাংলার মানুষ সংগ্রাম করেছে। আমাদের ছেলেরা, কর্মীরা জান দিয়েছে, জেল খেটেছে। সে নীতির বিরুদ্ধে যদি কোন সংবাদিক লেখেন তাহলে আপনার কী করবেন? এটাও আপনাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন।"

(১৬ জুলাই ১৯৭২, সাংবাদিকদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণ)

"আমি জানি, আমার মতো আপনারাও চারটি আদর্শ সমর্থন করেন। এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে আমরা দেশকে বাঁচাতে চাই। আমরা সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চাই। আমরা নতুন প্রচেষ্টা নিয়েছি গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু আমরা স্বাধীনতা দিচ্ছি। দুনিয়ায় দেখা গেছে, সমাজতন্ত্র কায়েম করতে গিয়ে অনেক সময় মানুষের মঙ্গলের খাতিরে বাধা দূর করবার জন্য বাধ্য হতে হয়েছে। সেটা আমি করতে চাই না। এজন্য যে, আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা, আমি চেষ্টা করে দেখছি। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমার আন্দোলন। সেই জাতীয়তাবাদ না থাকলে আমাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব নষ্ট হবে। ধর্মনিরপেক্ষতাও আমাদের আদর্শ। এখানে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই। রাজাকার, আল-বদররা এখন কিছু কিছু বড় বড় প্রগতিশীল নেতার আশ্রয় নিয়ে 'প্রগতিশীল' বনে গেছে। আসলে তারা খুনের মামলার আসামী। তাদের নামে হুলিয়া রয়েছে। এখন তাদের কেউ বলে, আমি ওমুক নেতার সেক্রেটারি, কেউ বলে আমি সম্পাদক। এক্ষেত্রে আমার কর্তব্য কী, আপনারাই বলুন।"

(১৬ জুলাই ১৯৭২, সাংবাদিকদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণ)

"আপনাদের একটু পরিবর্তন হওয়া দরকার। মানবিক পরিবর্তন। মানবতাবোধ আপনাদের ভিতর জাগিয়ে তুলতে হবে। এবং মানুষকে মানুষ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই আপনারা দেখতে পাবেন যে আপনাদের দেশের চেহারা অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে।"

(৮ অক্টোবর ১৯৭২, পিজি হাসপাতালের রক্ত সংরক্ষণাগার এবং মহিলা ওয়ার্ডের উদ্বোধন উপলক্ষে ভাষণ)

"জনসাধারণের ভোটের অধিকারকে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি সমাজতন্ত্রে, যেখানে শোষণহীন সমাজ থাকবে। শোষকশ্রেণী আর কোনদিন দেশের মানুষকে শোষণ করতে পারবে না। সমাজতন্ত্র না হলে সাড়ে সাত কোটি মানুষ চুয়াল্ল হাজার বর্গমাইলের মধ্যে বাঁচতে পারবে না, সেই জন্যই অর্থনীতি হবে সমাজতান্ত্রিক। আর হবে ধর্মনিরপেক্ষ, ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে, মুসলমান তার ধর্ম পালন করবে, খৃস্টান-বৌদ্ধ যে যার ধর্ম পালন করবে। কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, বাংলার মানুষ এটা চায় না। রাজনৈতিক কারণে ধর্মকে ব্যবহার করা যাবে না। যদি কেউ ব্যবহার করে, তাহলে বাংলার মানুষ তাকে প্রত্যাঘাত করবে, এ বিশ্বাস আমি করি। এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে বাংলার সংবিধান তৈরি হয়েছে। এটা জনগণ চায়, জনগণ এটা বিশ্বাস করে। জনগণ এ জন্য সংগ্রাম করেছে, লক্ষ লাখ লোক এ জন্য জীবন দিয়েছে। এই আদর্শের ভিত্তিতেই বাংলার নতুন সমাজ গড়ে উঠবে, সোনার বাংলা গড়ে উঠবে। সোনার মানুষ ছাড়া সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব নয়।"

(১২ অক্টোবর ১৯৭২, ঢাকায় গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণ)

"তৃতীয়, সোশ্যালিজম– অর্থাৎ সমাজতন্ত্র। আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি; এবং বিশ্বাস করি বলেই আমরা ঐগুলি জাতীয়করণ করেছি। যারা বলে থাকেন, সমাজতন্ত্র হলো না, সমাজতন্ত্র হলো না, তাদের আগে বোঝা উচিত, সমাজতন্ত্র কী? সমাজতন্ত্রের জন্মভূমি সোভিয়েত রাশিয়ায় ৫০ বছর পর হয়ে গেল, অথচ এখনও তারা সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে। সমাজতন্ত্র গাছের ফল নয়– অমনি চেখে খাওয়া, দেখা যায় না। সমাজতন্ত্র বুঝতে অনেক দিনের প্রয়োজন, অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়। সেই পথ বন্ধুর। সেই বন্ধুর পথ অতিক্রম করে সমাজতন্ত্রে পৌঁছা যায়। এবং সেজন্য পহেলা স্টেপ যাকে প্রথম পদক্ষেপ বলা হয়, সেটা আমরা গ্রহণ করেছি। শোষণহীন সমাজ। আমাদের সমাজতন্ত্রের মানে শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র আমরা দুনিয়া থেকে হাওলাত করে আনতে চাই না। এক এক দেশ এক এক পন্থায় সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। সমাজতন্ত্রের মূল কথা হলো শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সেই দেশের কী আবহাওয়া, কী ধরনের অবস্থা, কী ধরনের মনোভাব, কী ধরনের আর্থিক অবস্থা, সবকিছু বিবেচনা করে ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে হয় সমাজতন্ত্রের দিকে এবং তা আজকে স্বীকৃত হয়েছে। রাশিয়া যে পন্থা অবলম্বন করেছে, চীন তা করেনি, সে অন্য দিকে চলেছে। রাশিয়ার পাশে বাস করেও যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া নিজ দেশের পরিবেশ নিয়ে, নিজ জাতির পটভূমি নিয়ে সমাজতন্ত্রের অন্য পথে চলেছে। মধ্যপ্রাচ্যে যান- দেখা যাবে, ইরাক একদিকে এগিয়ে চলেছে, আবার মিশর অন্যদিকে চলেছে। বিদেশ থেকে হাওলাত করে এনে কোনদিন সমাজতন্ত্র হয় না; তা যারা করেছেন, তাঁরা কোনদিন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নাই। কারণ লাইন, কমা, সেমিকোলন পড়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না– যেমন তা পড়ে আন্দোলন হয় না। সেজন্য দেশের পরিবেশ, দেশের মানুষের অবস্থা, তাদের মনোবৃত্তি, তাদের রীতিনীতি, তাদের আর্থিক অবস্থা, তাদের মনোভাব, সবকিছু দেখে ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে হয়। একদিনে সমাজতন্ত্র হয় না। কিন্তু আমরা ৯ মাসে যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছি, তা আমার মনে হয় দুনিয়ার কোন দেশ, যারা বিপ্লবের মাধ্যমে সোশ্যালিজম এনেছে, তারাও সেগুলি করতে পারেন নাই– এ ব্যাপারে আমি হলফ করছি। কোন কিছু প্রচলন করলে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়ই। সেটা Process-এর মাধ্যমে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।

তাহলে আসলে ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে

বন্ধ করতে চাই না এবং করব না। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রে কারো নাই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কারো বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নাই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খৃস্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো এই যে, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বৎসর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেঈমানী, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন।"
(৪ নভেম্বর ১৯৭২, গণপরিষদের খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদন উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণ)

"ব্যভিচার- এই বাংলাদেশের মাটিতে এসব চলেছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি। কেউ যদি বলে গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার নাই, আমি বলব সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যদি গুটিকয়েক লোকের অধিকার হরণ করতে হয়, তা করতেই হবে।"
(৪ নভেম্বর ১৯৭২, গণপরিষদের খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদন উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণ)

"সমাজতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িকতা আর একটা জিনিস। রাজনীতিতে যারা সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে, যারা সাম্প্রদায়িক তারা হীন, নীচ, তাদের অন্তর ছোট। যে মানুষকে ভালবাসে সে কোনদিন সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। আপনারা যাঁরা এখানে মুসলমান আছেন তাঁরা জানেন যে, খোদা যিনি আছেন তিনি রাব্বুল আলামীন- রাব্বুল মুসলেমিন নন। হিন্দু হোক, খৃস্টান হোক, মুসলমান হোক, বৌদ্ধ হোক সমস্ত মানুষ তার কাছে সমান।"
(১৬ জানুয়ারি ১৯৭৪, আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ)

"সেই জন্যই এক মুখে সোশ্যালিজম ও প্রগতির কথা এবং অন্য এক মুখে সাম্প্রদায়িকতা চলতে পারে না। সমাজতন্ত্র, প্রগতি আর সাম্প্রদায়িকতা পাশাপাশি চলতে পারে না। একটা হচ্ছে পূর্ব আর একটা হচ্ছে পশ্চিম। যারা এই বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতা করতে চায় তাদের সম্পর্কে সাবধান হয়ে যেও। আওয়ামী লীগের কর্মীরা, তোমরা কোনদিন সাম্প্রদায়িকতাকে পছন্দ করো নাই। তোমরা জীবনভর তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছ। তোমাদের জীবন থাকতে যেন বাংলার মাটিতে আর কেউ সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করতে না পারে। তোমাদের মনে রাখা দরকার সেজন্য আমাদের রক্ত ঝরেছে। আমাদের জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে কোন কিন্তু নাই। সে সমাজতন্ত্র হলো আমার অর্থনীতি। একে গড়তে হলে কর্মীদের সমাজতান্ত্রিক কর্মী হতে হবে, ক্যাডার হতে হবে, ট্রেনিং নিতে হবে। তাহলেই আমরা সফল হবো।
অবশ্য অনেক লোক আছে যারা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে গ্রহণ করতে পারে নাই। তারা পিছন থেকে কিছু তেল মারার চেষ্টা করছে। যারা প্রগতির নামে সাম্প্রদায়িকতা করছে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। গ্রামে গ্রামে দেশের মানুষকে সংঘবদ্ধ করে বোঝাতে হবে, একেই বলে সমাজতন্ত্র। একেই বলে শোষণহীন সমাজ। একেই বলে সুষম বণ্টন। তাহলে বাংলার মানুষ তোমাদের পিছনে থাকবে।"
(১৮ জানুয়ারি ১৯৭৪, আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ)

"এই দুঃখ-দুর্দশা সংঘাতপূর্ণ বিশ্বে জাতিসংঘ মানুষের ভবিষ্যৎ আশা আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল। নানা অসুবিধা ও বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও জাতিসংঘ তার জন্মের পর সিকি শতাব্দী কালেরও বেশী সময় ধরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানবজাতির অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এমন দেশের সংখ্যা খুব কম, যারা বাংলাদেশের মতো এই প্রতিষ্ঠানের বাস্তব সাফল্য ও সম্ভাবনা অনুধাবনে সক্ষম হয়েছে। ডঃ কুর্ট ওয়াল্ডহাইম এবং তাঁর যোগ্য ও নিবেদিতপ্রাণ সহকর্মীবৃন্দের প্রেরণাদানকারী নেতৃত্বে এই জাতিসংঘ আমাদের দেশে বিরাট ত্রাণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজ করেছে। বাংলাদেশের বুক থেকে যুদ্ধের ক্ষত দূর করা, যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতার পুনরুজ্জীবন এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী কোটিখানেক উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা একাজের লক্ষ্য। সেক্রেটারি জেনারেল, তাঁর সহকর্মীবৃন্দ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এই বিরাট দায়িত্ব পালনে সময়ে সময়ে প্রেরণা জুগিয়েছেন ও নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উপমহাদেশে অবশিষ্ট যে মানবিক সমস্যা রয়েছে, তার সমাধানেও জাতিসংঘ এই রকমের গঠনমূলক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসবে।"
(২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, জাতিসংঘে প্রদত্ত ভাষণ)

"যদি আমরা একটা শোষণহীন সমাজ গড়তে পারি, যদি করাপশন বন্ধ করতে পারি, আমি বিশ্বাস করি, ইনশাআল্লাহ, বাংলার মাটিতে যা এখনো আছে, তাতে ৭ কোটি লোক হলেও বাংলার মানুষ না খেয়ে মরতে পারে না। আই হ্যাভ সিন দ্যাট।"
(১৯ জুন ১৯৭৫, বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে প্রদত্ত ভাষণ)

বঙ্গবন্ধুর এই সব ভাষণ ও বক্তৃতায় তাঁর জীবন দর্শন, সমাজচিন্তা, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজবাদী চেতনা উদ্ভাসিত হয়েছে। ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট তাঁর ট্র্যাজিক মৃত্যুই তাঁকে ইতিহাসের মহানায়কে পরিণত করেছে। তাঁর শারীরিক মৃত্যু হলেও বঙ্গবন্ধুর চেতনা ও আদর্শের কখনো মৃত্যু হবে না।

লেখক: কবি, কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

মহান বীর

কল্পনা সরকার

মহাবীর 'মহান বীর' উচ্চশির
জন্মই ছিল যার স্বাধীকারের জন্য
মা, মাটি মাতৃভূমি অগ্রগণ্য
মানুষকে বুকের পাঁজরে আগলে রাখবে বলে
বজ্রকণ্ঠে আঙ্গুল তুলে
গোটা বাঙালির হৃদয় জাগালে!

ছোট্ট জীবনের স্বাপ্নিক হৃদয়ে কত বসন্তবেলা
কেটেছিল নীল কারাগারে
হাজারো উত্তাল ঢেউ উপচে পড়েছে
হৃদয় পাথারে।

বিশ্বকে বীরবেশে বিশ্বাসে-নিশ্বাসে
মানুষকে বড় ভালবেসে জীবন দিলে
রয়েছে লেখা অনন্তকালের কপোলে
আপনাতেই তুমি বড় পুণ্যবান ছিলে
মহান বীর তাই তুমি চিরঅনন্য।

তোমার তর্জনী আজ ইতিহাস

শামীমা নাইস

তোমার তর্জনী আর সাত কোটি মানুষের
মুষ্টিবদ্ধ হাত
মুখে জয়বাংলা স্লোগান
গর্জে উঠে বাংলাদেশ।

তারপর যুদ্ধে যুদ্ধে নয় মাস
ছাব্বিশে মার্চ থেকে ষোলোই ডিসেম্বর
এক সাগর রক্তে স্নাত লাল বর্ণমালায়
লেখা হলো বীর বাঙালির ঐতিহাসিক বিজয়
আমাদের মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ।

লেখা হলো ত্রিশ লাখ শহিদের রক্তে আঁকা
লাল সবুজ পতাকার ইতিহাস
সংগ্রামী বাঙালির মুক্তির ইতিহাস
স্বাধীনতার ইতিহাস।
পৃথিবীর বুকে অঙ্কিত হলো বাংলাদেশের মানচিত্র
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ
আমার প্রিয় সোনার বাংলা।

প্রিয় বঙ্গবন্ধু,
তোমার তর্জনী আজ ইতিহাস
তুমি চিরঞ্জীব, অমর, মৃত্যুঞ্জয়ী
কোটি কোটি মানুষের মুখে উচ্চারিত প্রিয় নাম
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ ও স্বাধীনতার ঘোষণা

আপন চৌধুরী

সংগ্রামী জনতা ৭ই মার্চ সকাল থেকে রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জড়ো হতে থাকে মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বনির্ধারিত ভাষণ শোনার জন্য। লাখ লাখ জনতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধুর দিক-নির্দেশ-নামূলক ভাষণ শুনতে। একসময় বিশ্বরাজনীতির মহাকবি বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন অমর কবিতাখানি- 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। যার যা আছে তাই নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন। ৭ই মার্চের এই ঘোষণার মাধ্যমে মুক্তিকামী বাঙালি স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হলো। মূলত ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ঘোষণা।

১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাচ্ছিল না। মিছিল মিটিং সমাবেশের পর চাপের মুখে ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করেন। এরপর ১লা মার্চ দুপুরে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণে আসন্ন ৩রা মার্চের জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন স্থগিত করলে ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তখন তারা বুঝতে বাকি থাকলো না সামরিক জান্তার উদ্দেশ্য। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাইছে না। দুপুরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশাল জনসমাবেশ হলো পল্টন ময়দানে। ঢাকা স্টেডিয়ামে তখন ক্রিকেট খেলা চলছিল। উত্তেজিত জনতার চাপের মুখে খেলা স্থগিত হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু তখন মতিঝিলস্থ হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি বোর্ডের মিটিংয়ে ছিলেন। সারা ঢাকা তখন মিছিলের শহরে পরিণত হয়। ছাত্র-জনতাসহ সকল উত্তেজিত জনতা মিছিল নিয়ে হোটেল পূর্বাণীর দিকে এগুতে থাকে। পূর্বাণীর সামনে কায়েদে আজমের ছবি ও পাকিস্তানের চাঁদ-তারা খচিত পতাকা পোড়াতে থাকে। ছাত্র-জনতা স্লোগান দিতে থাকে, 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। এই প্রথম ছাত্র-জনতার মুখে স্বাধীনতার স্লোগান।

বঙ্গবন্ধু তাৎক্ষণিক হোটেল পূর্বাণীতে সংবাদ সম্মেলনে বলেন- এই ঘোষণা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। তবে তিনি এ ধরনের একটি ঘটনা আগে থেকেই আশঙ্কা করেছিলেন এবং ঘোষণা দেন আগামী ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় সব বলবেন। এদিনই ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক আহূত পল্টন ময়দানের তাৎক্ষণিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন এবং ২রা মার্চ ঢাকায় ও ৩রা মার্চ থেকে ৬ই মার্চ পর্যন্ত সারাদেশে হরতাল ঘোষণা করেন। তিনি ভবিষ্যৎ নির্দেশনা ৭ই মার্চের রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) দিবেন বলে জানান। উল্লেখ্য যে, এটাই ছিল পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধুর জনসভার শেষ ভাষণ। পহেলা মার্চ ধরে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে যারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন তারা হলেন- জাতীয় দলের আতাউর রহমান খান, জমিয়তে ওলামা এ ইসলামের সভাপতি মওলানা শাহ নূরানীসহ অনেকেই।

২রা মার্চ ঢাকায় হরতাল পালিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। সারা বাংলাদেশ তখন আন্দোলনে উত্তপ্ত। ২রা মার্চ হতে ধানমন্ডির ৩২নং (বঙ্গবন্ধুর বাসভবন) থেকে প্রতিদিন বিকালে প্রেস কনফারেন্স ও প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে সারাদেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও রাজনৈতিক নির্দেশনামা পরিবেশিত হতো। বাঙালি জাতি সেই নির্দেশনার মধ্যেই নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরি করত। সারাদেশের মানুষ তখন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় আন্দোলনরত। ৩রা মার্চ সারাদেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ঐদিন ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয়। ঢাকা তখন রাজনৈতিক উত্তাপে উত্তপ্ত নগরী। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১১০ নম্বর সামরিক আইন জারী করেন এবং দুপুরেই ঢাকার রাজপথে সেনাবাহিনীর টহল দেখা যায়। প্রকারান্তরে পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধাচরণে প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্যভাবে নিষেধাজ্ঞা জারী করে। নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে জনগণ স্ব-ইচ্ছায় রাস্তায় নেমে আসে। ঐদিনই সেনাবাহিনীর গুলিতে ঢাকার তাজুল হক ও আমানুল্লাহ নামে ২জন নিহত হয়। আহত প্রায় শতাধিক। বঙ্গবন্ধু ঐদিন ঘোষণা দেন যে সবকারকে খাজনা ও কর না দেওয়ার জন্য। ছাত্রনেতা ইকবাল ও রা মার্চ মালিবাগে সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হন। বেতারে প্রচার হলো ১০ই মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসবেন। বঙ্গবন্ধু এই খবর প্রত্যাখ্যান করেন এবং ঘোষণা করেন ৭ই মার্চের ভাষণে যা কিছু বলার বলবেন। নতুন নতুন স্লোগানে মুখরিত সারাদেশের রাজপথ।

৪ঠা মার্চের হরতালে সারাদেশের জনগণ অভূতপূর্ব সাড়া দেয়। দেশের বেসামরিক শাসনব্যবস্থা পুরোপুরি অকার্যকর হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষের সমর্থন থাকায় রিকশাও ছিল হরতালের আওতায়। ৪ঠা মার্চ জনগণ সাদা পোষাকে করাচী থেকে মিলিটারি ঢাকায় আসছে। গুলি হলো খুলনা ও চট্টগ্রামে। জনগণও প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। ৪ঠা মার্চ নাগাদ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আদালত, শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাস, রেল, স্টিমার, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সব বন্ধ হয়ে যায়। কার্যত অচল হয়ে পড়ে পুরো বাংলাদেশ। ৫ই মার্চ হরতালে চট্টগ্রামে গুলি করে ৪ জনকে হত্যা করা হয়। আহত হয় অনেকে। ঢাকার রাজপথে মহিলাদের মিছিল। আওয়ামী লীগের কন্ট্রোলরুম স্থাপিত হলো ৫১নং পুরানা পল্টনে। সারাদেশের সাথে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ চলতে থাকে। ৫ই মার্চ পর্যন্ত সেনাবাহিনী ও বিহারীদের মাধ্যমে ১৩৬জন বাঙালি নিহত হবার খবর পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ কয়েদি জেল ভেঙে মিছিল করে শহিদ মিনারে চলে আসে। জেল ভাঙার সময় জেলপুলিশের গুলিতে ৭ জন কয়েদি নিহত হয়। পুরো বাংলাদেশ তখন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পরিচালিত হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে ৬ই মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণে ২৫শে মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পুনঃআহবান করেন এবং বাঙালিদেরকে শাসিয়ে বলেন যে, সরকার যেকোন মূল্যে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করবে। বেতার ও টেলিভিশনে আওয়ামী লীগ ও মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর প্রচারিত হতে থাকে। মুক্তিকামী বাঙালি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় আন্দোলনরত।

সংগ্রামী জনতা ৭ই মার্চ সকাল থেকে রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জড়ো হতে থাকে মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বনির্ধারিত ভাষণ শোনার জন্য। লাখ লাখ জনতা স্বাধীন আগ্রহে অপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধুর দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ শুনতে। একসময় বিশ্বরাজনীতির মহাকবি বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন অমর কবিতাখানি- 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। যার যা আছে তাই নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন। ৭ই মার্চের এই ঘোষণার মাধ্যমে মুক্তিকামী বাঙালি স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হলো। মূলত ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ঘোষণা। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সেদিন বেতারে প্রচার না হয়ে ৮ই মার্চ প্রচারিত হয়। সারাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা পায়। ইতোমধ্যে সারাদেশে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়তে শুরু করেছে। জানা গেল পাকিস্তান থেকে হাজার হাজার সেনাবাহিনী ও পুলিশ এসেছে আন্দোলন দমন করার জন্য। মুক্তিকামী জনতা সারাদেশে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঢাকাসহ সারাদেশে আন্দোলন দমনের নামে পুলিশ ও মিলিটারি গুলি চালাচ্ছে। ২৫শে মার্চ সামরিক জান্তা সরকার 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক বাঙালি নিধন কার্যক্রম শুরু করে। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার পূর্বমুহূর্তে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান। এরপর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের নির্জন কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়। বাঙালি জাতি তখন বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত করতে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরপর দীর্ঘ নয় মাস প্রাণপণ যুদ্ধ করে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ঐতিহাসিক বিজয় ছিনিয়ে আনে।

লেখক: গবেষক, নিবন্ধক ও লেখক

তুমি আছো থাকবে

(১৫ই আগস্ট স্মরণে)

মোখলেছা খাতুন

প্রতিদিন আমার ঘরেও রাত শেষে ভোর আসে
স্মৃতিগুলো চারদিকে ঘেরে, মন তাঁকে খুঁজে ফেরে
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা পেয়েও
তাঁকে কি করে হারালাম? এমন পরশপাথর,
যে পাথরের ছোঁয়ায় লাল সবুজের পতাকা পেলাম
বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালাম।
আমিও তো এক পিতা-মাতার সন্তান, কখনও
গভীর রাতে সকালে বিকেলে সন্ধ্যায়, একাকী
আনমনে, বাবার শয়নকক্ষের পাশ দিয়ে
হেঁটে গেলে, কত কথা, কত স্মৃতি মনে পড়ে
বজ্রকণ্ঠে মধুর ডাক, হাসু মা কাগজটা দেখি- কী লিখেছে
হাজারো কাজের মাঝে দু'নয়ন অশ্রুজলে ভাসে।
৩২ নম্বর বাড়িটার বারান্দায়, পাইপ হাতে বাবার ছায়া হাঁটে
দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার আর্তি তাঁর চোখে-মুখে
সারা ঘরময় বাগানের ছোট্ট পায়ের ছোটাছুটি
কাজের ফাঁকে মা তাঁর ঘর্মাক্ত মুখ আঁচলে মোছে
কামাল-জামালের খেলা নিয়ে যুক্তিতর্ক কানে ভাসে
আদুরে রেহানার খুনসুটি এখনও কি তেমন আছে?
বাবার ঘরে হাজার মানুষের ভিড়, দেশের কথা দশের কথা
স্বাধীনতার কথা। বাবার গুরুগম্ভীর নির্দেশ কানে আসে
এখনও কেন সন্ধ্যায় চায়ের আসরে বাবার চোখে
পুরু ফ্রেমের কালো চশমার নীচেয়, সোনার বাংলা গড়ার
স্বপ্ন দেখি, শুনি স্বাধীনতার সেই অমোঘ বাণী
"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"
সেই স্বপ্নের কাজল পরিয়ে দিত আমাদের চোখে,
পামর, তোরা সেই পিতাকে হত্যা করেছিস?
যার বুক জুড়ে একটা সবুজ মানচিত্র ছিল-
একটি তর্জনীর নির্দেশে সাড়ে সাত কোটি
মানুষ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল
নির্ঘাত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কতটা
আত্মবিশ্বাস কতটা দেশপ্রেম থাকলে
বলতে পারে কী চাস তোরা? সেই মহামানবকে
রক্তাক্ত করতে একবারও হাত কাঁপেনি? মীরজাফর
ধিক শতাব্দিক, তোরা বিশ্ববেঈমান।
হাসিমুখে উৎসর্গ করলে তাঁর জীবন।
সাড়ে সাত কোটি মানুষের কণ্ঠস্বরে 'জয় বাংলার গান'
কৃষ্ণচূড়ার প্রতিটি ফুল ও পাতায় যার নাম
মুছে ফেলা যায় না সেই আদর্শ বঙ্গের দাপ
রোধ করা যায় না সেই মহাকবিকের কণ্ঠস্বর।

ভয় কি আমার? সব হারিয়ে কিছু নেই হারাবার
যে শক্তি যে আদর্শ দিয়ে গেছ আমায় তা হার মানার নয়,
একটি বাণী ৩০ লক্ষ শহিদের রক্তের ঋণ,
ভোলাতে পারবে না আমায়
জন্ম মৃত্যু ওপরওয়ালার হাত, ঈমান আছে আমার।
পিতার অসমাপ্ত কাজ, শিক্ষা শান্তি প্রগতি স্বচ্ছলতায়
গড়বো 'সোনার বাংলা' জাতির কাছে এই আমার অঙ্গীকার
ষোল কোটি মানুষের সুবাসিত ফুলের বাগান, জাতির পিতাকে
হত্যার এই হবে শ্রেষ্ঠ বিচার। দেশ, মা ও মাটির জন্য উৎসর্গিত
সেই মহাপ্রাণ- চিরঞ্জীব থাকবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের অন্তরে
মুছে ফেলা যাবে না সবুজ থেকে নাম,
ষোল কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর
রবে আকাশে, বাতাসে, সাগরে লাল সবুজের পতাকায়
সার বিশ্বের ইতিহাসে শেখ মুজিবুর তাঁর নাম।

শোকের মাস আগস্ট

ইসমত আরা পলি

ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম এই হত্যাকাণ্ডে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী, মহিয়সী নারী বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ভাই শেখ আবু নাসের, জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল ও তার স্ত্রী সুলতানা কামাল, দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামাল ও তার স্ত্রী রোজী জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র শিশু শেখ রাসেল, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক শেখ ফজলুল হক মণি ও তার অন্তসত্ত্বা স্ত্রী বেগম আরজু মণি, স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সংগঠক ও জাতির পিতার ভগ্নিপতি আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, তার ছোট মেয়ে বেবী সেরনিয়াবাত, কনিষ্ঠ পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, দৌহিত্র সুকান্ত আব্দুল্লাহ বাবু, ভাইয়ের ছেলে শহীদ সেরনিয়াবাত, আব্দুল নঈম খান রিন্টু, বঙ্গবন্ধুর প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদ নৃশংসভাবে হত্যার শিকার হন।

বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হারানোর মাস 'শোকাবহ আগস্ট'। কেবল জাতির পিতা নয়, তাঁকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে ইতিহাসের এই দিনটিকে সবচেয়ে কলঙ্কিত দিনে পরিণত করেছে হত্যাকারীরা। যে পিতা স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন, যে পিতা স্বাধীনতা অর্জনের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশকে কেবল গুছিয়ে নিতে শুরু করেছেন, এদিন ঘাতকের বুলেট কেড়ে নিয়েছিল সেই পিতার প্রাণ।

বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার মাধ্যমে ইতিহাস কলঙ্কিত করতে চেয়েছিল খুনিরা। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করলেও খুনিরা তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বাঙালি জাতি ২৫যুদ্ধ শেষে দিয়ে শোককে শক্তিতে পরিণত করার মাধ্যমে প্রতি মুহূর্তে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আগস্ট তাই জাতির জন্য শোকের, কান্নার। কবির কথায় 'আগস্ট শোকের মাস, পাপমগ্ন, নির্মম-নিষ্ঠুর/তাকে পাপ থেকে মুক্ত করো আল্লায়, আল্লায়।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ইতিহাসের বাঁক-ঘোরানো এক সিংহপুরুষ। বাঙালি জাতির চরিত্র সম্পর্কে তার চেয়ে বোধ করি আর কেউ জানতেন না। তাঁকে তিনি জীবনের বিনিময়ে সেই জাতির জন্যই রচনা করেন ইতিহাসের এক অমোঘ অধ্যায়। পৃথিবীতে কোন জাতিই মাত্র ৯ মাসে স্বাধীনতা লাভ করতে পারেনি।

বঙ্গবন্ধুর এক তেজোদীপ্ত ভাষণেই উদ্বুদ্ধ গোটা জাতি বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন স্বভাবনেতা। কি বাল্যে কি কৈশোরে কি মধ্য যৌবনে- সবখানেই ছিলেন তিনি এক কালজয়ী মহাপুরুষ। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির ইতিহাসের এক অবিভাজ্য সত্তা। প্রতিহিংসাশীল ঘাতকচক্র স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণ্য ও নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের কালিমালিপ্ত এক বেদনাবিধুর শোকের দিন। সেদিন খুনিরা শুধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার বন্ধ করতে ঘৃণ্য ইনডেমনিটি আইন জারি করেছিল। এরপর দীর্ঘ ২১ বছর বাঙালি জাতি বিচারহীনতার কলঙ্কের বোঝা বহন করতে বাধ্য হয়।

ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম এই হত্যাকাণ্ডে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী, মহিয়সী নারী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ভাই শেখ আবু নাসের, জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল ও তাঁর স্ত্রী সুলতানা কামাল, দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামাল ও তার স্ত্রী রোজী জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র শিশু শেখ রাসেল, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক শেখ ফজলুল হক মণি ও তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী বেগম আরজু মণি, স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সংগঠক ও জাতির পিতার তনিপতি আপুর রব সেরনিয়াবাত, তার ছোট মেয়ে বেবী সেরনিয়াবাত, কনিষ্ঠ পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, দৌহিত্র সুকান্ত আব্দুল্লাহ বাবু, ভাইয়ের ছেলে শহীদ সেরনিয়াবাত, আব্দুল নঈম খান বিন্টু, বঙ্গবন্ধুর প্রথম নিরাপত্তা কর্মকর্তা কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদ নৃশংসভাবে হত্যার শিকার হন।

২.

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর নোবেলজয়ী পশ্চিম জার্মানীর নেতা উইলি ব্রানডিট বলেন, মুজিবকে হত্যার পর বাঙালিদের আর বিশ্বাস করা যায় না। যে বাঙালি শেখ মুজিবকে হত্যা করতে পারে তারা যেকোন জঘন্য কাজ করতে পারে।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক নীরদ সি চৌধুরী বাঙালিদের 'বিশ্বাসঘাতক' হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন, বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ মুজিবকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি বিশ্বের মানুষের কাছে নিজেদের আত্মঘাতী চরিত্রই তুলে ধরেছে।

দ্য টাইমস অব লন্ডন এর ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট সংখ্যায় উল্লেখ করা হয় 'সবকিছু সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুকে সবসময় স্মরণ করা হবে। কারণ তাঁকে ছাড়া বাংলাদেশের বাস্তব কোন অস্তিত্ব নেই। একই দিন লন্ডন থেকে প্রকাশিত ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় বলা হয়, 'বাংলাদেশের লাখ লাখ লোক শেখ মুজিবের জঘন্য হত্যাকাণ্ডকে অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবে বিবেচনা করবে।'

বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচারের কার্যকর করে জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়েছে। একইভাবে বাঙালির আত্মঘাতী চরিত্রের অপবাদেরও অবসান ঘটেছে।

পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হলেও ওই সময় দেশের বাইরে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান তার দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। পিতা-মাতা সব হারানো দুই বোন দেশেও ফিরতে পারেননি। শরণার্থীর মতো তাঁদের থাকতে হয়েছে বিদেশ-বিভূঁইয়ে। পরে ১৯৮১ সালে ১৭ মে দেশে ফিরে আওয়ামী লীগের হাল ধরেন শেখ হাসিনা। তার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের রাজপথে লড়াই সংগ্রাম ও আন্দোলনের মুখে স্বৈরশাসনের পতন ঘটে। আরও পাঁচ বছর পর ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে পঁচাত্তরের ২১ বছর পর ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ। শেখ হাসিনা প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। আর তখনই উদ্যোগ নেওয়া হয় জাতির কলঙ্কমোচনের। জাতির পিতাকে হত্যার ঘটনায় দীর্ঘ ২১ বছর বন্ধ থাকার পর উদ্যোগ নেওয়া হয় খুনিদের বিচারের। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নিয়মতান্ত্রিক বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০১০ সালে ঘাতকদের ফাঁসির রায় কার্যকর করার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করেন শেখ হাসিনা।

এই আগস্টেই ঘটেছিল জাতির ইতিহাসের আরও একটি বিয়োগান্ত ঘটনা। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে চালানো হয়েছিল ইতিহাসের ভয়াবহতম গ্রেনেড হামলা। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের সমাবেশে চালানো ওই গ্রেনেড হামলা থেকে আওয়ামী লীগ সভাপতি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেও করে গিয়েছিল মহিলা আওয়ামী লীগ নেতা আইভি রহমানসহ ২৪ জনের প্রাণ।

৩.

বাংলার ইতিহাসের মহানায়ক, স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিব চেয়েছিলেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের জনগণের মুক্তির যে স্বপ্ন দেখেছিলেন আজ তারই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে জয় করে বিশ্বসভায় একটি উন্নত সমৃদ্ধ মর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে এগিয়ে চলছে। সারা বিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল।

আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, একেবারে নবীন বিশেষত যারা '৭১ ও '৭৫ দেখেনি, তাদের মনে হতে পারে এদেশ বর্তমানে যেমন, বোধহয় তেমনই ছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ উন্নয়নের একটা পরশ দেখা যায়, দেশ হয়তো আগে থেকে এমনই ছিল। কিন্তু ইতিহাস এমন সহজ সরল ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে মুছে দিয়ে স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃত করে দেশ পরিচালিত হয়েছে দীর্ঘ ২১ বছর। শিক্ষা, খাদ্য, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের মতো মৌলিক অধিকারও খুব হয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্র পরিচালনায় ফিরে আসার ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফিরে এসেছে। সেই চেতনার শক্তিই আগস্ট মাসের শোকের ভেতর নিহিত ছিল।

৭৫-পরবর্তী স্লোগান 'এক মুজিব লোকান্তরে, লক্ষ মুজিব ঘরে ঘরে' বাংলার আকাশ-বাতাসকে কাঁপিয়ে উদ্ভাসিত করতো বাঙালিকে। মানুষের মনের ভেতর যে বঙ্গবন্ধু শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় ঠাঁই করে নিয়েছেন, তাকে উৎখাত করার শক্তি ও সামর্থ্য কারও নেই। এজন্যই বঙ্গবন্ধু জাতির কাছে অমর ও চিরঞ্জীব।

লেখক প্রাবন্ধিক

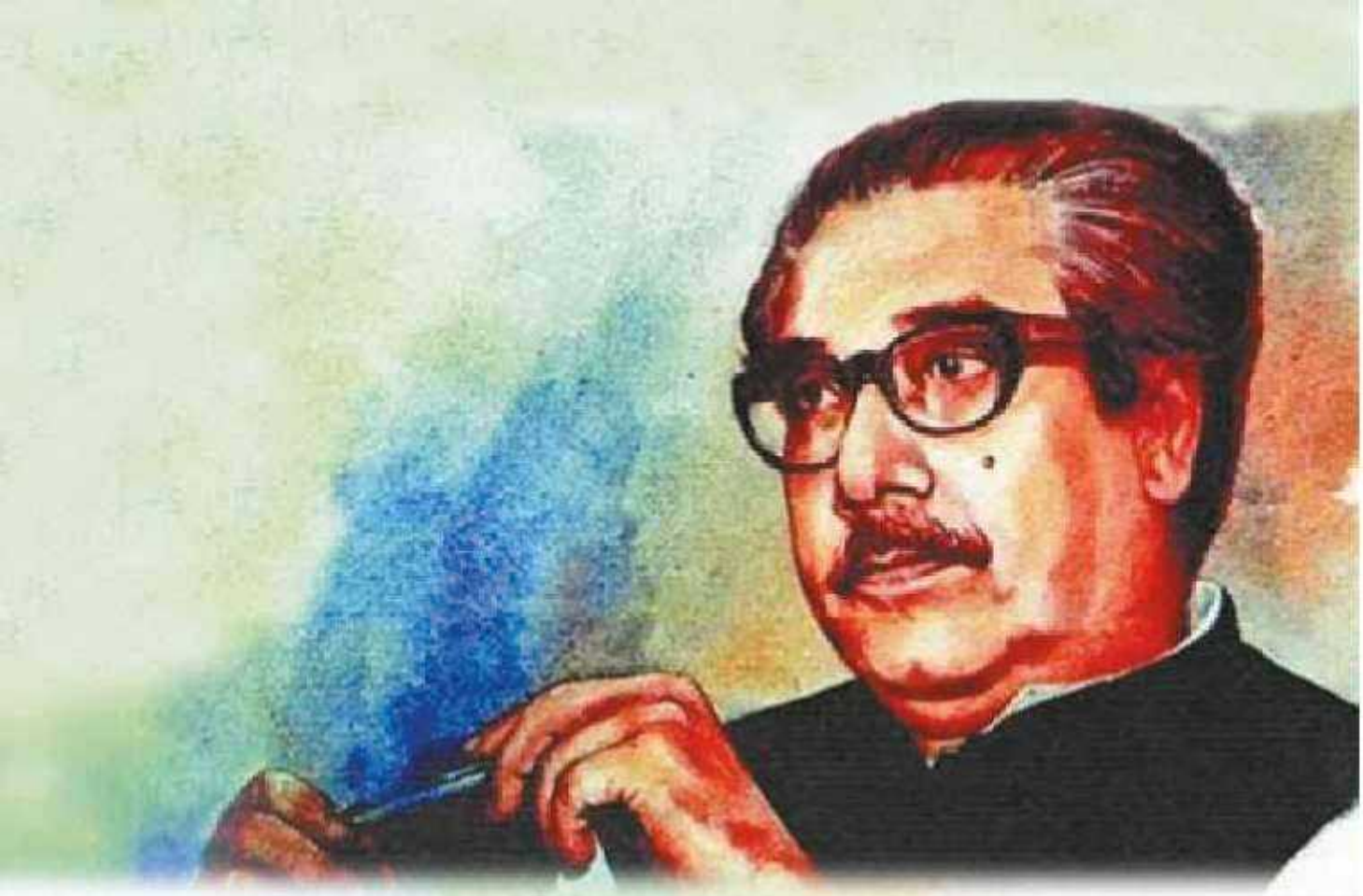

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

১৫ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ • ৩১ শ্রাবণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ঢাকা-খ মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্ৎজ ও একুশম ১০০ মেগাহার্ৎজ

রাত

১২-১৫ আয়ো তুমি অন্তরে: নিয়তির নাটক
রচনা: মোস্তফা মোর আব্দুর রব
প্রযোজনা: মনোজ সেনগুপ্ত

১-১৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

২-০০ সূর্যের মত জ্বলো
বিশেষ গীতিসফল্প
গীত রচনা ও গ্রন্থনা: শাহাত খৈয়াম
সুর সংযোজনা:
আরিফুর রহমান লেমন
প্রযোজনা: মকবুল হোসাইন

২-৩০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

ঢাকা-ক ও গ: মধ্যম তরঙ্গ ৬৬৩ ও ৮১৯ কিলোহার্ৎজ এবং একুশম ১০৬ মেগাহার্ৎজ

সকাল

৬-২,৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান: সুধীর নদী

ঢাকা-ক: মধ্যম তরঙ্গ ৬৬৩ কিলোহার্ৎজ এবং একুশম ১০৬ মেগাহার্ৎজ

সকাল

৮-১০ বঙ্গবন্ধুর অমর কথা:
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
রচিত গ্রন্থ থেকে পাঠ
অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে পাঠ:
ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রযোজনা: কানিজ কুলসুম

৮-১৫ চিরঞ্জীব মুজিব: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান এর
শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয়
শোক দিবস স্মরণে মাসব্যাপী অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: নিশা শিলা
উপস্থাপনা: শিলা শিলা ও
মোঃ শাহীনুর রহমান
ক. ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট
কালের ক্রে ইতিহাসের
মৃণলেতম হত্যাকাণ্ডের শিকার
জাতির পিতার পরিবারের
শহিদ সদস্যদের উপর
সংক্ষিপ্ত আলোকপাত :
সেলিনা আক্তার শেলী
খ. ১৫ই আগস্ট মৃণলেতম
হত্যাকাণ্ডের শিকার
জাতির পিতার পরিবারের
সদস্যদের নিয়ে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনার স্মৃতিচারণ
গ. জাতির পিতার নির্বাচিত
ভাষণের অংশবিশেষ:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে টুঙ্গিপাড়ায়
সমাহিতকরণের সাথে জড়িত

আবিদুর আলীর স্মৃতিচারণ
গু. গান: ১৫ই আগস্টের ভোরে:
কামাল আহমেদ
প্রযোজনা: মোঃ আতিকুর রহমান
৮-৩০ দর্পণ: জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও
সংস্কৃতি বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. এইদিনে: এইদিনে ঘটে যাওয়া
ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্য সংকলন
খ. প্রতিক্রিয়া সংকলন:
১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান হত্যায়
বিশ্বনেতা ও গণমাধ্যমের
প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিশেষ কথিকা:
ড. এম হুমায়ুন কবীর
গ. স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু:
জাতির পিতার জীবন, কর্ম, আদর্শ,
স্মৃতিবিজড়িত স্থান ও সাক্ষাৎকারের
আলোকে প্রামাণ্য
সাক্ষাতকার প্রদানে:
জামির হোসেন আমু
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: ওয়াসিম আকরাম
ঘ. বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান ও
বাংলাদেশের অভ্যুদয়:
এস এম আশরাফুল হক
ঙ. আমাদের গান:
জাতির পিতার স্মরণে গান।
তুমি ছিলে, তুমি আছো',
তুমি থাকবে: সৈয়দ আব্দুল হাদী
গ্রন্থনা: নাসির আহমেদ
উপস্থাপনা: জাবের আহমেদ পলাশ ও
তামান্না সিদ্দিকী
প্রযোজনা: মোঃ দুলাল হোসাইন
৯-০৫ স্মৃতিতে অম্লান মহানায়ক:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান এর
শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয়
শোক দিবস স্মরণে
প্রাসঙ্গিক কথা
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
জাতির পিতা তোমার শুধু জন্ম আছে
গ. ছোটদের বঙ্গবন্ধু বিষয়ে
আসরভিত্তিক আলোচনা
পরিচালনা: সেলিনা হোসেন
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
একটি মানুষ মহান সেতার:
সমবেত কণ্ঠে
ঙ. আমি যেন কবিতায়
শেখ মুজিবের কথা বলি:
সাদমান গাজী ও সমৃদ্ধি সূচনা
চ. 'শেখ মুজিব আমার পিতা'
গ্রন্থ থেকে পাঠ: ধ্রুব চৌধুরী,
স্মৃতিতে মেহনাজ রূপকথা
ছ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ্রন্থনা: আলভির শিউলি
উপস্থাপনা: সায়রা আক্তার সুখ ও
ইসহাক জাহাঙ্গীর দিপা
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

বেলা

১১-০৫ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
শাহাদাতবার্ষিকী ও
জাতীয় শোক দিবস স্মরণে
সম্পাদকীয় মন্তব্য
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ফাতেমা আফরোজ সোমেলী
প্রযোজনা: আশিকুর রহমান

দুপুর

১২-১০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
১২-৩০ বিভীষিকাময় ১৫ই আগস্ট:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ:
কর্ণেল (অবঃ) আরুক খান,
জা আ ম স আরফিন সিদ্দিক
ও অধ্যাপক ড. লেনোয়ার হোসেন
সঞ্চালনা: সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা
প্রযোজনা: মোঃ ফাসনাতুল আহমদ

বেলা

১-০৫ হৃদয় জুড়ে বঙ্গবন্ধু:
বিশেষ নীতিনকশা
গবেষণা, গ্রন্থনা ও গীত রচনা।
শাকাৎ মৈত্রেয়
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
শেখ সাদী খান
উপস্থাপনা: সালটু হোসাইন ও
তানিয়া পারভীন
প্রযোজনা: রাকিব কবির ও
মোঃ বশিরুজ্জামান
২-৩০ শেকার্ড পঙ্‌ক্তিমালা:
স্বরচিত কবিতা পাঠের
বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মীর মাসরুরুজ্জামান
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু
২-৪৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৩-০৫ নীরবে নীরব: বিশেষ নাটক
রচনা ও প্রযোজনা:
খায়রুল আলম সবুজ

বিকাল

৪-৪৫ আমাদের বঙ্গবন্ধু:
বিশেষ অনুষ্ঠান জাতির পিতার
সমাধি অবস্থানের অগণিত বিভিন্ন
দর্শনার্থীর সাক্ষাৎকার
প্রতিবেদক: শফিকুল ইসলাম বাপ্পার
প্রযোজনা: মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
৫-১০ অবিনাশী পঙ্‌ক্তিমালা:
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ইকবাল খোরশেদ
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু
৫-৩০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

রাত

৬-০০ উত্তরণ: বেতার ম্যাগাজিন
ক. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
শাহাদাতবার্ষিকী ও
জাতীয় শোক দিবস
স্মরণে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. প্রাপ্ত প্রতিবেদন:
জাতির পিতার গৃহ
জন্মভূমি টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সঞ্জীব দত্ত
গ. কবিতা আবৃত্তি:
ধন্য সেই পুরুষ: প্রজ্ঞা সাবনী
ঘ. চলতি বিশ্ব:
চলতি বিশ্বে ঘটে যাওয়া
প্রাত্যহিক ঘটনাবলি: মাসুদ করিম
ঙ. কথিকা: বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন ও
মানবতাবাদ
ড. পুরবীলা বেগম
চ. পাঠ: যখন তোমার কথা ভাবি:
বশিরুজ্জামান সাকির ও চম্পা মল্লিক
গ্রন্থনা: আমান চন্দন
উপস্থাপনা: আজহারুল ইসলাম রনি
ও সুরাইয়া সুলতানা মনিরা
প্রযোজনা: তনুজা মণ্ডল
৯-৪৫ সংবাদ প্রবাহ: জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক
দিবস স্মরণে বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা: মাহফুজুর রহমান
ধারাবর্ণনা: শামীম আহমেদ
প্রযোজনা: মোঃ আতিকুর রহমান
১০-০০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী ও
জাতীয় শোক দিবস স্মরণে
বিশেষ মিলাদ ও দোয়া মাহফিল
পরিচালনা।
মাওলানা শেখ ওবায়দুল্লাহ
বিন সাঈদ জালালাবাদী
প্রযোজনা: মোঃ দুলাল হোসাইন
১০-৩০ পিতার শোণিতধারা: বিশেষ নাটক
রচনা: মাসুম আজিজ
প্রযোজনা:
সৈয়দা কবিরুন নেসারুদৌলা বাবী

ঢাকা-ক অবাম তরঙ্গ ৮১৬ কিলোহার্ট্জ

সন্ধ্যা

৭-৩০ মহানগর: ঢাকা মহানগর কেন্দ্রিক
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয়
শোক দিবস স্মরণে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. বিশেষ কথিকা: মৃত্যুঞ্জয়ী শেখ

মুজিব-বাঙালির মুক্তির দূত
কথক: নজরুল ইসলাম খান
গ. গান: বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
কাঁদো বাঙালি কাঁদো:
সাহিদা সুলতানা
ঘ. অমরবাণী:
'শেখ মুজিব আমার পিতা'
গ্রন্থ থেকে পাঠ
পাঠে: তানিয়া আহমেদ
ঙ. কবিতা আবৃত্তি: খাই সিঁড়ি।
আরমান পারভেজ মুরাল
চ. বিশেষ প্রামাণ্য: বঙ্গবন্ধু স্মৃতি
জাদুঘর এর ওপর প্রামাণ্য
প্রামাণ্য ধারণ ও উপস্থাপনা:
মোঃ জসিম উদ্দিন
গ্রন্থনা: আলকাজ তারকদার
উপস্থাপনা: শান নজম ই এলাহী ও
জান্নাতুল ফেরদৌসী লিজা
প্রযোজনা: কানিজ কুলসুম
৮-০০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
সন্ধ্যা
৭-৩০ মুক্তিকে অন্তরে মহানায়ক
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান এর
শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয়
শোক দিবস উপলক্ষে
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমান এর শাহাদাৎ বার্ষিকী ও
জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে
প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থন কারী
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
জাতির পিতা তোমার শুধু জন্ম আছে;
শিল্পী: সমবেত কণ্ঠে
গ. ছোটদের বঙ্গবন্ধু বিষয়ে
আন্তরভিত্তিক আলোচনা:
পরিচালনা:
কথা সাহিত্যিক চেশিনা হোসেন
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
একটি মানুষ মহান নেতা
শিল্পী: সমবেত কণ্ঠে
ঙ. কবিতা: আমি কেন কবিতায়
শেখ মুজিবের কথা বলি:
কবি নির্মলেন্দু গুণ, আবৃত্তি:
সালমান গাজী ও সমৃদ্ধি সূচনা
চ. শেখ মুজিব আমার পিতা,
গ্রন্থ থেকে পাঠ:
পাঠে: ধ্রুব চৌধুরী,
মালিহা বেহলাজ রূপকথা
ছ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান (নতুন)
গীতিকার:
ম. জেসমিন আরা সুলতানা সাথী,
সুরকার: হিমাদ্রী বিশ্বাস
গ্রন্থনা: আনজির লিটন
উপস্থাপনা: সায়রা আক্তার সুখ ও
ইসরাত জাহান লিমা
সার্বিক নির্দেশনায়: কামাল আহমেদ
নির্দেশনায়:
মোহাম্মদ নাজিমুল কামাল
প্রযোজনা: তৃপ্তি কনা বসু
রাত
৮-০০ নীরবে নীরবে: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক
দিবস স্মরণে বিশেষ নাটক
রচনা ও প্রযোজনা:
মাহবুব আলম সবুজ
৯-০০ হৃদয় জুড়ে বঙ্গবন্ধু:
বিশেষ গীতিনকশা
গবেষণা, গ্রন্থনা ও গীত রচনা:
শাহাব খৈয়াম
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
শেখ সাদী খান
উপস্থাপনা:
লালটু যোসাইন ও তানিয়া পারভীন
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও
মোঃ মনিরুজ্জামান

বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম

সকাল
৬-৪৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
সুরও দাল অনুজ
৭-৫০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৮-১৫ আলোকপাত:
প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান-এ
ক. কারাগারের রোজনামচা থেকে পাঠ
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ. বিশেষ প্রসঙ্গ: বঙ্গবন্ধুর সোনার
বাংলা গড়ার স্বপ্ন এবং
বর্তমান বাংলাদেশ:
সাক্ষাৎকার প্রদানে:
মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী
গ্রহণে: ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা
আবৃত্তি: শেখ রাজিউর রহমান
ঙ. বিশেষ প্রামাণ্য:
বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে
সাধারণ মানুষের ভাবনা:
গ্রন্থনে:
মোঃ ফরহাদ বিন হাবেক চৌধুরী
চ. দেশাত্মবোধক গান
গ্রন্থনা: ঝিনুক হায়দার
উপস্থাপনা: নিজাম হায়দার শিল্পী
প্রযোজনা: এএসএম নাজমুল আহসান
৮-৪৫ মহাকালের মহানায়ক
শোকের মাস আগামী স্মরণে
বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
ক. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সাধারণ
জনগণের ভাবনা
গ্রন্থনে: ফরহাদ বিন সাদেক
খ. কবিতা আবৃত্তি: মিলি চৌধুরী
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া
৯-৩০ শিশুদের বঙ্গবন্ধু:
শিশু-কিশোরদের জন্য
বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
আয়েশা খাতুন
শিশু-উপস্থাপক: তাকিয়া যাইন ও
আয়মান জাহিন
ক. বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলা নিয়ে
শিশুদের আলোচনা
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা আবৃত্তি:
তাসনিম জারিন ইমি
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
ঘ. বঙ্গবন্ধু ও শিশুঅধিকার আলোচনা।
মিলাকাঙ্গুল মবকাল মুন্নু
প্রযোজনা: স্বাধীন আকতার
১০-০৫ কবিতায় মুজিবের কথা বলি:
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আয়েশা হক শিমু
প্রযোজনা: স্বাধীন আকতার
১০-২৫ তুমি বাংলার ধ্রুবতারা।
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
১০-৩০ কীর্তিতে চিরঅমর:
গ্রন্থনাবদ্ধ গানের বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: উত্তম আচার্য
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া
বেলা
১১-০৫ কোটি হৃদয়ের প্রতিধ্বনি:
গান ও কবিতা নিয়ে বিশেষ
আলেখ্যানুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
প্রযোজনা: তাবাসসুম হক
১১-৩০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
১১-৪০ সম্পাদকীয় মতামত:
বিভিন্ন পত্রিকায়
প্রকাশিত সম্পাদকীয়
মতামত নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
প্রযোজনা:
এ এস এম নাজমুল আহসান
২-১০ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমানকে নিবেদিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নিজাম হায়দার শিল্পিকী
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে
গল্পাকারে পাঠ:
ইমরান মাহমুদ কয়সার
প্রযোজনা:
মোঃ মুনতাসীর মুহীম চৌধুরী
২-৩০ হেরেনায় তুমি পিতা:
যুবসমাজের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: বাপতা বড়ুয়া নন্দী
উপস্থাপনা: প্রিয়ম কৃষ্ণ দে ও
বাপতা বড়ুয়া নন্দী
ক. আবৃত্তির নিবেদনে: বিষয়:
বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
শুভ্র পাল কনিকা
গ. বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী
থেকে পাঠ।
সৈকত তাসকিনা ইসলাম নীম
ঘ. কবিতা আবৃত্তি:
মোহাম্মদ উদ্দীন রুবাল
ঙ. দেশাত্মবোধক গান: অর্পিতা ঘোষ
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া
৩-০৫ খোকা থেকে জাতির পিতা:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: রাশেদ রউফ
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া
৩-৩০ তুমি সেই ধ্রুবতারা।
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: আবদুল্লাহ আল আলি
সুরারোপ ও সঙ্গীত পরিচালনা:
মোঃ আবু তাহের
বাচনিক: হাবিবুল্লা করিম ও
মেহবুবা-ই-ফাতেমা
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

বিকাল

৫-১০ ধন্য মুজিব ধন্য:
স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
এলিজাবেথ আরিফ সোবাস্তিয়ান
প্রযোজনা: শাহীন আকন্দার
৫-৪০ মুজিব মানেই এক সূর্য:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের অনুষ্ঠান

রাত

১০-০০ বিশেষ বেতার বিবরণী:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয়
শোক দিবস স্মরণে
চট্টগ্রামে আয়োজিত বিভিন্ন
অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে
বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
জামিলউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
প্রযোজনা: এ এস এম নাজমুল হাসান
১০-২৫ তিনি এমনই বিশাল:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
১০-৩০ বিশেষ মিলাদ মাহফিল ও দোয়া:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক
দিবস স্মরণে বিশেষ
মিলাদ মাহফিল ও দোয়া
পরিচালনা:
মাওলানা মনিরুল ইসলাম রফিক
প্রযোজনা: ড. মোঃ লাবিদুর রহমান

বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

সকাল

৬-৩০ তুমি হৃদয়ের অহংকার:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত
গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: উম্মে হাবিবা আশা
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন
৭-৩০ স্পন্দন: প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান-এ
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. বঙ্গবন্ধুর অমর কথা:
মোঃ ওসমান আখতার
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
ঘ. কবিতা: ১৫ই আগস্ট জাতির
জন্য কলঙ্কজনক অধ্যায়:
অধ্যাপক ড. ফায়েজুল্লাহান
ঙ. বঙ্গবন্ধুর বাণী
চ. কিচার: টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ
গবেষণা ও গ্রন্থনা: এস এম চিত্তরঞ্জন
উপস্থাপনা: উম্মে শাহরিন
প্রযোজনা: সেতুবান আব্দুল বাশার
৮-২০ সূর্যসারথী তুমি: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: রফিকুর রশীদ
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
শাহেদুজ্জামান খান চপল
বাচনিক: আশরাফুদ্দৌলা শামীম
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন
৮-৪৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত লহরী
পরিবেশনা: মনোয়ারুল ইসলাম বকুল
ও তাঁর লহরী
৯-০৫ মুজিব চিরঞ্জন: শিশু-কিশোরদের
জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ড. রাশেদা খালেক
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
স্নিগ্ধতি দাস
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রশ্নোত্তর:
বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শিশুদের অনুভূতি:
উম্মে লামিয়া হিরো
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা
আবৃত্তি: শুভ্রমিতা দাস
প্রযোজনা: নাসরীন বেগম
৯-৩৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৯-৪৫ কুলোটবিদ্ধ মুজিব, কুলোটবিদ্ধ
বাংলাদেশ: বিশেষ গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মোঃ আতিকুর রহমান
উপস্থাপনা: নিশকিস বেগম
প্রযোজনা: সমুজ কুমার দাস

দুপুর

১২-১৫ স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু: বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে
স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান
স্মৃতিচারণ:
এ.এইচ.এম. খায়রুজ্জামান লিটন
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: রুকসানা আক্তার লাকী
প্রযোজনা: মোঃ মসুদ পারভেজ
১২-৩০ সম্পাদকীয় মতামত:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয়
শোক দিবস স্মরণে স্থানীয় ও
জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত
সম্পাদকীয় নিবন্ধের
উপর ভিত্তি করে বিশেষ অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: আকবারুল হাসান মিলাত
প্রযোজনা: সমুজ কুমার দাস

বেলা

১-০৫ তোমার তুলনা তুমি: বিশেষ নাটক
রচনা: এস এম মোজাম্মেল হক
প্রযোজনা: পুর মোশাররফ
২-১০ ধানসিঁড়ি-৬২: বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত
ধানসিঁড়ি ৬২ নিয়ে গ্রামীণ
রচিত্রায়ণ ও উপস্থাপনা:
মিজানুর রহমান
প্রযোজনা: অনুশ্রী সান্যাল
২-৩০ নবারুণ: কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের
শিক্ষার্থীদের জন্য অনুষ্ঠান
বিষয়: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও
কর্মকে উপজীব্য করে বিশেষ
ক্যাম্পাস বিচিত্রা
ক্যাম্পাস: বাংলা বিভাগ,
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী
প্রযোজনা: সমুজ কুমার দাস
৩-০৫ কালজয়ী সে মহান পুরুষ:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: এস এম আব্দুর রউফ
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
মাকসুদুল হুদা

ধারাবর্ণনা: শিখা খাতুন ও
গোলাম মর্তুজা হেনা
প্রযোজনা: কায়দাশা ইয়াসমিন

৩-৩৫ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি:
বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিভিন্ন দেশি বিদেশি
পত্রিকায় লেখা প্রবন্ধ-নিবন্ধের উপর
ভিত্তি করে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ড. আরজাল হক
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার

বিকাল

৪-৩০ ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু ও শাহাদাত
বরণকারী সকল শহিদের
আত্মার মাগফিরাত কামনায়
দোয়া মাহফিল ও আলোচনা
পরিচালনা: ড. মোঃ কাওসার হোসাইন
অংশগ্রহণে: ড. মো. মাহবুবুর রহমান
ও ড. মো. আশরাফুজ্জামান
প্রযোজনা: মোঃ মামুন পারভেজ

৫-১০ চিরভাস্বর মুজিব
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: আবুর রোকন মাসুদ
অংশগ্রহণে: বীর মুক্তিযোদ্ধা
মোঃ আলী কামাল,
ড. আবুল খালেক ও
আব্দুল ওয়াদুদ মামা
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

৫-৪০ তুমি বাংলার ধ্রুবতারা:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত
কবিতার গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: প্রত্যয় হামিদ
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার

সন্ধ্যা

৬-০৫ সবুজ বাংলা:
কৃষিজীবীদের জন্য অনুষ্ঠান
পরিচালনা: শরিফুল ইসলাম
অংশগ্রহণে: শাহিন বাসর,
মোকসেদ আহমেদ ও ফাতেমা বেগম
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ. গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে
বঙ্গবন্ধুর ভাবনা:
সংলাপের আয়োজন
প্রযোজনা: নসরীন বেগম

রাত

৯-০৫ অবিনাশী তুমি:
বিশেষ কাব্যলেখ্য
পরিবেশনা: কবিকুঞ্জ
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার

৯-২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
শাহাদাতবার্ষিকী ও
জাতীয় শোক দিবস স্মরণে
বিশেষ বেতার ফিরাণী
বর্ষাধারণ ও ধারাবর্ণনা:
ফেরদৌস-উর রহমান
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

১০-০০ ১৫ই আগস্ট: বিশেষ নাটক
রচনা: জাহাঙ্গীর রহমান কামাল
প্রযোজনা:
মোঃ মামুনুর রশীদ মুকুল

বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

সকাল

৬-৩০ মুজিব মানেই মুক্ত আকাশে
সূর্যের মত দীপ্তি:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত সংকলিত
গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: অশোক কুমার দে
ধারাবর্ণনা: সানজিদা আক্তার
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

৮-৩০ বঙ্গবন্ধু তুমি মোর গৌরব-
তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়ুক
শতফুলের গৌরব:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: ফিরোজ খান নুর
সঙ্গীত পরিচালনা:
মোঃ হাবিবুর রহমান
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

৯-০৫ স্মরণে বঙ্গবন্ধু:
শিশু-কিশোরদের বিশেষ অনুষ্ঠান
পরিচালনা: এরশাদ সুলতানা মালা
ক. ছোটদের বঙ্গবন্ধু
ড. মাহমুদ আলম
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা আবৃত্তি:
এএম তাহমিদ মোহসিন
গ. বঙ্গবন্ধু স্মরণে গান:
কাইয়ুম সাবিরা
ঘ. দর্শীর পরিবেশনা:
অনিকেত সাংস্কৃতিক সংগঠন
ঙ. চলো সুরে আসি:
টুংপাড়া বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স:
কেএম আল আমিন রাব্বী
প্রযোজনা: শারমা শারমিন স্নিগ্ধা

৯-৪৫ ফিরে ফিরে কেন তাঁরই স্মৃতি:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান এর
শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয়
শোক দিবস স্মরণে গান, কবিতা,
বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অংশবিশেষ,
অসামান্য আত্মজীবনী ও
কারাগারের রোজনামচা থেকে
পাঠ এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়
বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে
হত্যাকাণ্ডের খবরের অংশবিশেষ
নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: নাজমুল হক লাকি
উপস্থাপনা: বিশেষ ঝড়ুই ও
শাহারুখ শেখ
প্রযোজনা: শারমা শারমিন স্নিগ্ধা

১০-০৫ বঙ্গবন্ধু তুমি অবিনাশ:
বাংলাদেশ বেতার,
খুলনা কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন সময়ে
প্রচারিত গীতিনকশার
নির্বাচিত গান নিয়ে
বিশেষ গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: কাজল ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

১০-৪৫ বঙ্গবন্ধু স্মরণে বিশেষ জারী
পরিবেশনা:
মোঃ রওশন আলী ও তার দল

বেলা

১১-০৫ ধন্য সেই পুরুষ:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
সংকলন, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নাজমুল হক
প্রযোজনা: শারমা শারমিন স্নিগ্ধা

১১-৩০ তুমি আছো বাংলার প্রতিটি প্রান্তরে।
গ্রন্থনাবদ্ধ গানের বিশেষ অনুষ্ঠান
রচনা: সুশান্ত সরকার
ধারাবর্ণনা: নাসিরুজ্জামান ও
সুবনা হাসনা ফারুক
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

দুপুর

১২-১৫ মুজিব মানে বুদ্ধজয়ের গান।
বাংলাদেশ বেতার থেকে
প্রচারিত বঙ্গবন্ধুকে
নিয়ে রচিত কবিতা ও
গানের বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শফিকুর মলিক
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

বেলা

১-০৫ মানচিত্রের প্রতিটি ছত্রে
তুমি অমলিন বঙ্গবন্ধু:
বঙ্গবন্ধু স্মরণে গান

১-৩০ বিশেষ দোয়া মাহফিল:
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর
শাহাদাতবার্ষিকী ও
জাতীয় শোক দিবস স্মরণে
বিশেষ আলোচনা ও দোয়া
পরিচালনা: মুফতি আব্দুল কুদ্দুস
প্রযোজনা: শেখ মোহাম্মদ
পিয়াস রহমান পারভেজ

২-০৫ তুমি ছিলে তুমি আছো:
গোষ্ঠীভিত্তিক পরিবেশনা
পরিবেশনা:
বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, খুলনা
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

২-৩০ মুজিব তুমি অক্ষর অক্ষর:

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গানের অনুষ্ঠান
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার
৩-৩৫ দৃপ্ত কণ্ঠস্বর: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান এর
বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ভাষণ নিয়ে
গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মাহমুদুর রশীদ
প্রযোজনা: শারমা শারমিন মিথা
৩-৩০ বঙ্গবন্ধু স্মরণে গান

বিকাল

৫-৩৫ বাংলার হৃদয়কমল আগস্ট ট্র্যাজেডি:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মকবুল হোসেন মিন্টু
অংশগ্রহণে: জাহাঙ্গীর আব্দুল খালেক,
শেখ হারুন-অর-রশিদ,
অধ্যাপক আনোয়ারুল কবির
প্রযোজনা: শেখ মোহাম্মদ
গিয়াস রাহমান পারভেজ

রাত

৯-০৫ বিশেষ বেতার বিবরণী:
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর
শাহাদাতবার্ষিকী ও
জাতীয় শোক দিবস স্মরণে
বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা: মোঃ রেজাউল হক
উপস্থাপনা: লাবণ্যলতা খান
প্রযোজনা: শেখ মোহাম্মদ
গিয়াস রাহমান পারভেজ
১০-০০ একটি স্বপ্নের মৃত্যু:
বঙ্গবন্ধুর জীবনীর ওপর
ভিত্তি করে বিশেষ নাটক
রচনা: অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক
প্রযোজনা: মোঃ আল-আমিন শেখ

বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

সকাল

৬-৩৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৭-৪৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৮-১৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৮-৫০ সমাজ: প্রাত্যহিক বেতার
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
উপস্থাপনা:
কে এম সুবেদ ফকীর পান্না ও
নাসিমা চৌধুরী লিপি
ক. আজকের আয়োজন:
খ. ইতিহাসের এইদিনে:
কাশফিয়া নাহরিন পুষ্পিতা
গ. প্রসঙ্গ কথা:
শোকাবহ ১৫ই আগস্ট:
জাতীয় শোক দিবস: পাণ্ডুলিপি:
এ.এইচ.এম শরিফ
ঘ. শোকের মালের বিশেষ
বারাবাহিক:
হারিয়ে যেতাম পিতা
ঙ. কবিতা আবৃত্তি:
ইফতেখারুল আলম রাজ
চ. দর্শনীয় স্থান: বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ:
মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম রাজু
ছ. সুবাহ্ প্রতিদিন
প্রযোজনা: এ এইচ এম শরিফ
৯-৩০ আমাদের বঙ্গবন্ধু:
কুড়িগ্রাম জেলার বঙ্গবন্ধুর
স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন ঘটনা
নিয়ে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা, উপস্থাপনা ও প্রতিবেদন:
পলাশ মাহমুদ
প্রযোজনা:
মোছাঃ ফারহানা আক্তার বানু
৯-৪৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত অঞ্জাইয়া গান
১০-০৫ শিশু-কিশোরদের কণ্ঠে
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
১০-৩৫ সম্পাদকীয় মতামত:
জাতীয় শোক দিবস স্মরণে
জাতীয় পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত
সম্পাদকীয় মতামতের
উপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠান
পাঠ: মুসমুন রহমান সিমি ও
আল মোমিন
পর্যালোচনা:
মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ আহসান আলম

বেলা

১১-৩০ শোকের সাগরে জাগে সুর:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: অধ্যাপক মোঃ শাহ আলম
উপস্থাপনা: মোঃ রাহীম ও
নুরজাহা তানিয়া নূর
সুর ও সঙ্গীত:
মোঃ আব্দুর রশিদ
প্রযোজনা: এ এইচ এম শরিফ

দুপুর

১২-১৫ স্বাধীনতা বঙ্গবন্ধু:
বঙ্গবন্ধুর ইসলামিক দর্শন নিয়ে
একটি বিশেষ প্রামাণ্য
গ্রন্থনা: এ এইচ এম শরিফ
উপস্থাপনা: রায়হানুল ইসলাম
প্রযোজনা: এ এইচ এম শরিফ
১২-২৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

বেলা

১-০৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
১-৩০ সাহিত্য বিচিত্রা:
সাহিত্য বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আতাহার আলী খান
ক. মনীষীর জীবন ও কর্ম
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান:
মতিয়ার রহমান
খ. কবিতা আবৃত্তি
ড. শাশ্বত ভট্টাচার্য
গ. গ্রন্থের বিষয়বস্তু আলোচনা:
পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু:
ড. নাসিমা আক্তার
ঘ. 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে পাঠ:
মোঃ রাকিবুল ইসলাম
ঙ. কবি ও কবিতা:
কবি হিসেবে সাধারণের প্রদান:
আব্দুল হাই হাকিম
সাক্ষাৎকার গ্রহণে:
জিন্নাতুন নাহার
প্রযোজনা: মোঃ আহসান আলম
২-১০ আহ্বান শেখ মুজিব:
শিশু-কিশোরদের বিশেষ গীতিনকশা:
গ্রন্থনা: সাঈদ সাহেদুল ইসলাম
উপস্থাপনা: মুলি আলমিয়া দীপ
সুর ও সঙ্গীত: চম্পক সুমার
প্রযোজনা: মোঃ আহসান আলম
৩-০৫ বঙ্গবন্ধু স্মরণে:
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সোহরাব দুলাল
প্রযোজনা: মোঃ রাশেদ খান
৩-৩০ মায়ের শোকের আগস্ট:
বিশেষ ভাওয়াইয়া গীতিনকশা
রচনা: পঞ্চানন রায়
সুর ও সঙ্গীত: অনন্ত কুমার দেব
ধারাবর্ণনা: মোঃ রায়হানুল ইসলাম
ও মিনাক্ষী বণিক
প্রযোজনা: এ এইচ এম শরিফ

বিকাল

৪-২০ শোকাবহ আগস্ট:
বিশেষ গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
এস.এম. খলিল বাবু
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. মৃত্যুঞ্জয়ী শেখ মুজিব:
ড. গীতিময় রায়
গ. জয়াগরের রোজনামচা থেকে পাঠ
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা: মোঃ আহসান আলম
৫-১০ ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিকল্পনা: মোঃ আকতার হোসেন
অংশগ্রহণে:
অধ্যাপক সফিয়ার রহমান,
প্রাক্তন কেউ
হোসনে আরা লুৎফা ডালিয়া
ও মোতাহের হোসেন বকুল মণ্ডল
প্রযোজনা: মোঃ আহসান আলম
৫-৪০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত ভাওয়াইয়া গান

রাত

৯-১০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস স্মরণে বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মোঃ সিরাজুল ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ জহুরুল আলম

১০-০০ মুজিব মানে বাংলাদেশ: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: ব্রজ গোপাল রায়
সুর ও সঙ্গীত: মোঃ আব্দুর রশিদ
ধারাবর্ণনা: মাহমুদুল হাসান পিন্টু ও খাদিজা জাফরিন
প্রযোজনা:
মোঃ জাহিদ কারখানা আর্জুমান বানু

১০-৫৫ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস স্মরণে বিশেষ দোয়া মাহফিল
পরিচালনা: মাওলানা মোঃ আলী
প্রযোজনা: মোঃ জহুরুল আলম

বাংলাদেশ বেতার, সিলেট

সকাল

৬-৩০ যদি রাত পোহালে শোনা যেত: বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান।
কণ্ঠ: কুমার খ'ন্দুলী

৬-৪৫ পিতা তোমাকে ভুলিনি। জাতির পিতাকে নিবেদিত গানের অনুষ্ঠান

৭-৩০ তুমি বাংলার ধ্রুবতারা: বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: ঋতিন্দ্র সরকার
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৮-১৫ বঙ্গবন্ধুর অমর কথা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত গ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৮-৩০ বিচিত্রা: প্রজাতি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গ কথা (জাতীয় শোক দিবস)
খ. শ্রদ্ধায় ভালবাসায় বঙ্গবন্ধু: বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের শোকানুভূতি শব্দধারণ, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ফারহান মাসউদ ভূঁইয়া
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান: মুজিব বাইয়া যাওরে
ঘ. ১৫ই আগস্ট শাহাদাত বরণকারীদের পরিচয় ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন: অধ্যাপক ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা আবৃত্তি: অধ্যাপক শামীমা চৌধুরী
চ. বিদেশে পলাতক বঙ্গবন্ধুর খুনীদের দণ্ড কার্যকরে বর্তমান সরকারের গৃহিত পদক্ষেপ: আ ফ ম সাঈদ
গ্রন্থনা: আকির ফয়সাল
উপস্থাপনা: রাবেয়া বেগম ও রিফাত আরা
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

৯-১০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

৯-২০ শোন একটি মুজিবরের থেকে: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
ক. দিকসূচিক আলোচনা
খ. ছোটদের বঙ্গবন্ধু (শিক্ষাগ্রহণ আলোচনা): জামান মাহবুব
গ. যতকাল বহে পদ্মা যমুনা: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: সন্ধ্যা রাণী চন্দ
সঙ্গীত পরিচালনা: মোঃ ওয়ালিম
ঘ. কবিতা আবৃত্তি: সাহিত্য সালসাবিল খান আকরা
গ্রন্থনা: লতিফা জাহানীর
উপস্থাপনা: জারিন তাসনিম অর্থে
প্রযোজনা: মোঃ দেলওয়ার হোসেন

১০-৩০ অক্ষরের দিন: স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
পরিচালনা: ড. আবুল ফতেহ ফাহাদ
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

বেলা

১১-১৫ খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু: শ্রুতিভিত্তিক অনুষ্ঠান
পরিবেশনা:
বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলা, সিলেট
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

১১-৫০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত জারী গান।
কাজল আহমদ ও সঙ্গীরা

২-১৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

৩-০৫ হৃদয়ের রক্তক্ষরণ: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
পরিচালনা: মোকাদ্দেছ বাবুল
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৩-৩০ তুমি আদর্শ তুমি প্রেরণা: তরুণদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
ক. চির তারুণ্যে ভাস্বর তুমি: প্রশ্নোত্তর আলোচনা: জাকিরুর রহমান সাকিব ও প্রাবণী দাস চৌধুরী
খ. আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কণ্ঠ বলি: বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা আবৃত্তি: শাহরিন জাহান উপমা
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
ঘ. ইতিহাস আমো কাঁদে: জয়ন সেই ১৫ আগস্টের বর্ণনা: গায়ত্রী রানী রায় ও নন্দন চৌধুরী বর্ষ
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: অনামিকা চন্দ
প্রযোজনা:
মোঃ দেলওয়ার হোসেন

বিকাল

৪-০৫ চির অম্লান: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: শামসুল আলম সেলিম
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা: সজল দত্ত
ধারাবর্ণনা: শমীমা আক্তার
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৪-৪০ কাঁদো কাঁদো বীর বাঙালি: বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: তুষার কর
উপস্থাপনা: মাধব কর্মকার
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৫-১০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

৫-৩০ বঙ্গবন্ধুর জন্মের পোশাক বাংলা বিশিষ্টাংশ: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ:
এডভোকেট হিসবাহ উদ্দিন সিরাজ, জাকির হোসেন ও প্রঃ পাসির উদ্দিন খান
সঞ্চালনা: আল আজাদ
প্রযোজনা: মোঃ দেলোয়ার হোসেন

সন্ধ্যা

৯-০৫ চলচ্চিত্র: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠান
মহিউদ্দীন গ্রহণ ও গ্রন্থনা: এম রহমান ফারুক
বর্ণনা: সৈয়দ সাইমুম আব্দুল ইভান
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

১০-০০ হে খোদা দয়াময়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শাহাদাত বরণকারী সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া মাহফিল
অংশগ্রহণ:
মাওলানা শাহ মোঃ নজরুল ইসলাম
সঞ্চালনা:
কারী মোঃ মতিউর রহমান
দোয়া পরিচালনা:
মাওলানা শাহ আলম
প্রযোজনা:
মোঃ দেলওয়ার হোসেন

১০-৩০ পিতা তোমাকে ভুলিনি। বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

সকাল

৬-৫০ বঙ্গবন্ধু স্মরণে গান:
যদি রাত পোহালে শোনা যেত
৭-৩০ স্বপন পটে খোকা:
শিশু-কিশোরদের
অংশগ্রহণে গীতিনকশা
রচনা: মাহবুবা হুসাইন চৌধুরী
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
ধীর সাকির হোসেন শামীম
বর্ণনা: শামিম রহমান সুচি
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
৮-১৫ বঙ্গবন্ধু স্মরণে গান
৮-৩০ মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব: আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: কে এম মনিরুল আলম
অংশগ্রহণে:
গাজী নজরুল হোসেন পিন্টু,
সৈয়দ দুলাল ও
আকতার উদ্দিন চৌধুরী
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
৯-০৫ স্মরণে বঙ্গবন্ধু:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানসহ
১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট
শাহাদতবরণকারী
শহিদদের স্মরণে মিলাদ ও দোয়া
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
হাফেজ মাওলানা মফিজুদ্দীন মুরাদী
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
৯-২০ ধন্য সেই পুরুষ:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
দেবাশীষ হালদার
অংশগ্রহণে: সুব্রত চক্রবর্তী ও
জেসমিন আফরোজ নীলা
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
৯-৩৫ বঙ্গবন্ধু স্মরণে গান
৯-৪৫ স্মৃতি অম্লান:
শোকের মাস আগস্ট-২০২২
স্মরণে মাসব্যাপি বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোশারফুল আলমীর কায়সার
ক. প্রসঙ্গ কথা: শোকের মাস আগস্ট
খ. ইতিহাসের কালো অধ্যায়
১৫ আগস্ট: সাক্ষাৎকার প্রদান:
ড. মোঃ ছাদেকুল আরেফিন
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
১০-২০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
১০-৪৫ ১৫ আগস্টের নির্মমতা:
সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার গ্রহণে:
মারিফ আহমেদ বাপ্পি
সাক্ষাৎকার প্রদানে:
এ্যাড. আবুকদার মোঃ ইউনুস
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

বিকাল

৪-০৫ হে জাতির পিতা:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: ড. গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
আহসান হাবীব দুলাল
বর্ণনা: শিরিন জাহান
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
৪-৩৫ আরশ: মুক্তমঞ্চের জন্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
কাজী আফরিদা তাসনীম
ক. জাতীয় শোক দিবস স্মরণে
প্রাসঙ্গিক আলোচনা
খ. তরুণ প্রজন্মের চোখে বঙ্গবন্ধু:
লিপারুন হালদার
গ. বঙ্গবন্ধু স্মরণে গান
ঘ. দেশগঠনে মুক্তমঞ্চের ভূমিকা:
জিনিয়া আক্তার রেকা
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
৫-১৫ মধ্যকালের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু:
সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: জাহিদ হোসেন
সাক্ষাৎকার প্রদান: বীর মুক্তিযোদ্ধা
মেজর রফিকুল ইসলাম বাবু ও
বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রদীপ কুমার ঘোষ
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
৫-৩৫ সম্প্রদায়ের: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক
দিবস-২০২২ স্মরণে স্থানীয় ও
জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত
সম্প্রদায়ের অবলম্বনে অনুষ্ঠান
উপস্থাপনা: তপনের চক্রবর্তী
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
৫-৫০ জারী গান:
জাতীয় শোক দিবস স্মরণে
শিল্পী: মিজানুর রহমান বয়াতী ও সঙ্গীয়া

সন্ধ্যা

৬-০৫ চাষবাস:
কৃষিভিত্তিক আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
এস এম নাহিদ বিন রফিক
ক. জাতীয় শোক দিবস
স্মরণে প্রাসঙ্গিক আলোচনা
খ. কৃষি উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান:
কৃষিবিদ মোঃ মনিরুল ইসলাম
গ. গান
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

রাত

১০-০০ চিরঞ্জীব মুজিব: লোকভিত্তিক অনুষ্ঠান
পরিবেশনা:
বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, বরিশাল
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
১০-৩০ বিশেষ বেতার বিবরণী:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয়
শোক দিবস স্মরণে বরিশালে
অনুষ্ঠিতব্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের
উপর ভিত্তি করে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
যবনিকাপাত, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সজল মাহমুদ
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও

সকাল

৬-৫৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
যদি রাত পোহালে শোনা যেত:
মলয় কুমার গাঙ্গুলী
৮-৩০ উত্তরাঞ্চল:
সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান-এ
ক. প্রসঙ্গ কথা:
জাতীয় শোক দিবস
খ. আজকের ডায়েরি ও কুইজ
গ. ইতিহাসের এইদিনে:
তাপস কুমার রায়
ঘ. কাঁদো বাঙালি কাঁদো:
আগস্ট মাস ছিলেন
বিশেষ ধারাবাহিক
ঙ. সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে
বঙ্গবন্ধুর কর্মপ্রয়াস:
মনতোষ কুমার দে
চ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ্রন্থনা: ইকবাল হোসেন
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
৯-০৫ স্মরণ প্রেরণায় পিতা:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: ইশরাত জাহান লিপি
উপস্থাপনা: আফিয়া ইসলাম
ক. প্রসঙ্গ কথা: দিকনির্দেশক
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
(সমবেত)
গ. শিশুদের আলোচনা:
খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু

কথক: আবদুস সাত্তার
ঘ. আবৃত্তি (শিক্ষার্থীদের):
মোহাম্মদিয়া আল মিনান
প্রযোজনা:
অভিজিত সরকার

৯-৩০ স্বপ্নচূড়ে মুজিব:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: আনোয়ারুল ইসলাম
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
মোঃ মোফাজ্জেল আলী
পরিবেশনা: মনিরুন নেসাদৌস ও
মুসাল রাহমান
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

১০-১৫ কে বলে তুমি নেই:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের
গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান:
গায়কদল ও গ্রন্থনা: ইকবাল হোসেন
উপস্থাপনা:
আন্জুমান আরা কলি
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

১০-৩০ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান এবং
তাঁর পরিবারের শাহাদাত বরণকারী
সদস্যগণের আত্মার মাগফিরাত
কামনায় বিশেষ মিলাদ মাহফিল
গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
মাওলানা মোঃ শফিকুর রহমান

ক. পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত:
হাফেজ কারী মোঃ কামরুল ইসলাম
খ. ইসলামের প্রচার ও প্রসারে
বঙ্গবন্ধুর অবদান:
মোঃ মফিজুর রহমান
গ. দরুদ পাঠ:
অংশগ্রহণকারীগণ
ঘ. মুনাজাত: ১৯৭৫ সালের ১৫
আগস্ট শাহাদাত বরণকারীদের
আত্মার মাগফিরাত কামনায়
মুনাজাত:
মাওলানা মোঃ শফিকুর রহমান
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

বিকাল

৪-৩৫ চেতনায় মুজিব।
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: স্বপ্না শর্মা
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৫-১০ বঙ্গবন্ধু একটি ইতিহাস:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রবিউল ইসলাম
অংশগ্রহণে: বীর মুক্তিযোদ্ধা
মাহবুবুর রহমান বাবলু,
নেলিনা জাহান শিপা,
বজরুল ইসলাম রুপন ও
মোস্তাফিজুর রহমান লিপন
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৬-১০ কৃষি জিজ্ঞাসা:
কৃষি বিষয়ক চিঠির জবাবদান ও
ফোন-ইন অনুষ্ঠান পরিচালনা
মোঃ আশরাফুল আলম
ক. ফসল কথা: শিক্ষামূলক
খ. কৃষিজিজ্ঞাসা
বিষয়: সফল সম্পদ
জব বদানে:
কৃষিবিদ আবু সাদাত
মোঃ সারেদ শাহরিয়ার
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা:
অভিজিত সরকার

সন্ধ্যা

৬-৪০ অমর নেতা শেখ মুজিব।
শোকের মাস আগস্ট স্মরণে
মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সৈকত বণিক
ক. জাতীয় শোক দিবস পালন
খ. বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ:
মাহবুবুর রহমান বাবলু
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা:
অভিজিত সরকার

৭-০০ ক. কারাগারের রোজনামচা:
গ্রন্থ থেকে পাঠ
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার

সকাল

৮-৪৫ চির অম্লান মুজিব।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান এর
শাহাদাতবার্ষিকী স্মরণে
মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
জসিম উদ্দিন বকুল
ক. দেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর অবদান।
পরীক্ষিৎ বড়ুয়া
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

৯-০৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

১০-৩০ মুজিব মানে মুক্তি:
মুক্তসমাজের জন্য মাগরিবিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা।
রাবেয়া আফতাব
ক. শিক্ষামূলক আলোচনা
খ. আজকের আসর:
মুক্তসমাজের প্রেরণা বঙ্গবন্ধু
অংশগ্রহণে: আবেশা হিদিকা মনিরা,
নুর আহাদ ও ওয়াহিদ চৌধুরী
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা আবৃত্তি
ঙ. বঙ্গবন্ধুর ছাত্রজীবন:
শামীম আরা নুর আখি
চ. শেখ মুজিব আমার পিতা।
গ্রন্থ থেকে পাঠ। রোমানা আফতার
প্রযোজনা: মোঃ সুলতান আহমেদ

বেলা

১১-৫০ যদি রাত পোহায়ে শোন যেতে:
বঙ্গবন্ধুর স্মরণে গানের অনুষ্ঠান

দুপুর

১২-৩০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
সালমা জাহান

বেলা

১-৩৫ আমাদের শেখ মুজিব:
শিশু-কিশোরদের জন্য মুলভিত্তিক
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: রামু নিজারী
উচ্চবিদ্যালয় এর ছাত্র-ছাত্রীরা
প্রযোজনা:
কাজী মোঃ নুরুল করিম

সন্ধ্যা

৭-০৫ প্রিয় নেতা শেখ মুজিব:
গ্রন্থনাবদ্ধ সঙ্গীতানুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সরমিন হিদিকা
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

রাত

৯-০০ আমাকে দিয়েছিলে তুমি
অসীম আকাশ।
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সিরাজুল হক সিরাজ
প্রযোজনা: মোঃ সুলতান আহমেদ

৯-৩০ মুজিব তুমি সিরাজ।
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: পরীক্ষিৎ বড়ুয়া
অংশগ্রহণে:
সাইমুম সরোয়ার কমল,
প্রভ: সিরাজুল মোহসিন ও
অজিত দাশ
প্রযোজনা: মোঃ সুলতান আহমেদ

১০-০০ আকাশটা আজ মেঘে ঢাকা।
বিশেষ গীতিনকশা
গীত রচনা:
শিরাকত হোসেন খোকন
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
বাবুল ইসলাম
ধারাবর্ণনা: জাহাঙ্গীর হায়দার ও
ফারাহ তাজিন মাজুমদার
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

বাংলাদেশ বেতার, রাঙামাটি

বেলা

১১-১৩ অম্লান শেখ মুজিব:
বিশেষ স্বীকৃতিকথা
রচনা: আরশি দাশ
স্বরাবর্ণনা: রোকসানা আক্তার ও
স্নেহাশীষ বড়ুয়া
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
রুনেশ্বর বড়ুয়া

১১-৪০ জয় বাংলা: স্বরচিত কবিতা
পাঠের বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোঃ মহিউদ্দিন

দুপুর

১২-০৭ বাংলার বাগানে সুরভিত ফুল।
মহিলাদের বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নেত্রদ্রিং চৌধুরী নন্দী
অংশগ্রহণে: নিরুপা দেওয়ান,
রোকেয়া বেগম ও অঞ্জলিকা বীসা
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

১২-৩০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

বেলা

১-১০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

১-৩০ খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গীতরচনা ও গ্রন্থনা:
হাসান মাহমুদ মনজু
ক. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
সুমেধা চাকমা
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা
আবৃত্তি: আরশা তাসনিম ও
রেবমবি চাকমা
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
দিপী বড়ুয়া ও অদ্রিতা অঞ্জনা দাশ
ঘ. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক
দিবস সম্পর্কে শিক্ষামূলক
আলোচনা: তাত্ত্বিক হোসেন কবির
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
তন্ময়ী বড়ুয়া ও অরুণ দেবনাথ
চ. কারাগারের রোজনামচা থেকে
পাঠ: কপি চাকমা ও
শেখ আজরিন সাবিয়া জনয়া
ছ. সমবেত কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুকে
নিবেদিত গান
স্বরাবর্ণনা: কথা চাকমা
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

২-০৫ যদি রাত পোহালে শোনা যেত:
দিবসভিত্তিক গান

২-২০ কে বলে বঙ্গবন্ধু তুমি নাই:
গান, কবিতা, বঙ্গবন্ধুর জন্মমাস
আত্মজীবনী, ৭ই মার্চের ভাষণ ও
প্রকৃতির অংশ নিয়ে
বিশেষ গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোঃ ফখরুজ্জামান

৩-০৫ বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ।
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সুশীল কান্তি দে
অংশগ্রহণে: ফিরোজা বেগম টিনু,
বীর মুক্তিযোদ্ধা
রাজী মোঃ আমানউদ্দিন,
তাত্ত্বিক হোসেন কবির ও
মাহফুজুর রহমান মাহফুজ
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-৩৫ শোক থেকে শক্তি:
যুবসমাজের জন্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সাদিয়া রহমান মুক্তরুন
ক. তারুণ্যের চোখে শোকের মাস
১৫ই আগস্ট: রফিজুল আলম
খ. দ্বৈত কবিতা আবৃত্তি
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-৫৫ দিবসভিত্তিক গান:
শোন একটি মুজিবের কণ্ঠ থেকে

বিকাল

৪-১৫ পিরিজ্জার: তথ্য বিনোদন ও
প্রচারণামূলক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান-এ
ক. প্রসঙ্গ কথা: জীবিতের চেয়ে
অধিক জীবিত তুমি বঙ্গবন্ধু:
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রুহুল আমীন
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা:
মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

বেলা

১১-০৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

১১-৫০ বঙ্গবন্ধুর অমর কথা।
নজরুল রচিত বিভিন্ন
গ্রন্থ থেকে পাঠের অনুষ্ঠান
ক. বঙ্গমাতা ও বঙ্গবন্ধু
সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. কারাগারের রোজনামচা
গ্রন্থ থেকে পাঠ
পাঠে: সুমিতা দেবী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
কিরণ কুমার ভট্টাচার্য
প্রযোজনা: মোঃ মাহবুবুর রহমান

দুপুর

১২-১৫ অপরূপা বান্দরবান।
রেডিও ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান-এ
ক. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
৪৭তম শাহাদাতবার্ষিকী ও
জাতীয় শোক দিবস
স্মরণে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. কবিকা: স্বাধীনতার স্থপতি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান: মাহমুদ করিম
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত
কবিতা আবৃত্তি:
ঘ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
গ্রন্থনা: দীলিপ চক্রবর্তী
উপস্থাপনা: সৈকত বড়ুয়া ও
সাদিয়া সুলতানা লোপা
প্রযোজনা: মোঃ মাহবুবুর রহমান

১২-৪৫ বঙ্গবন্ধু: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
বিভিন্ন সময়ের দেশ প্রবণের উদ্ধৃতি,
গানটির নিয়ে বিশেষ গ্রন্থিতঅনুষ্ঠান
প্রযোজনা: এ বি এম রফিকুল ইসলাম

বেলা

১-১৫ ডিজিটাল বাংলাদেশ:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
৪৭তম শাহাদাতবার্ষিকী ও
জাতীয় শোক
দিবস স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. কবিকা: তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর
সোনার বাংলা গঠনে
বঙ্গবন্ধুর দর্শন:
মোহাম্মদ রেজা সারোয়ার
গ. ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ক স্পট
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: তাহিরা রহমান
প্রযোজনা: মোঃ মাহবুবুর রহমান

১-৩০ সম্পাদকীয় মন্তব্য: জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
৪৭তম শাহাদাতবার্ষিকী ও
জাতীয় শোক দিবস স্মরণে
জাতীয় দৈনিক, আঞ্চলিক ও স্থানীয়
সংবাদপত্রসমূহের
সম্পাদকীয় অংশের উপর
ভিত্তি করে সরাসরি অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: বুদ্ধ জ্যোতি চাকমা ও

আমিনুল ইসলাম বাচ্চু
সঞ্চালনা: মৌমিক দাসগুপ্ত
প্রযোজনা: এ বি এম রফিকুল ইসলাম

২-৪০ স্বাগতম:
তরুণ প্রজন্মের জন্য বিশেষ
ম্যাপাজিন অনুষ্ঠান
(তরুণ প্রজন্মের চোখে বঙ্গবন্ধু
শিরোনামে প্রামাণ্যসহ)
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. ১৫ই আগস্ট শ্রবণের অমর কান্না:
মো: তরেকুল ইসলাম
গ. সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা:
চিরোশ্রু শেয়ার
ঘ. বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গঠনে
যুবসমাজের ভূমিকা: রনি দে
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
মৌমিতা মজুমদার
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সুচনা বড়ুয়া ইতু
প্রযোজনা: মো: মামুনুর রহমান

৩-১০ ক্ষেত-খামার: কৃষি, মৎস্য ও
প্রাণিসম্পদ উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ.বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্র
উন্নয়ন-এ বিষয়ে সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকার প্রদানে:
মো: রফিকুল ইসলাম
গ.বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা: মো: মামুনুর রহমান

৩-৩০ প্রাণের আকাশে বিষাদের সুর:
বিশেষ গীতিনক্শা
রচনা: মামুন-উর-রশিদ
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
ইসরাফুল হক
ধারাবর্ণনা: মাহফুজুল হাসান ও
নাদিয়া সুলতানা লোপা
প্রযোজনা: মো: মামুনুর রহমান

বিকাল

৪-১০ তুমি প্রত্যয় হয়ে আছো:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
বিশেষ গীতিআলেখ্য
পরিবেশনা: ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল
এন্ড কলেজ, বাগদাদবান
প্রযোজনা: মো: মামুনুর রহমান

৪-৩৫ হৃদয়ে চিরভাস্বর: মহিলাদের জন্য
বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. মুক্তিযুদ্ধে দেশে নারীদের
পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর অবদান:
এ্যাড. সারা সুমীপ ইউসুফ
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত
কবিতা আবৃত্তি
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
হোসনে আরা শাবন
প্রযোজনা: মো: মামুনুর রহমান

৫-১০ রাজনীতির কবি বঙ্গবন্ধু:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ:
লক্ষীপদ দাশ ও এ কে এম জাহাঙ্গীর
সঞ্চালনা: মনিরুল ইসলাম মনু
প্রযোজনা: মো: মামুনুর রহমান

৫-২০ বিশেষ মিলাদ মাহফিল ও মোনাজাত
ক. পরিচালনা
(তেলাওয়াত ও তরজমাসহ):
মাওলানা মো: মোবাশেরুল হক
খ. কবিতা: বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম:
মাওলানা মো: শাহাবুদ্দিন
প্রযোজনা:
এ বি এম রফিকুল ইসলাম

সন্ধ্যা

৬-০৫ কঠিন কাহিনি:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: বর্ষা মৌমিক
প্রযোজনা: এ বি এম রফিকুল ইসলাম

৬-৩৫ বেতার বিবরণী: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
৪৭তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয়
শোক দিবস স্মরণে
বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ অঞ্চলে
অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের
উপর ভিত্তি করে বিশেষ
বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও বর্ণনা:
'বিশ্বনন্দিত কবির বাণী'
প্রযোজনা:
এ বি এম রফিকুল ইসলাম

৬-৫০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা

রেকর্ড

১১-০০ ক. শোন একটি মুজিবরের থেকে:
দেশাত্মবোধক গান
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

দুপুর

১২-০৫ মৃত্যুঞ্জয়ী শেখ মুজিব:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
কবিতা ও প্রবন্ধ নিয়ে
গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নুর মোহাম্মদ রাজু
ক. বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের
ভাষণের অংশবিশেষ
খ. যদি রাজ পোষাকে পেশা বেতা:
মনির কুমার গাঙ্গুলী
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত
কবিতা থেকে আবৃত্তি:
উত্তম বহ্নি সেন
ঘ. বঙ্গবন্ধুর চেতনায় উদ্বুদ্ধ
স্বনির্ভর বাংলাদেশ:
ড. জিকরু মুনিরুজ্জামান
ঙ.অনন্যা আত্মজীবনী
গ্রন্থ থেকে পাঠ: সারওয়ার নাঈম
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

১২-৩৫ নারী মুক্তির অগ্রদূত বঙ্গবন্ধু:
নারী সমাজের অংশগ্রহণে বিশেষ
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: সেলিনা রহমান
উপস্থাপনা: স্নিগ্ধা চক্রবর্তী
ক. নারীর অধিকারে বঙ্গবন্ধু:
তাসলিমা আক্তার
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
গ. কারাগারের রোজনামচা
গ্রন্থ থেকে পাঠ: রুমানা রুমি
ঘ. কবিতা আবৃত্তি
সোহাগী শারমিন বাপ্পা
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

বেলা

১-০৫ হৃদয়তারে বঙ্গবন্ধু
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত
গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মাহতাব সোহেল
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

১-৩০ তুমি বাংলার হৃদয়তারা:
বিশেষ গীতিনক্শা
রচনা ও সুর সংযোজনা:
তপন দাস ভট্টাচার্য
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

২-৩০ বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি:
আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ:
আবু হাসেন মো: সেলিম রেজা সৌরভ,
কাজী আনিস ও মো: রাশেদ
সঞ্চালনা: মাহতাব সোহেল
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন

৩-০৫ মঞ্চের রাজপুত্র: জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে
নিবেদিত আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
পরিবেশনা: ধ্বনি আবৃত্তি স্কুল, কুমিল্লা
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

বিকাল

৪-০৫ বঙ্গবন্ধু: বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী ভাষণ
নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী অনুষ্ঠান

৪-১৫ শেখ মুজিবুর রহমান রচিত
'আমার দেখা নয়াচীন'
গ্রন্থ থেকে পাঠ: উত্তম বসি সেন
৫-২৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৫-৩০ তুমি চিরম্লান:
শিশু-কিশোরদের
অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আজমুল শাহার পূর্বি
ক. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিতগান
(দলবেত কণ্ঠে):
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা:
প্রভা চক্রবর্তী
গ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
ঘ. শিশু-কিশোরদের কল্যাণে
বঙ্গবন্ধুর অবদান
(আলোচনা):
শাহাজাহান চৌধুরী
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন

সন্ধ্যা

৬-০৫ মুক্তিযোদ্ধার চোখে বঙ্গবন্ধু
বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একজন মুক্তিযোদ্ধার
স্মৃতিচারণমূলক সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকার প্রদানে:
বীর মুক্তিযোদ্ধা জহিরুল হক দুলাল
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন
৬-২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান ও
তাঁর পরিবারবর্গের শাহাদাতবার্ষিকী
ও জাতীয় শোক দিবস স্মরণে বিশেষ
আলোচনা, দোয়া ও মোনাজাত
পরিচালনা:
মাওলানা হাবিবুর রহমান আল কাদিরী
অংশগ্রহণে:
মাওলানা শাহজালাল সিরাজী,
মাওলানা মতিউল ইসলাম ও
মাওলানা মোশররফ হোসাইন
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ

সকাল

৮-১৫ মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব:
শোকের মাস আগস্ট স্মরণে
মাসব্যাপী গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নুসরাত জাহান
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির
৮-৩০ ক. হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু:
অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থ থেকে পাঠ:
শিফাত আসমুল্লাহ
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৮-৪০ ডায়েরির পাতা:
কারাগারের রোজনামচা
থেকে পাঠের অনুষ্ঠান:
প্রদ্যোত রায়
৮-৪৫ তুমি আছো বাঙালি সত্তায়:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রবিউল ওয়াদ
প্রযোজনা: কামরুল মাহমুদ
৯-০৫ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও সমৃদ্ধির বাংলাদেশ:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মাহমুদ আলী খন্দকার
অংশগ্রহণে:
ড. এ. কিউ. এম. মাহবুব,
চৌধুরী এমদাদুল হক ও
মাহবুব আলী খান
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির
৯-৩৫ তুমি বাংলার ধ্রুবতারা:
গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: অচিন্ত্য বিশ্বাস
প্রযোজনা:
হুমায়ুন কবির
১০-০৫ জাতিসত্তার প্রাণপুরুষ:
বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক
তুলে ধরে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
বিষয়: অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু
সঞ্চালনা:
মাহমুদ আলী খন্দকার
অংশগ্রহণে: বীর মুক্তিযোদ্ধা
শেখ লুৎফর রহমান বাচ্চু,
মোঃ হাবিবুর রহমান ও
জুবাইদুর রহমান
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির
১০-৩০ তুলির তোমায়:
কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে
গোষ্ঠীভিত্তিক অনুষ্ঠান
পরিবেশনা:
মিরেশী গণ সাংস্কৃতিক সংস্থা,
গোপালগঞ্জ
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ

সকাল

৮-১০ নদি রাত পোহালে শোনা যেত:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমানকে নিবেদিত গান:
সাবিনা ইয়াসমিন
৮-২০ পূর্বাশা:
প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গকথা
খ. এইদিনে:
বাংলাদেশ ও বিশ্ব ইতিহাসে
এইদিনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর
তথ্য নিয়ে প্রতিবেদন
গ. শোক সাগরে ভাসি:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয়
শোক দিবসে বিভিন্ন
পেশা পেশার মানুষের অনুভূতি
বহিঃধারণ, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
দুলীপ রায়
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা:
স্বর মাধ্যম ইতিহাসের জ্যোতিষ্কলয়
আবৃত্তি কর্মী চাকলাদার
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
তুমি নেই আজ:
সাবিনা মমতাজ
গ্রন্থনা: শাবানা বেগম
প্রযোজনা:
মোঃ জাকিরুল ইসলাম
৮-৪০ মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত
গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আঁখি আকতার মনি
প্রযোজনা:
মোঃ জাকিরুল ইসলাম
৯-১০ অন্ধকারে তিন আলো:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত
গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোঃ জুবায়ের ইয়াসে আমাল
প্রযোজনা:
মোঃ জাকিরুল ইসলাম
৯-৩০ কবিতায় বঙ্গবন্ধু:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত স্বরচিত
কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আল মামুন
১০-২০ তুমি রবে অবিচল।
কবিতায় গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
দুলীপ রায় সুমন
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল

সকাল

৭-২০ সুখের ঠিকানা:
ক. জাতীয় শোক দিবস
স্মরণে আলোকপাত
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
সেদিন আকাশে শ্রাবণের মেঘ ছিল
গ. প্রশ্নোত্তর আলোচনা:
পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে
বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা
সাক্ষাৎকার প্রদানে:
আব্দুল লতিফ মোল্লা
সাক্ষাৎকার গ্রহণে:
মোঃ মাহফুজুল আলম
প্রযোজনা: সাহিদা মজুমী

বেলা

১১-৩০ স্বাস্থ্যই সুখের মূল:
ক. জাতীয় শোক দিবস
স্মরণে আলোকপাত
খ. আলোচনা: ১৫ই আগস্ট
বাংলাদেশের ইতিহাসে
এক কলঙ্কময় দিন
সাক্ষাৎকার প্রদানে:
প্রফেসর ড. আব্দুল মান্নান
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: মামুন-উর রশিদ
গ. কারাগারের প্রজনামঞ্চ:
গ্রন্থ থেকে পাঠ: নাঈমা রুমান রুমা
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
সেই আলোরাত্রির গল্পটা:
সামিনা চৌধুরী
অংশগ্রহণে: মোঃ রফিকুল ইসলাম ও
বিলিতা রহমান
গ্রন্থনা: তামান্না সিদ্দিকী
উপস্থাপনা: মোঃ খলিল উদ্দিন ও
তামান্না সিদ্দিকী
প্রযোজনা:
মোহাম্মদ ইকফাতুর রহমান

বিকাল

৪-০৫ এসো গড়ি ছোট পরিবার:
ক. জাতীয় শোক দিবস
স্মরণে আলোকপাত
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
তোমার রক্ত মাটিতে পড়েনি।
সুমনা বর্ধন
গ. আলোচনা: মৃত্যুঞ্জয়ী বঙ্গবন্ধু
অংশগ্রহণে: ড. খুরশিদা বেগম
ডা: আমির হোসেন রাহত
সঞ্চালনা: লাল্টু হোসাইন
ঘ. কবিতা আবৃত্তি (দিবসভিত্তিক):
আজহারুল ইসলাম
ঙ. অসমাপ্ত আত্মজীবনী:
গ্রন্থ থেকে পাঠ:
রুমান ইসলাম কয়েল
সাক্ষাৎকারগ্রহণে: মোঃ জসিমউদ্দিন
গ্রন্থনা: মোঃ জোবায়েদ হোসেন পলাশ
উপস্থাপনা: শাজমুন্নাহার সুমনা ও
মোঃ জোবায়েদ হোসেন পলাশ
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

রাত

৮-১০ সুখী সংসার:
ক. জাতীয় শোক দিবস
স্মরণে আলোকপাত
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
যদি রাত পোহালে শোনা যেত:
মলয় কুমার গাঙ্গুলী
গ. সাক্ষাৎকারভিত্তিক আলোচনা
শোক থেকে এগিয়ে চলার শক্তি
সাক্ষাৎকার প্রদানে:
আ.আ.ম.স. আরেফিন সিদ্দিক
সাক্ষাৎকার গ্রহণে:
শফিকুল ইসলাম বাবার
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শাহীনুর রহমান
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

কৃষি সার্ভিস দপ্তর

সকাল

৬-৫০ কৃষি সমাচার:
কৃষি ও পরিবেশভিত্তিক অনুষ্ঠান
ক. ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয়
শোক দিবস নিয়ে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
কাঁদো বাঙালি কাঁদো:
মাজেদুর রহমান মুকুট
গ. বঙ্গবন্ধু ও বাংলার কৃষি:
ড. মোঃ আফিউর রহমান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শফিকুল ইসলাম বাবার
প্রযোজনা:
জান্নাতুল ফেরদৌস

সন্ধ্যা

৬-০৫ সোনালী ফসল: আঞ্চলিক অনুষ্ঠান-এ
ক. ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয়
শোক দিবস নিয়ে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. বঙ্গবন্ধুর কৃষি ভাবনা।
আসেয়ার ফারুক
গ. বঙ্গবন্ধুর স্মরণে গান:
পিতা তোমাকে ভুলিনি:
ফাহমিদা নবী
আসর পরিচালনা:
নজরুল ইসলাম
প্রযোজনা:
জান্নাতুল ফেরদৌস

৭-০৫ দেশ আমার মাটি আমার:
জাতীয় অনুষ্ঠান-এ
ক. ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয়
শোক দিবস নিয়ে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. জাতীয় শোক দিবসের উপর
ভিত্তি করে বিশেষ কথিকা।
বঙ্গবন্ধু কৃষকের আলোয় দিশারী:
কৃষিবিদ হামিদুর রহমান
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
যদি রাত পোহালে শোনা যেত:
মলয় কুমার গাঙ্গুলী
আসর পরিচালনা:
মাহমুদা খানম
প্রযোজনা:
নুসরাত বারুন

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম

সকাল

১০-০৫ বাজে তোমার বাজে বাঁশি:
কবিতা নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: জান্নাতুল ফেরদৌস লিজা
উপস্থাপনা:
জান্নাতুল ফেরদৌস লিজা
ও মোঃ কাজলুর শেখ
প্রযোজনা: মোঃ আব্দুল হান্নান

বিকাল

৫-৩৫ আমাদের মহাস্মারক
গান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মোঃ আলমগীর
উপস্থাপনা: মোঃ আলমগীর ও
মাহফুজা আক্তার সুমি
প্রযোজনা: মোঃ আব্দুল হান্নান

বহির্বিশ্ব কার্যক্রম

External service

রাত
১০.৩০-১১.৩০ (সময়প্রবাহ)
১.৪৫-২.০০ (ইউরোপ)

স্মৃতিতে অমলিন
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. ১৫ই আগস্ট জাতীয়
শোক দিবস স্মরণে
প্রাসঙ্গিক কথা
খ. গান:
সেদিন আকাশে শ্রাবণের মেঘ ছিল
শিল্পী: নাসীর মহাম্মদ তুর্কীউল্লাহ
গ. কবিতা: বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও
আন্তর্জাতিক সম্প্রীতিসমূহে
বাংলাদেশের কূটনীতি:
ঘ. শিল্প প্রসঙ্গ বিশ্বাস
ঙ. ভাষণ: জাতিসংঘে জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধুর জীবনের অংশবিশেষ
চ. গান:
তুমি চলে গেছো
শিল্পী: শাশ্বতী আখতার
ছ. আবৃত্তি:
এই সিঁড়ি: প্রজ্ঞা লাবণী
সংকলন ও গ্রন্থনা: ইকবাল খোরশেদ
উপস্থাপনা: ইকবাল খোরশেদ ও
জান্নাতুল ফেরদৌস তমা
প্রযোজনা: ফাতেমাতুজ জোহরা

Time of Broadcast:
Between 6:30 PM & 7:00 PM
English 1st Transmission
Between 11:45 PM & 1:00 AM
English 2nd Transmission

Bangabandhu
The Ever Luminant
Special Program on the Death
Anniversary of the
Father of the Nation
Bangabandhu Sheik
Mujibur Rahman and
National Mourning Day 2022
1. Intro on the Death
Anniversary of
Father of the Nation
Bangabandhu Sheik
Mujibur Rahman.
2. Excerpt from the Book
"My Father My Bangladesh"
by Sheikh Hasina
Read by: Shamim Khan
3. Song: Tumi Tow Nai
(তুমিতো নাই)
Singer: Samina Chowdhury
4. Talk: Bangabandhu-
The Charismatic Leader
By: Professor AtiurRahman
5. Poem: Shey Naam Mujib
(সে নাম মুজিব)
Recited By: Mahmuda Akhter
6. Niye Paye Paye Shoto Badha
(নিয়ে পায়ে পায়ে শত বাধা)
Singer:
Muhin and Champa Banik
Research and Compilation:
Alfazuddin Ahmed Tarafdar
Presented by:
Ashik uz Zaman Sarkar
Produced by:
Umma Farhana Hossain Shimu

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

সকাল ৯-০০ থেকে সন্ধ্যা ৭.০০

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান বিশেষ

ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস

বেলা
১-৩০ বঙ্গবন্ধু: বড় প্রিয় একটি নাম
বিশেষ সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: আ.ফ.ম রোকাবেল হক
সঞ্চালনা:
মামুন উর রশিদ ও লিনালিসা
প্রযোজনা: নাসিমা ফেরদৌস
১-৫৫ জাতির পিতাকে নিবেদিত গান:
কথাসাহিত্য মুমতাজ
২-০০ জনের সমুদ্র এখনও তোমাকে খোঁজে:
বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান
গ্রন্থনা: জলিথা করিম
উপস্থাপনা: জলিথা করিম ও
আব্দুল্লাহ তমাল
প্রযোজনা: নাসিমা ফেরদৌস
২-২৫ শোক থেকে শক্তি:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: নাসির আহমেদ ও
খুরশিদা বেগম
সঞ্চালনা: শফিকুল ইসলাম বাবার
প্রযোজনা:
জেড. এ. সৈয়দ আহসানুল আরেফ
২-৪০ কবিতায় বঙ্গবন্ধু:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মাহমুদা আখতার
প্রযোজনা:
জেড. এ. সৈয়দ আহসানুল আরেফ

* কেন্দ্র ও ইউনিটসমূহ থেকে প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী প্রকাশিত

স্মৃতি অবিনশ্বর

নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী নৌকায় পদ্মা নদীতে, রাজশাহী ১৯৫৪

কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে হাসে উজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তিলাভের পর। ১৯৬৯

৭০-এর নির্বাচনে নির্বাচনী প্রচারণায় বঙ্গবন্ধু

নির্বাচনে ভোটদানরত বঙ্গবন্ধু। ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাজউদ্দিন আহমেদ সহ নির্বাচনী ফলাফল শুনছেন বেতারে। ১৯৭০

"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। ৭ মার্চ ১৯৭১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাসভবন থেকে জনতার উদ্দেশে হাত নাড়ছেন, পিছনে দাঁড়িয়ে জ্যেষ্ঠকন্যা শেখ হাসিনা। ২৩ মার্চ ১৯৭১

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে লন্ডনে জন কীর্ন সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু। ৮ জানুয়ারি ১৯৭২

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটে বঙ্গবন্ধু-কে স্বাগত জানাচ্ছেন। ১৯৭২

স্বদেশের মাটিতে জনসমুদ্রে জাতির পিতা। ১০ জানুয়ারি ১৯৭২

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জানুয়ারি ১৯৭২

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী-কে
বিমানবন্দরে স্বাগত জানাচ্ছেন। ১৭ মার্চ ১৯৭২

সফররত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু। ১৮ মার্চ ১৯৭২

বেতার শিল্পী কুশলীদের সঙ্গে জাতির পিতা। ১৯৭২

কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ট্রোর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু। ১৯৭৩

পিতা মাতা ও স্ত্রী সন্তানসহ বঙ্গবন্ধু

ঐতিহাসিক মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি স্বাক্ষরের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও
ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ১৬ মে ১৯৭৪

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ও জ্যেষ্ঠকন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু

মায়ের স্নেহশীতল পরশে জাতির পিতা

সৌদি বাদশাহ ফয়সালের সঙ্গে আলোচনারত বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩

বাবা-মায়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু

ভারতের সঙ্গীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু রাজশাহী জনসভায় যাচ্ছেন। ১৯৫৪

ব্রিটেনের রানি ২য় এলিজাবেথের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু

১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় রাজরবাগ পুলিশ লাইনে পুলিশ সপ্তাহের উদ্বোধনকালে প্যারেড পরিদর্শন করেন

মারদেকাগামী জাতীয় ফুটবল দলের সাথে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের করমর্দন

মহান মুক্তিযুদ্ধের পর টাঙ্গাইলের বিপুর সিনী সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে অস্ত্র জমা দেওয়ার অনুষ্ঠান

বঙ্গবন্ধুর স্নেহময় সান্নিধ্যে শেখ হাসিনা

তরুপল্লব

শিশু-কিশোর পাতা

রক্ত ঝরা আগস্ট

ছবি: তাসবিন হোসেন, অশান্তি, সাতকাহন

১৫ই আগস্ট

মির্জা রিজওয়ান আলম

আজকের সকাল থেকে দাদুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজ পড়তে মেইন বের হলো আর ফিরে এলো না। ঘড়িতে সাড়ে সাতটা। বাড়িতে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে। আমি গিয়ে আবার চাচাদের ঘরে, আশেপাশের প্রতিবেশীদের বাড়িতে-বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে এলাম। বাবা খুঁজতে গেলেন হাটে-বাজারে, চায়ের দোকানে। সব জায়গায় খুঁজলেন, কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না।

অনেক সময় দাদু মইনুদ্দিন ভাকুর চায়ের দোকানে বসে অন্যদের সাথে গল্প করেন আর চা খান। সেখানেও বাবা খুঁজে এসেছেন, কিন্তু দাদু সেখানেও নেই। আত্মীয়-স্বজনের বাসায় ফোন করা হলো কিন্তু কারো বাসায় দাদু যাননি। দাদি কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছেন। মা আর চাচিরা দাদিকে সামলাচ্ছেন। এমন সময় হঠাৎই দাদি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। মইনই আরো বেড়ে গেল। দাদির চোখে-মুখে পানির ঝাপটা দেওয়া হচ্ছে, বড় চাচি দাদির হাত-পায়ে সরষের তেল মালিশ করছেন কিন্তু জ্ঞান তো ফেরে না। শেষমেষ ডাক্তার ডেকে আনা হলো। ডাক্তার এসে দাদির জ্ঞান ফেরালেন। অতিরিক্ত মানসিক চাপ থেকে এই অবস্থা হয়েছে। দাদিকে মানসিক চাপমুক্ত রাখার কথা বলে ডাক্তার চলে গেলেন, বাবাও সাথে সাথে গেলেন। কিন্তু মানসিক চাপ তো চাইলেই কমানো যায় না, দাদুকে যে এখনো পাওয়া যায়নি।

এদিকে বাড়িতে লোকজন জড়ো হয়ে গেছে। লোকজনের মধ্যে রাতুলও এসেছে। আমি আর রাতুল একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ি, সহপাঠী আর কি। এক ফাঁকে রাতুল আমাকে বলল, সাড়ে দশটার সময় স্কুলে অনুষ্ঠান আছে। স্যার সবাইকে যেতে বলেছে। কিন্তু সকাল থেকে আমাদের যে হুলস্থুল কাণ্ড হচ্ছে এরমধ্যে রান্না, খাওয়া, স্কুল, বাবার অফিস কোনকিছুই আর হুঁশ নেই। আমাদের সকাল থেকে কিছু খাওয়াও হয়নি।

এমন মইনই আর কান্নাকাটির মধ্য দিয়ে দশটা পেরিয়ে গেল। এমন সময় একজন খোঁজ দিল দাদুকে স্কুলের আশেপাশে দেখা গেছে। আমরা সবাই স্কুলের দিকে ছুটলাম। তবে দাদিকে নিতে চাইলাম না। কিন্তু দাদিও নাছোড়বান্দা, অবশেষে জোর করে দাদি আমাদের সাথে স্কুলের দিকে ছুটলেন। স্কুলে গিয়ে দেখি, স্কুলের একটি ক্লাসরুমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড় একটি ছবি, ছবিতে একটি মালা ঝুলছে, সামনে কিছু ফুল। পাশে চেয়ারে বসে আছেন দাদু আর আমাদের স্কুলের হেডস্যার। সামনে বেঞ্চে বসে আছে অসংখ্য শিক্ষার্থী। বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দাদু নতুন প্রজন্মের এই ক্ষুদে সৈনিকদের শোনাচ্ছেন মুক্তিযুদ্ধ আর বঙ্গবন্ধুর গল্প। সেখানে এক পশলা ঝগড়া হয়ে গেল দাদু আর দাদির মধ্যে। আমরা সবাই দাদুকে দোষারোপ করলাম আমাদেরকে না জানিয়ে কেন এখানে এসেছে। সকাল থেকে বাড়িতে কী হচ্ছে তার সবটাই বললাম। এরপর দাদুকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসতে চাইলাম। কিন্তু দাদু আসতে রাজি হলেন না বরং সবাইকে নিশ্চিন্তে বাড়িতে ফিরে যেতে বললেন। মা-চাচিদের বললেন সকালের নাস্তা তৈরি করতে আর আমাকে খুব দ্রুত স্কুলের জন্য রেডি করে স্কুলের অনুষ্ঠানে পাঠিয়ে দিতে। বাড়িতে এসে আমরা কিছুটা স্বাভাবিক হলাম। মা-চাচি রান্নাঘরে গেলেন। এদিকে দাদিকে আমরা শুয়ে থাকতে বললাম। বাবা অফিসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে থাকলেন।

আমি দাদির পাশে বসে থাকলাম। দাদি আমাকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা আজ কি এমন দিন যে তোর দাদু স্কুলে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর গল্প করছে আর তোদের স্কুলে এত অনুষ্ঠান কেন?

আমি বললাম, দাদি আজ কত তারিখ তা জানো?

না, দাদি বললেন। আজ কত তারিখ তা আমি জানবো কী করে, তো তুই বল।

আমি বললাম, ক্যালেন্ডারের দিকে তাকাও।

দাদি বললেন, আহ, মরণ! আমি কি চোখে দেখতে পাই নাকি? দেখি, আমার চশমাটা দে দেখি।

চশমাটা নিয়ে দাদি ক্যালেন্ডারের দিকে তাকালেন আর মুহূর্তেই চোখ থেকে চশমাটি খুলে ফেললেন। স্পষ্ট দেখা গেল দাদির চোখ ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসছে। এদিকে স্কুল থেকে সাউন্ডবক্সে গানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, 'তোমার রক্ত মাটিতে পড়েনি, সিঁড়ি বেয়ে শুধু গড়িয়েছে কিছুদূর...'

জাতির পিতা স্মরণে আজ

ইমতিয়াজ সুলতান ইমরান

পনেরো আগস্ট মধ্যরাতে
রিমিক-ঝিমিক বৃষ্টিপাতে
খাতা কলম ছাতা হাতে
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর, আসতে দেখি ভিজে,
এসে তিনি আমার দ্বারে
কড়া নাড়েন বারেবারে
দরজা খুলে দেখে তাঁরে
চরণ ছুঁয়ে সালাম দিয়ে খুশি হলাম কী যে!

বসে তিনি আমার কাছে
বলেন শুনো, কথা আছে
তোমার ছড়ায় হৃদয় নাচে।
পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই আশার বাণী শুনে,
বলেন তিনি, শুনো আরও
কান দিও মা, মন্দে কারও
লিখতে থাকো যত পারো...
স্বপন দেখে, আতি-পাতি ঝেড়ে ফেল মনে।

স্বপ্ন যদি সত্যি হতো ঈস...
জাতির পিতা স্মরণে আজ সমগ্র কুর্নিশ।

রাসেল নামের খোকা

মো. জোবাইদুল ইসলাম

রাসেল নামের ছোট্ট খোকা
যখন ছিল দেশে
ফুল-পাখিরা তারই সাথে
করতো খেলা মেসে।

হাঁসছানারা পুকুর জলে
চলতো ভেসে ভেসে
রাসেল তখন হারিয়ে যেত
শাপলা ফুলের দেশে।

রাসেল নামের খোকা ছিল
বাবা-মায়ের প্রিয় খুব
সন্ধ্যে হলে বই নিয়ে সে
পড়ার মাঝে দিত ডুব।

রাসেল খোকা চলে গেল
স্মরণ করি তাঁকে
কবর দেশে হাসি-খুশি
ভাল যেন থাকে।

সেই ছেলেটি

প্রজ্ঞীৎ ঘোষ

স্বপ্নে দেখা একটি ছেলে
দেশকে ভালবাসতো;
পাখি হয়ে গান শুনিয়ে
চন্দ্র হয়ে হাসতো।

হাঁটি হাঁটি পা পা করে
গ্রামের ছায়া ছেড়ে;
ওই শহরের পরিবেশে
উঠলো অনেক বেড়ে।

দেশের প্রতি টান ছিল তাই
বঙ্গবন্ধু নাম ;
বাঙালিরা এক হয়ে তাঁর
কথায় দিল দাম।

দোলনা ছেড়ে ছোট্ট শিশু
রাজ্য শাসন করে ;
সেসব দেখে পাষণ্ডদের
দুঃখে জ্বালা ধরে।

পাষণ্ডরা যুক্তি করে
শ্রাবণের এক রাতে;
সেই ছেলেটির ঘটায় ইতি
অগাই রক্তপাতে।

স্বপ্নে দেখা সেই ছেলেটি
অমর হয়ে রয়;
বাংলার বুকে নামটি যে তাঁর
হোক চির অক্ষয়।

চাঁদের ঝিকিমিকি

জাহাঙ্গীর আলম জাহান

পত্রে আমার উত্তরটা নাও
পর সমাচার এই
মনটা ভাল নেই
কোথায় তুমি হারিয়ে গেলে
হঠাৎ অজান্তেই?

তোমায় খুঁজি পথের ধারে
দূর আকাশে, বন-বাদাড়ে
কোথায় গেলে পাই
একটি সোয়েল কেঁদে বলে
রাসেল সোনা নাই।

রাসেল গেছে চাঁদের বাড়ি
জোছনা হবে বলে
চাঁদের চোখে জলের কণা
পড়ছে গলে গলে।

সেই জলেরা পাহাড় বেয়ে
ঝরনা হয়ে নামে
শহর-গাঁয়ে-গ্রামে
সোয়েল দিলো শোকের চিঠি
নীল কষ্টের খামে।

সেই চিঠিটার জবাব আমি
কোন ভাষাতে লিখি
ঐ যে দ্যাখো রাসেল হলো
চাঁদের ঝিকিমিকি।

শোকাবহ আগস্ট

কাব্য কবির

আগস্ট হলো শোকের মাস
চোখের সামনে ভাসে লাশ
চারিদিকে রক্ত দেখি
রক্ত দেখি ঘাসে,
শোকের মাসে খোকা-খুকি
কেউ না দেখি হাসে।

শোকের মাসে কুলকলিরা
বনে বসে কাঁদে,
মেঘের ফাঁকে চেয়ে দেখো
কাঁদে রূপালি চাঁদে।

শোকের মাসে পদ্মা নদীর
থামে কলতান,
শোকের মাসে রাখাল ছেলে
গায় না কোন গান।

শোকের মাসে গাছ-পালারা
বনে বসে কাঁদে,
সাথে কাঁদে পাখি
মুজিব, মুজিব বলে
শোকের মাসে বাঙালিরা
কাঁদি চোখের জলে।

মুক্তি পাইয়া রহমান প্রেমা, তিকাজনলিয়া কুল স্কুল, সাতা

আগস্ট মাস শোকের তিথি

আগস্ট এলে পিতার শোকে কান্না ঝরে টুপটাপ-
আগস্ট এলে মায়ের শোকে জেজাই বক্ষ চুপচাপ।
আগস্ট এলে ভাইয়ের জন্য শোকের মাতম করি
আগস্ট এলে রাসেল সোনার নিটোল ছবি গড়ি।
আগস্ট এলে ঘৃণা জানাই ঘাতক ছিল যারা
মানুষ মেরে আঁধার রাতে নরের অধম তারা।

আগস্ট মাস শোকের তিথি
বঙ্গন যারার এইতো গীতি।

মোহাম্মদ ইসহাক
ধানমন্ডি, ঢাকা

ঐ ছবিটি বঙ্গবন্ধুর

ঐ ছবিটি শেখ মুজিবের
তিনি সবার মিতা
স্বাধীনতার মহানায়ক
জাতির তিনি পিতা।

ঐ ছবিটি মহাকবির
কাব্য শোনান তিনি
দেশের মানুষ, ফুলপাখিরা
তাঁহার কাছে ঋণী।

ঐ ছবিটি টুঙ্গিপাড়ার
প্রিয় খোকার ছবি
আজ অবধি তাঁকে নিয়ে
লেখেন হাজার কবি।

ঐ ছবিটি বঙ্গবন্ধুর
দীপ্তিদায়ক ভাষণ
তর্জনীর ঐ এক ইশারায়
কাঁপল পাকির আসন।

ঐ ছবিটি হৃদয়ফ্রেমে
লটকে সবাই রাখি
যতই দেখি সাধ মেটে না
চেয়েই শুধু থাকি।

শাহীন খান
বাগাইপাড়া, নড়াইল

মুজিব মধুর নাম

মুজিব তুমি থাকতে যদি
মোদের জীবন পানে,
মনে কত শান্তি পেতাম
চেয়ে বদন পানে।

শকুনের দল নিল কেড়ে
তোমার দেহখানি,
তোমার মধুর মুজিব নাম
মুছবে ক্যামনে বাণী?

ওপর থেকে সব-ই তুমি
দেখছো আমি জানি,
তোমার স্বপ্নের সোনার বাংলা
তুলেছে মাথাখানি।

তোমার বাংলা আমার বাংলা
গড়ব মোরা সবে,
স্বাধীন বাংলার অট্টহাসি
বাজে সগৌরবে।

বিজয় বেপারী
কালকাটি সদর, কালকাটি

মুজিব মানে

মুজিব মানে বুকে সাহস
মুজিব মানে শক্তি
মুজিব মানে প্রেরণা আর
মুজিব মানে ভক্তি।

মুজিব মানে সৎ-সত্যতার
ন্যায়ের পথে চলা
মুজিব মানে বুক ফুলিয়ে
সত্য কথা বলা।

মুজিব মানে একাত্তরের
মুক্তিযুদ্ধের গল্প
মুজিব মানে স্বাধীনতা
নয় তো সেটা অল্প।

শাকিব হুসাইন
মাসাবা, দিনাজপুর

মুজিব ধ্রুবতারা

ধন্য মায়ের ধন্য ছেলে
ধন্য মুজিব ধন্য
নিজের সুখ বিলিয়ে দিলে-
জনগণের জন্য।
বাড়িয়ে গেলে মুজিব তুমি
বাংলাদেশের দাম-
স্বর্ণ অক্ষরে লেখা আছে
মুজিব তোমার নাম।
যুদ্ধে যাওয়ার সাহস জোগায়
তোমার কণ্ঠস্বর
মুজিব তুমি ধ্রুবতারা
বাংলার বাতিঘর।
প্রদীপ হয়ে জ্বলবে তুমি
জ্বলবে মহাকাল
যুগের পরে যুগ আসবে
আসবে কত সাল।
আকাশেতে আছো মুজিব
হয়ে ধ্রুবতারা
যুগে যুগে ডাকবো মোরা
দিও তুমি সাড়া।

সরকার জাহানারা ফরিদ
গোড়ান, ঢাকা

আগস্ট মাসে

হারিয়ে গেলে আগস্ট মাসে
তবুও অমর হলে
আঁকাবাঁকা নদীর ধারা
তোমার কথা বলে।

বুকটা আমার খাঁ খাঁ করে
চোখটা ভরে আসে
সারা বাংলা জুড়ে তোমার
দীপ্ত মুখটা ভাসে।

তোমার আত্মত্যাগের নীতি
দেশপ্রেমেরই কথা
থাকবে বেঁচে হাজার বছর
তোমার মানবতা।

সয়োয়ার মান্না
আবুখালি, সংযুক্ত আরব আমিরাত

জাতির পিতার দান

লাল সবুজের জয় পতাকা
হাজার যুগের স্বপ্ন আঁকা
এই পতাকাই এই বাঙালির
আত্মপরিচয়:
এই পতাকার জন্য থাকি
বিপদে নির্ভয়।
এই পতাকা, স্বাধীনতা
কণ্ঠে বিজয় গান
সব তো আমার জাতির পিতার
শেখ মুজিবের দান।

অপু কড়ুয়া
জেলা পরিষদ, চট্টগ্রাম

একটি তর্জনী উঁচু করে

কৃষাণ মুটে খোপা জেলে
লাঙল জোয়াল মাঠে ফেলে
শুনতে গেল ভাষণ।
বলেন নেতা সবার তরে
গড়ো দুর্গ ঘরে ঘরে
কাড়তে হবে আসন।

বাংলামায়ের দামাল ছেলে
দীপ্ত শিখা দিয়ে জ্বেলে
অস্ত্র নিল হাতে
বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে
লড়াই করার শপথ নিয়ে
বঙ্গবন্ধুর সাথে।

করতে ঘায়েল পাকিসেনা
বুঝে নিতে লেনা-দেনা
ঐক্য সবে গড়ে
সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে
মুক্ত করার শপথ নিয়ে
এক হয়ে সব লড়ে।

দীর্ঘ নয়মাস যুদ্ধ চলে
ইয়াহিয়ার আসন টলে
রক্তে দেশটা ভাসে।
তর্জনীটাকে উঁচু করে
বঙ্গঘরের ঘাতটি ধরে
স্বাধীনতা আসে।

কবিতা আখতার
মায়া একাডেমি, ফেনী

চাই না এমন আগস্ট আমি

আগস্ট ভীষণ দস্যি আত্মা দুর্বিষহ দুঃখের।
বুকে চাপা কান্না হাজার শোকাচ্ছন্ন শোকের।
এই মাসটা রক্ত নদীর দুঃখ জলে ভাসায়,
এই মাসটা আর্তনাদের শ্রমিক-বণিক-চাষার।

এই মাসটা নুইয়ে পড়া কলমিলতা-জবার,
বুকের ভেতর রক্তক্ষরণ ছোট্ট-বড় সবার।
আগস্ট এলে বুকের ভেতর দুঃখ বাড়ে শুধু,
কান্নারা সব ডুকরে ওঠে মন যে মরু ধুধু!

এই মাসটা বড্ড দুখের শিল্পী এবং কবির,
এই মাসটা রক্তঝরা একটা শোকের ডায়রি!
না চাওয়া এ আগস্ট এলেই সবকিছু হয় বিবশ।
'চাই না এমন আগস্ট আমি' চাই না যে শোকদিবস।

সিরাজ মাহমুদ রাতুল
কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ এখন থেকে পূর্বের অন্যান্য মাধ্যমের পাশাপাশি ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন 'নগদ' এর মাধ্যমেও গ্রাহকচাঁদা পরিশোধ করতে পারবেন। এজন্য নিচের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে:

ক) 'নগদ' অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে:

খ) মোবাইল ফোনে ডায়ালের মাধ্যমে:

বেতার বাংলা'র গ্রাহকচাঁদা পরিশোধে
'নগদ' একাউন্ট নম্বর: ০১৮৪৮২৫৯৪০৪

ডাকমাশুল ও অনলাইন চার্জসহ বার্ষিক
৬টি সংখ্যার গ্রাহকচাঁদা: ১৮২/- টাকা মাত্র

পুরাতন গ্রাহকেরা রেফারেন্সে গ্রাহক নম্বর ব্যবহার করবেন। টাকা পরিশোধের পর বেতার প্রকাশনা দপ্তরের অফিসিয়াল ফেইসবুক পেইজ www.facebook.com/betarbangla.bb (বেতার প্রকাশনা দপ্তর) এ আপনার নাম, পূর্ণ ঠিকানা, যে নম্বর থেকে টাকা পরিশোধ করেছেন তার শেষ চার ডিজিট এবং ট্রানজেকশন আইডি মেসেজ করে নিশ্চিত করুন।

বেতারবাংলা

বেতার প্রকাশনা দপ্তর
বাংলাদেশ বেতার

১৪ জুলাই ২০২২ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আসন্ন ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাতবার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচি নির্ধারণের লক্ষ্যে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন। এসময় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মকবুল হোসেন বিপিএম উপস্থিত ছিলেন

২০ জুলাই ২০২২ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের ৭ খণ্ডের 'সংবাদপত্রে পদ্মা সেতু' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন

১৭ জুলাই ২০২২ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মকবুল হোসেন বিপিএম টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের [illegible] বঙ্গবন্ধুর আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করেন

২৩ জুলাই ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় জেমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস উদ্‌যাপন ও বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক-২০২২' প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন

২৭ জুলাই ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ডি-৮ এর ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন এবং ডি-৮ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের ২০তম অধিবেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

১ আগস্ট ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'জাতীয় শোক দিবস' উপলক্ষ্যে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরে বাংলাদেশ কৃষক লীগ আয়োজিত 'স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি' অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন